সেনসেক্স : ৭৬,৭০৪.১৩ (+৬৩৩.২৯)

নিফটি : ২৩,৭৭৭.৮০ (+১৯৬.৬৫)

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

উত্তর-পূর্বে খ্রিস্টান রাষ্ট্র গঠনের ছক ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
৩১° সর্বোচ্চ	১৯° সর্বনিম্ন	৩১° সর্বোচ্চ	১৯° সর্বনিম্ন	৩০° সর্বোচ্চ	১৯° সর্বনিম্ন	২৮° সর্বোচ্চ	১৭° সর্বনিম্ন

দেবেগৌড়াকে সরস 'চিমটি' খাড়গের ৭

ভিক্টরের বহিষ্কারের দাবিতে দিল্লিতে স্ত্রী

এআইসিসি দপ্তরে চিঠি ৫

শিলিগুড়ি ৪ চৈত্র ১৪৩২ বৃহস্পতিবার ৫.০০ টাকা 19 March 2026 Thursday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 298

প্রশান্ত এখন ভোট ম্যানেজার

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

শিলিগুড়ি, ১৮ মার্চ : কয়েকজন সঙ্গী নিয়ে ঘুরে ঘুরে কার্যত ভোট ম্যানেজারের কাজ করছেন 'পলাতক' প্রাক্তন বিডিও প্রশান্ত বর্মন। বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে কোথাও শাসকদলের বিক্ষুব্ধ নেতাদের ধমকানো, কোথাও নিষ্ক্রিয় নেতাদের সক্রিয় করার চেষ্টা, কোথাও আবার ভোটে জেতার কৌশল ঠিক করে দিচ্ছেন স্বর্ণ ব্যবসায়ী স্বপন কামিল্যা খুনের মূল আসামি। পুলিশ ও প্রশাসনের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ মদতেই যে প্রশান্ত বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন তা আর কারও অজানা নয়। শাসকদলের মদত ছাড়া প্রশান্তর পক্ষে দাপিয়ে বেড়ানো যে সম্ভব নয় তা তৃণমূল নেতারাও অস্বীকার করছেন না। বিরোধীদের অভিযোগ, উত্তরবঙ্গের বেশ কয়েকটি আসনে তৃণমূলকে সুবিধা করে দিতে কলকাঠি নাড়ানোর কাজে প্রশান্তকে ব্যবহার করা হচ্ছে। তাই সুপ্রিম কোর্টে জামিন নাকচ হলেও ওই প্রাক্তন বিডিও'র জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে।

বিশ্বস্ত সূত্রের খবর, সম্প্রতি বেশ কয়েকদিন আলিপুরদুয়ারেই ছিলেন প্রশান্ত। একটি গোপন ঘাঁটিতে ডেকে পাঠিয়েছিলেন জেলার তিন বিক্ষুব্ধ তৃণমূল নেতাকে। তাঁদের মধ্যে দুজন দেখা করলেও একজন দেখা করেননি। অভিযোগ, ওই নেতাকে প্রশান্ত দেখে নেওয়ার হুমকি দিয়েছেন। আলিপুরদুয়ারের এক প্রভাবশালী তৃণমূল নেতার কথা, 'প্রশান্তর কাজকর্ম ভাবভঙ্গি এমন যে, আমরা ওঁর অধস্তন কর্মচারী। এটা করতে হবে, ওটা করতে হবে বলে রীতিমতো ধমক দিয়েছেন কয়েকজনকে। যা হচ্ছে তা ভালো হচ্ছে না।' তৃণমূলের সূত্র বলছে, কোচবিহারেও তাদের কয়েকজন নেতার সঙ্গে প্রশান্ত গোপনে কথা বলেছেন। জলপাইগুড়ির এক তৃণমূল নেতার বাড়বাড়ন্তেও প্রশান্তর প্রভাব রয়েছে। এমনকি তাঁর কলকাঠি নাড়ানোতেই নাকি জেলার দুটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে প্রার্থী বদল হয়েছে। এক বিতর্কিত তৃণমূল নেতার শেষমুহূর্তে প্রার্থী হওয়ার পেছনেও প্রাক্তন বিডিও'র হাত রয়েছে।

তৃণমূল নেতৃত্ব অবশ্য এসব মানতে নারাজ। দলের নেতা উদয়ন গুহর কথা, 'আমাদের এত দুর্দিন হয়নি যে, প্রার্থীকে জেতানোর জন্য প্রশান্ত বর্মনের সহযোগিতা নিতে হবে। পুলিশের উচিত আদালতের নির্দেশ মতো পদক্ষেপ করা।' প্রশান্তর বিষয়ে তাঁর কিছু জানা নেই বলেই দাবি করেছেন আলিপুরদুয়ার জেলা তৃণমূল সভাপতি প্রকাশ চিকবড়াইক। তাঁর বক্তব্য, 'কে কাকে ধমকাচ্ছে তা আমার জানার বিষয় নয়।' প্রকাশ বা উদয়ন বলছেন ঠিকই, তবে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক জলপাইগুড়ির বিক্ষুব্ধ এক তৃণমূল নেতার বক্তব্য, 'প্রশান্ত বর্মন আগেও দলের অনেক ক্ষতি করেছে, এখনও করে যাচ্ছে। ওর কলকাঠি নাড়ানোতেই

- উত্তরবঙ্গের কয়েকটি আসনে তৃণমূলকে সুবিধা করে দিতে কলকাঠি নাড়ছেন প্রশান্ত
- আলিপুরদুয়ারের গোপন ঘাঁটিতে ডেকে এক নেতাকে ধমকেছেন
- জলপাইগুড়ি জেলার দুটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে প্রার্থী বদলেও প্রশান্তের হাত
- গুন্ডা গ্যাং কেজিএফের কয়েকজন সদস্যের সঙ্গে প্রশান্তর ঘনিষ্ঠতা নিয়েও গুঞ্জন

এরপর দশের পাতায়

বঙ্গের ভোটরঙ্গ

আমলা, পুলিশে বদলের সুনামি

কলকাতা, ১৮ মার্চ : মেগা রদবদল। বাংলার প্রশাসন ও পুলিশে ফের যেন সার্জিক্যাল স্ট্রাইক নির্বাচন কমিশনের। যাতে কার্যত লন্ডভন্ড হয়ে গেল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৈরি করা প্রশাসন ও পুলিশের কাঠামো। কমিশনের চতুর্থ দফা শক্তিশেলে কোপ পড়ল জেলা শাসক ও ডিআইজিদের ওপর। একধাক্কায় বুধবার সরিয়ে দেওয়া হয়েছে ১১ জন জেলা শাসক ও ৫ জন ডিআইজিকে।

অপসারিত জেলা শাসকদের মধ্যে কয়েকজন গত সপ্তাহেই দায়িত্ব পেয়েছিলেন। থিতু হওয়ার আগেই তাঁদের পদে অন্য অফিসারকে দায়িত্ব দেওয়া হল। প্রথমে প্রশাসনের শীর্ষ স্তরে মুখ্যসচিব ও স্বরাষ্ট্রসচিব, তারপর দুই দফায় পুলিশের ডিজি, কমিশনার ও পুলিশ সুপারদের মেগা বদলের পর বুধবার এই চতুর্থ ধাক্কার পর মনে করা হচ্ছে, রেহাই পাবেন না জেলা শাসক ও পুলিশ সুপারদের অধস্তন অফিসাররাও।

এধরনের রদবদলের আগে রাজ্য সরকারের সঙ্গে আলোচনা করার জন্য মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে পাঠানো চিঠিতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আর্জিতে যে আমল দেওয়া হল না, তা দিনের আলোর মতো পরিষ্কার। ফলে বাংলার শাসক শিবির অত্যন্ত ক্রুদ্ধ। রাজ্যের শিল্পমন্ত্রী শশী পাঁজা বুধবার স্পষ্ট ভাষায় বলেন, 'বিজেপি রাজনৈতিক ফায়দা তুলতে সিবিআই-ইডি'র পর নির্বাচন কমিশনকে হাতিয়ার করছে।'

শশীর কথায়, 'বাংলার আইএএস এবং আইপিএস-দের মধ্যে সুকৌশলে বিভাজন তৈরি করা হচ্ছে, যা অত্যন্ত অসম্মানজনক।'

১১ জেলা শাসক, ৫ ডিআইজি অপসারিত

পালটা বিজেপি মুখপাত্র দেবজিৎ সরকারের কটাক্ষ, 'এতদিন এই (অপসারিত) আধিকারিকরা নিরপেক্ষ প্রশাসনের বদলে শাসকদলের হয়ে কাজ করছিলেন।' দেবজিতের কথায় আভাস মিলছে, কমিশন যাঁদের সরাল, তাঁরা বিজেপির অপছন্দের অফিসার।

এক ধাপ এগিয়ে বিজেপি মুখপাত্রের দাবি, অবাধ ভোটের স্বার্থে এই বদল ১০০ শতাংশ জরুরি। এর আগে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী থানার আইসি-ওসি স্তরেও বদলির পক্ষে সওয়াল করেছিলেন। কমিশন শেষে সেরকম পদক্ষেপ করবে বলে জল্পনা শুরু হয়ে গিয়েছে। 'অপছন্দের' অফিসারদের শুধু যে পদ থেকে সরানো হচ্ছে, তা নয়, তাঁদের একেবারে ভিনরাজ্যে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে নির্বাচনি পর্যবেক্ষকের দায়িত্ব দিয়ে।

ইতিমধ্যে অপসারিত স্বরাষ্ট্রসচিব জগদীশপ্রসাদ মিনাকে তামিলনাড়ুতে পাঠানো হয়েছে। বুধবার রাজ্যের বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের সিনিয়ার বিশেষ সচিব প্রিয়াংকা শ্রিংলা এবং শিল্প ও বাণিজ্য সচিব পি মোহন গান্ধিকেও অন্য রাজ্যের পর্যবেক্ষক হিসেবে নিযুক্ত করা হল। এর আগে পূর্তসচিব অন্তরা আচার্য এবং খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ সচিব পারভেজ আহমেদ সিদ্দিকীকে একইরকম নির্দেশ দিয়েছিল কমিশন।

দপ্তরের গুরুত্বপূর্ণ কাজের কারণ দর্শিয়ে তাঁরা অব্যাহতি চেয়ে চারজন বিকল্প আধিকারিকের নাম জমা দিলেও কমিশন তাতে কর্ণপাত করেনি। বুধবার অপসারিত ১১ জনের মধ্যে উত্তরবঙ্গের কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, উত্তর দিনাজপুর, মালদা, দার্জিলিং ও আলিপুরদুয়ারের জেলা শাসকরা আছেন। এছাড়া সরানো হয়েছে মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, পূর্ব বর্ধমান, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলা শাসকদের।

এরপর দশের পাতায়

কেজিএফ গ্যাংকে নিয়ে তারাপীঠে পুজো

প্রার্থী হয়েই বিতর্কে রঞ্জন

ভোট উৎসব

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ১৮ মার্চ : বিধানসভা নির্বাচনের টিকিট পেয়েই বিতর্কে জড়ালেন ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী রঞ্জন শীলশর্মা। প্রার্থীতালিকা ঘোষণার পর কুখ্যাত কেজিএফ গ্যাংয়ের সদস্যদের নিয়ে তিনি তারাপীঠে পুজো দিতে গিয়েছিলেন। সেখানে রামকৃষ্ণ মিশনের জমি দখল কাণ্ডে অভিযুক্তরা যেমন ছিল তেমনই গৃহবধূকে ধর্ষণে অভিযুক্ত গ্রেপ্তার হওয়া তরুণও ছিল। নিজের ফেসবুক প্রোফাইল থেকেই পুজো দেওয়ার বিষয়টি লাইভ করেছেন রঞ্জন। কেজিএফ গ্যাংয়ের সদস্যরাও নিজেদের ফেসবুক পেজ থেকে লাইভ এবং পোস্ট শেয়ার করেছে। মুহূর্তের মধ্যে সেই ভিডিওগুলি ভাইরাল হতে শুরু করেছে (ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ)।

মাসদুয়েক আগেই এই তরুণদের সঙ্গেই ছবি তুলে বিতর্কে জড়িয়েছিলেন শিলিগুড়ির মেয়র শিলিগুড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী গৌতম দেব। এবার একই বিতর্কে রঞ্জন জড়ানোয় দলের অন্দরেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। বিষয়টিকে হাতিয়ার করে প্রচার শুরু করে দিয়েছে বিজেপি। ডাবগ্রাম-ফুলবাড়িতে তৃণমূলকে জেতালে ফের কেজিএফ গ্যাংয়ের দাপটে নাজেহাল হতে হবে বলে অভিযোগ বিজেপির। আসন্ন নির্বাচনে এই কেজিএফ গ্যাংকে কাজে লাগিয়েই রঞ্জন বৈতরণি পার করতে চাইছেন বলে অভিযোগ বিরোধীদের। ওই কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী তথা বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্য, 'তৃণমূল তো গ্যাং ছাড়া চলতে পারবে না। চোর ছাড়া তৃণমূল নেতারা চলতে পারেন না।' রঞ্জন সাফাই দিচ্ছেন, 'হাজার হাজার মানুষ এখন সঙ্গে যাচ্ছে। কে কোথায় আমার সঙ্গে যাচ্ছে সেটা আমি কী করে দেখব?'

শিলিগুড়িতে রামকৃষ্ণ মিশনের জমি দখল কাণ্ডে নাম জড়িয়েছিল কেজিএফ গ্যাংয়ের। এরপর ওই গ্যাং দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। একটি কেজিএফ, অপরটি মাইলস্টোন। এই কেজিএফ গ্যাংয়ের তরুণরা এলাকায় সক্রিয় তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী বলে অভিযোগ। তৃণমূলের সব মিটিং মিছিলেই তাদের দেখা যায়। এই কেজিএফ গ্যাংয়ের বিরুদ্ধেই সেবক রোডে রামকৃষ্ণ মিশনের জমি দখলের অভিযোগ উঠেছিল। সেইসময় ওই গ্যাংয়ের কয়েকজন গ্রেপ্তারও হয়েছিল। সেবক রোডে রাস্তার ধারে মোটা টাকার বিনিময়ে পার্কিংয়ের জায়গায় দোকান বসানোরও অভিযোগ রয়েছে ওই গ্যাংয়ের বিরুদ্ধে। এদের বিরুদ্ধে শহরের বিভিন্ন এলাকায় জমি দখল, ভয় দেখানো সহ একাধিক অভিযোগ রয়েছে। মাঝে শিলিগুড়ি পুলিশের লাগাতার অভিযানে এই গ্যাং কিছুটা দমলেও ফের মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে।

যখন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রার্থী ঘোষণা করছিলেন তখন কলকাতাতেই ছিলেন রঞ্জন। তাঁর সঙ্গেই ছিল কেজিএফ গ্যাংয়ের সদস্যরা। বুধবার সকালে তাদের নিয়েই তারাপীঠে পুজো দিতে যান রঞ্জন। সেখানে বিভিন্ন ফেসবুক প্রোফাইল থেকে লাইভ এবং ছবি পোস্ট করা হয়। ওই ছবি এবং ভিডিওগুলিতেই দেখা যাচ্ছে হাসতে হাসতে তাদের সঙ্গে মন্দিরে পুজো দিচ্ছেন রঞ্জন। বাইরে বেরিয়ে এসে তাদের সঙ্গে ছবিও তুলছেন তিনি। তাদের মধ্যে একজন বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ধর্ষণের অভিযোগে ভক্তিনগর থানার পুলিশের হাতে গ্রেপ্তারও হয়েছিল। অভিযুক্ত দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসিন্দা হলেও শিলিগুড়ির ৪৪ নম্বর ওয়ার্ডের দশরথপল্লি এলাকায় থাকে। এই বিষয়টিকেই হাতিয়ার করে নিয়েছে বিরোধীরা। যে কেজিএফ গ্যাংয়ের বিরুদ্ধে এত অভিযোগ তাদের সঙ্গে তৃণমূল প্রার্থীর কেন এত সখ্য, সেই প্রশ্ন তুলছে বিরোধীরা।

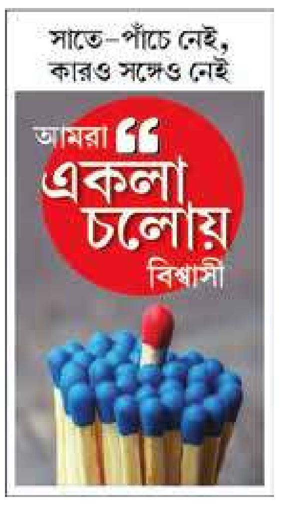

এডিশন স্পেশাল

গদাধরের তীরে মসজিদে সর্বধর্ম মেলা

▸▸ *দুইয়ের পাতায়*

ক্যানালের জলে ফেলে সন্তানকে খুন, স্বীকার সৎবাবার

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১৮ মার্চ : নিরুদ্দেশ হওয়ার ছয়দিনের মাথায় গজলডোবায় তিস্তা ক্যানাল থেকে উদ্ধার হল বিধানপল্লির ১০ বছরের নাবালকের দেহ। তার নাম অরিজিৎ বর্মন। পুলিশের দাবি, তার সৎবাবা উত্তম বর্মন জেরায় খুনের কথা স্বীকার করেছেন। ওই নাবালকের মা সাবিত্রী বর্মনের অভিযোগের ভিত্তিতে গত রবিবারই পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন উত্তম। পুলিশ হেপাজতে থাকা অবস্থায় মঙ্গলবার রাতে দফায় দফায় উত্তমকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। একাধিকবার তদন্তে বিভ্রান্তি তৈরির চেষ্টা করেন উত্তম। শেষপর্যন্ত তিস্তা ক্যানালে স্ত্রীর প্রথমপক্ষের ছেলেকে ধাক্কা মেরে ফেলে দেওয়ার কথা স্বীকার করেন তিনি। বুধবার ভোরেই ভোরের আলো থানার সহযোগিতায় মেডিকেল ফাঁড়ির পুলিশ উত্তমকে সঙ্গে নিয়ে গজলডোবার রংধামালি জঙ্গলের ভেতর চলে যায়। সেখানে তিস্তা ক্যানাল থেকে নাবালকের দেহ উদ্ধার হয়। সন্তানের মৃত্যুর খবর এলাকায় পৌঁছাতেই কান্নায় ভেঙে পড়েন সাবিত্রী। গোটা এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। উত্তমের বিরুদ্ধে কড়া শাস্তির দাবি জানিয়েছেন সাবিত্রী সহ এলাকার মানুষজন।

এদিকে, নাতির মৃত্যুর খবর পেয়ে সাবিত্রীর প্রথমপক্ষের স্বামীর পরিবারের সদস্যরা রানিডাঙ্গা থেকে হাজির হন। সাবিত্রীর বিরুদ্ধেও তাঁরা একরাশ ক্ষোভ উগরে দেন। ওই পরিবারের সদস্য সোমারু বর্মন বলেন, 'আড়াই বছর ধরে উত্তম আমাদের নাতি ও নাতনির ওপর অত্যাচার করে গিয়েছে। চোখের সামনে সব দেখেও সাবিত্রী কোনওদিন প্রতিবাদ করেনি। প্রতিবাদ করলে আজ আমাদের নাতিকে হারাতে হত না।'

এরপর দশের পাতায়

মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়ে প্রশ্ন সুপ্রিম কোর্টে

আইপ্যাক মামলায় ভর্ৎসিত রাজ্য

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ১৮ মার্চ : আইপ্যাক মামলায় কি রাজ্য সরকারের জন্য অশনিসংকেতের আভাস? সুপ্রিম কোর্ট খোদ মুখ্যমন্ত্রীর ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলায় সেই আভাস স্পষ্ট। তা যদি হয়, তাহলে বিধানসভা নির্বাচনের আগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্য অস্বস্তির কারণ হবে। মরিয়া রাজ্য সরকার বুধবার শুনানি স্থগিত করতে মরিয়া চেষ্টা করে বটে। কিন্তু শীর্ষ আদালত তাতে কান দেয়নি।

বরং কলকাতায় আইপ্যাক সংস্থার প্রধানের বাড়ি ও অফিসে ইডি'র তল্লাশির সময় মুখ্যমন্ত্রীর জোর করে ঢুকে পড়া এবং তথ্যপ্রমাণ নিয়ে যাওয়ার অভিযোগকে কেন্দ্র করে সুপ্রিম কোর্টের মন্তব্য মোটেও সুখকর নয় বলে মনে করা হচ্ছে। বিচারপতি প্রশান্তকুমার মিশ্র এবং বিচারপতি এনভি আঞ্জারিয়ার বেঞ্চ স্পষ্ট ভাষায় প্রশ্ন তুলেছে, 'আজ যদি একজন মুখ্যমন্ত্রী এভাবে তদন্তে বাধা দেন, তবে কাল তো অন্য কোনও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী একই কাজ করবেন! তখনও কি কেন্দ্রীয় এজেন্সির হাত-পা বাঁধা থাকবে?'

কয়লা দুর্নীতির তদন্তের কথা বলে ভোটকুশলী সংস্থা আইপ্যাকে ওই তল্লাশি হয়েছিল। যেখানে হঠাৎ গিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভেতর থেকে ল্যাপটপ ও বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ নথি নিয়ে চলে যান বলে ইডি'র অভিযোগ। তা নিয়েই শীর্ষ আদালতে বুধবার শুনানি হয়। এই মামলায় রাজ্য সরকার বারবার সময় নষ্ট করছে বলে অভিযোগ জানান সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা।

তদন্ত চলাকালীন মুখ্যমন্ত্রীর সেখানে যাওয়া ক্ষমতার চূড়ান্ত অপব্যবহার এবং ঘোরতর বেআইনি বলে তিনি দাবি করেন। অন্যদিকে, ব্যাকফুটে থেকে রাজ্য সরকার এই হাইভোল্টেজ মামলায় আত্মরক্ষায় ইডি'র অধিকারের প্রশ্ন তুলে আইনি ঢাল খাড়া করেছে। রাজ্য সরকারের দুই আইনজীবী কপিল সিবাল এবং শ্যাম দেওয়ান ইডি'র মামলা করার এক্তিয়ার নিয়েই প্রশ্ন তোলেন।

- ইডির এক্তিয়ার নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন রাজ্য সরকারের আইনজীবীরা
- কোনও সংস্থা সরাসরি সরকারের বিরুদ্ধে মামলা করতে পারে না বলে যুক্তি দেওয়া হয়েছে
- যদিও সুপ্রিম কোর্টের সংশয়, তাহলে 'চরম শূন্যতা' তৈরি হবে

তাঁদের বক্তব্য, সংবিধানের ৩২ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী মৌলিক অধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হতে পারেন ব্যক্তিবিশেষ বা কর্পোরেট সংস্থা। কিন্তু ইডি নিছক কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রিত দপ্তর। তাদের নিজস্ব আইনি সত্তা বা অধিকার নেই। তাই কোনও রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে সরাসরি মামলা করার ক্ষমতা ইডি'র থাকতে পারে না।

রাজ্যের আইনজীবীরা দাবি করেন, যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয় এধরনের মামলা করার এক্তিয়ার কেবল কেন্দ্রীয় সরকারের। আইনজীবী শ্যাম দেওয়ানের বক্তব্য, 'কেন্দ্রীয় সরকারের কোনও দপ্তর বা সংস্থাকে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে মামলা করার অনুমতি দেওয়া হলে তা দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর জন্য বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়াবে। এই ধরনের পদক্ষেপ কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের ভারসাম্য নষ্ট করতে পারে।'

দেওয়ান যুক্তি দেন, 'কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা, যেমন সিবিআই, নারকোটিক্স কন্ট্রোল ব্যুরো, ডিরেক্টরেট অফ রেভেনিউ ইন্টেলিজেন্স বা সিরিয়াস ফ্রড ইনভেস্টিগেশন অফিস ইত্যাদি কেউই রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে সরাসরি মামলা করার অধিকার রাখে না। রাজ্য স্তরের সংস্থা যেমন, সিআইডি, ভিজিল্যান্স কমিশন বা অ্যান্টি-করাপশন ব্যুরোও তেমনই কেন্দ্রের বিরুদ্ধে মামলা করতে পারে না।'

এরপর দশের পাতায়

সাজো সাজাও এমন করে... ইদের আগে মেহেন্দিতে রঙিন হাত। বেঙ্গালুরুতে বুধবার। -পিটিআই

ধর্মের কল নড়ে, ফুলের লড়াই বাড়ে

প্রতিটি বিধানসভা এলাকা একেকটি জীবন্ত জনপদ। তার নিজস্ব রসায়ন আছে। একেক বিধানসভায় রাজনীতির বোঝাপড়া একেকরকম। আজ নজরে হেমতাবাদ

ভোটের অঙ্ক

রণবীর দেব অধিকারী ও দীপঙ্কর মিত্র

হেমতাবাদ, ১৮ মার্চ : ভোটের সঙ্গে কি বসন্তের সম্পর্ক আছে? আলবাত আছে। রাজসিংহাসন কাদের হাতে যাবে, তা ঠিক করতে ভোটের হাওয়া তো বইছে এই ঋতুরাজ বসন্তেই। 'বসন্ত সমাগমে' দুয়ারে নির্বাচন। ভোটের রাজ্যে পৃথিবী যত গদ্যময়ই হোক, হেমতাবাদে ফুল ফুটবেই। কোন ফুল- সে প্রশ্ন লাখ টাকার। বসন্তে কত ফুলই তো ফোটে।

তবে ফুলই। শেরপুরের মাঠ চিরে সর্পিল চলনে খোকসা গ্রামের দিকে আঁকাবাঁকা পিচ রাস্তাটার দু'পাশে এখন শুধু ভুট্টার ফুল। মাঠজুড়ে ভুট্টা চাষ। ঝোপঝাড়ে ইতিউতি অনাদরে ফুটে আছে ভাঁটফুলও। ভুট্টাখেতের আড়ালে ঝাড়-জঙ্গলে ঢাকা নীল-সাদা রঙের একটা পাকা ঘর। সেটা নাকি জুনিয়ার হাইস্কুল। স্কুলের ঘর আলো করে যাদের থাকার কথা, সেই পড়ুয়ারা নেই। নিকর্মা দরজায় তালা। স্কুলের একমাত্র শিক্ষক জাহিরুল ইসলাম গিয়েছেন ছাত্র ধরতে।

গত কয়েকদিনে গৌড়বঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় ছেলেধরা গুজব ঘিরে শোরগোল ছড়িয়েছে। এদিকে শিক্ষক বেরিয়েছেন ছাত্র ধরতে। কী অদ্ভুত সমাপতন! কৃষি এলাকা হলেও হেমতাবাদে কাস্তে-হাতুড়িতে জং ধরে আছে। একসময়ের লালদুর্গে এখন ঝান্ডা ধরার লোকের অভাব। অন্যদিকে, 'হাত' শীর্ণ থেকে শীর্ণতর। স্রেফ রুমাল পেতে জায়গা রাখার জন্য অখ্যাত একজনকে প্রার্থী করেছে সিপিএম। অস্তিত্ব জানান দিতে হয়তো প্রার্থী দেবে কংগ্রেসও। তবে ওই পর্যন্তই।

তালাবন্ধ ছাত্রশূন্য বাগরোল দেবীনগর জুনিয়ার হাইস্কুল।

এরপর দশের পাতায়

গদাধর নদীর তীরে মজিদখানায় কেরামতি মসজিদে প্রতি বছর ৫ চৈত্র অনুষ্ঠিত হয় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির অভিনব এক মেলা। সেই মেলাকে সফল করতে প্রস্তুতি এখন তুঙ্গে।

মসজিদে সর্বধর্ম মেলা

রাজু সাহা

শামুকতলা, ১৮ মার্চ : বিশ্বজুড়ে সাম্প্রদায়িক হানাহানির মাঝেও উত্তরবঙ্গে সৌহার্দ্যের সহাবস্থান, সমতে।

আলিপুরদুয়ার-২ ব্লকের গদাধর নদীর তীরে অবস্থিত উত্তর মজিদখানা একটি ছোট্ট অথচ বৈচিত্র্যময় জনপদ। একদিকে ভুটান সীমান্ত এবং অন্যদিকে অসমের সীমানা ঘেরা এই গ্রামে মুসলিম সম্প্রদায়ের পাশাপাশি হিন্দু ও খ্রিস্টান ধর্মের মানুষেরা যুগ যুগ ধরে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করছেন। অথচ এই জনপদটি বর্তমানে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এক অনন্য উদাহরণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এই সম্প্রীতির বন্ধনকে আরও সুদৃঢ় করতে প্রায় চার দশক আগে স্থানীয় কেরামতি মসজিদকে কেন্দ্র করে সর্বধর্ম মিলনমেলার সূচনা হয়। আজও সেই ঐতিহ্যবাহী মেলা অটুট রয়েছে। জাতিধর্মবর্ণনির্বিশেষে হিন্দু, মুসলিম ও খ্রিস্টান সহ বিভিন্ন ধর্মের মানুষ এই মেলায় শামিল হন। মেলা প্রাঙ্গণে ধর্মপ্রাণ মানুষ মোমবাতি জ্বালিয়ে মানত করেন। আবার একই মঞ্চে দাঁড়িয়ে কোরান, বাইবেল ও গীতা পাঠের পাশাপাশি বিশ্বশান্তির জন্য সম্মিলিত প্রার্থনা করা হয়।

মজিদখানায় এমনই ভিড় হয় প্রতিবছর। -ফাইল চিত্র

বর্তমান সময়ে যখন ধর্মকে পুঁজি করে বিভাজনের চেষ্টা চলে, তখন মজিদখানা গ্রামের এই মেলা শ্রেষ্ঠ ধর্ম হিসেবে মানবধর্মকেই তুলে ধরে।

ইতিহাস বলে, প্রায় ১৫০ বছর আগে আলিপুরদুয়ার ২ ব্লকের উত্তর মজিদখানা গ্রামে কেরামতি মসজিদটি প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই এই অঞ্চলের মানুষ একে অপরের পরিপূরক হয়ে সম্প্রীতির আবহে থেকে আসছেন। আজ থেকে ৪১ বছর আগে খয়বার আলি, নাসের মিয়াঁ, শঙ্খপতি রায়, গোপাল মোহন্ত ও দীনেশ দেবনাথের মতো এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এই সম্প্রীতির বন্ধনকে আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে মসজিদ প্রাঙ্গণে সর্বধর্ম মিলনমেলার উদ্যোগ নেন। সেই থেকে প্রতি বছর ৫ চৈত্র ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে এই মেলা প্রাঙ্গণ উৎসবমুখর হয়ে ওঠে। একদিনের এই মেলা বিকেল থেকে শুরু হয়ে সারারাত পর্যন্ত চলে।

মসজিদ কমিটির কোষাধ্যক্ষ রঞ্জন রহমান বলেন, 'কেরামতির মসজিদে ধর্মপ্রাণ মানুষেরা ৫ চৈত্র দুপুরের পর থেকে মোম ধূপ জ্বালিয়ে প্রার্থনা শুরু করে দেন। মানুষের বিশ্বাস, এই মসজিদে মোম ধূপ জ্বালিয়ে যে যা মানত করে তাই পূরণ হয়। এই মেলা কোনও ধর্মের মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। সর্বধর্মের মানুষ এই মেলায় এসে প্রার্থনায় শামিল হন। ধর্মীয় সভায় অংশ নেন।'

গোপাল মোহন্তের মতে, মসজিদ প্রাঙ্গণে মেলা আয়োজন হওয়ার বিষয়টি সম্প্রীতির এক অনবদ্য নিদর্শন। মজিদখানা কেরামতি মসজিদ মেলা কমিটির সভাপতি মজিদুল ইসলাম জানান, আগে বাংলাদেশ থেকেও বহু মানুষ এই মেলায় অংশ নিতেন, তবে বর্তমানে মূলত উত্তরবঙ্গ ও অসমের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষ আসেন।

এই মেলায় প্রতি বছর অন্তত দুই লক্ষ মানুষের সমাগম ঘটে। বিপুল ভিড় সামলাতে ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় শামুকতলা থানার পুলিশ ব্যাপক তৎপর থাকে। স্নিফার ডগ দিয়ে তল্লাশি এবং সিসি ক্যামেরার মাধ্যমে মেলা প্রাঙ্গণে নিবিড় নজরদারি রাখা হয়। শামুকতলা রোড ফাঁড়ির ওসি সঞ্জীব মোদক বলেন, 'মেলার শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। শান্তিপূর্ণভাবে মেলা সংগঠনই আমাদের প্রধান লক্ষ্য।' আপাতত মেলা শুরুর জন্য সবাই অধীরভাবে অপেক্ষা করছেন।

নতুন ব্যাচ ঘোষণা অ্যালেনের

নিউজ ব্যুরো

১৮ মার্চ : বোর্ডের পরীক্ষা শেষ হতেই ডাক্তার ও ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছে কিছু পড়ুয়া। তাদের সুবিধার্থে আইআইটি-জেইই এবং নিট-ইউজির প্রবেশিকা পরীক্ষার প্রশিক্ষণে নতুন ব্যাচ ঘোষণা করল অ্যালেন কেরিয়ার ইনস্টিটিউট। মার্চের শেষ সপ্তাহ থেকে কোটা সহ অন্যান্য কেন্দ্রে ক্লাস শুরু হচ্ছে।

সংস্থার কোটা শাখার প্রেসিডেন্ট বিনোদ কুমাওয়াত জানান, সর্বভারতীয় ও স্থানীয় স্তরে আয়োজিত 'অ্যালেন স্কলারশিপ অ্যাডমিশন টেস্ট' বা অ্যাসাট-এ বসলে ভর্তির ক্ষেত্রে পড়ুয়ারা ৯০ শতাংশ পর্যন্ত স্কলারশিপ পেতে পারে। একাদশ শ্রেণিতে ওঠা পড়ুয়াদের জেইই ও নিট-এর ব্যাচ শুরু হচ্ছে ২৫ মার্চ এবং ২ এপ্রিল। পাশাপাশি একাদশ, দ্বাদশ এবং দ্বাদশ উত্তীর্ণদের জেইই ও নিটের বিভিন্ন ব্যাচ মার্চ এবং এপ্রিল মাসজুড়ে শুরু হবে। এছাড়া ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণির পড়ুয়াদের 'ফাউন্ডেশন' ব্যাচগুলি শুরু হচ্ছে এপ্রিল এবং মে মাসে। অ্যাসাট স্কলারশিপের বিজ্ঞানসম্মত মূল্যায়নের মাধ্যমে প্রতিটি বিভাগের পড়ুয়ারা নিজেদের মেধা যাচাই করে নিতে পারবে। ব্যাচ সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য অ্যালেনের নিজস্ব ওয়েবসাইটে জানা যাবে।

TENDER NOTICE

NIT : 114 fund: 15TH FC is invited by the undersigned. Last date of submission of tender bid for NIT : 114 is 21/03/26. The details of the NIT may be viewed & downloaded from https://wbtenders.gov.in

Sd/-
BDO & Executive Officer
Nagrakata Panchayet Samity

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৫৫৫৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৫৬৩০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৪৮৫৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	২৪৯৭০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	২৪৯৮০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

কর্মখালি

ফ্যাক্টরির জন্য গার্ড ও সুপারভাইজার চাই। থাকা ফ্রি, খাওয়া মেস, বেতন 14,000/-, মাসে ছুটি আছে। M:- 86536 09553, 96355 08609. (C/121122)

•

St. Lawrence Academy Aff. to CBSE upto 10+2 Req. flue. eng. PRT all sub. TGT Math, Sci, Eng and receptionist join within 10 days- 7488326396, 9334140755. (C/121121)

•

Requires :- Teaching Staff :- English, Maths, Sci, SST, IT. Exp:- min 2 years. Facility :- attractive salary with lodging and fooding. Interview date :- 21 and 22nd of March. Time :- 10:00 to 4:00 p.m. Location :- nature view home stay Darjeeling, Singtam Phatak, Singamari, Darjeeling. Contact No :- 8603179871, 6297006897. (C/121203)

জ্যোতিষ

হস্তরেখা বিচার, কোষ্ঠী প্রস্তুত ও বিচার, গ্রহ শান্তি যে কোনও সমস্যায় আসুন কিংবা লিখুন - প্রাচীন প্রতিষ্ঠান - জ্যোতিষ ভবন, দিনহাটায়। মো- ৯৬৪৭২১৫৩৭২/৯৯৩২৬৩৮৬৬২. (S/M)

অ্যাফিডেভিট

আমি Most Ayesha Khatun, W/o- Md Hibjur Rahaman, vill- Meher Biswastola, Pratappur P.O + P.S- Mothabari, Dist - Malda,আমার মেয়ের জন্ম শংসাপত্রে যার Reg No - 13606, Dt-22/09/2015 আমার মেয়ের নাম Mst Anisha Parvin থাকায় গত 16/03/26 এ প্রথম শ্রেণী J.M. কোর্ট মালদায় অ্যাফিডেফিট বলে সঠিক করে Anisha Parvin করা হলো। (M/115480)

•

আধার কার্ড নং 4171 7099 5672 আমার নাম Jahir Hossain (আমার ডাক নাম) লিপিবদ্ধ হয়েছে। গত 2-3-26 নোটারি পাবলিক, কোচবিহার অ্যাফিডেভিট বলে আমি Majibar Miya এবং Jahir Hossain এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। আমার পুরো এবং শুভ নাম Majibar Miya ঘোষণা করতে এই হলফনামা পেশ করলাম। রামঠেঙা, থানা ঃ ঘোকসাডাঙ্গা, জেলা ঃ কোচবিহার। (C/120628)

বিক্রয়

আলিপুরদুয়ার তপসীখাতায় মনেয়ারপুলে বিএড কলেজ সংলগ্ন পাকা রাস্তার পাশে প্রায় ৫ বিঘা উঁচু জোত জমি বিক্রয়। M : 9547300817. (C/120149)

•

6 কাঠা জমি (খতিয়ানভুক্ত) ২২ লাখ টাকায় খুব শীঘ্রই বিক্রি হবে। দালাল নিষ্প্রয়োজন। M-9475108330 (শিলিগুড়ি)। (C/121121)

অ্যাফিডেভিট

আমি, Ambika Roy আমার জন্ম প্রমাণপত্রে আমার বাবার নাম ভুল থাকায় গত 17/3/26 তারিখে জলপাইগুড়ি কোর্টে Ld. J.M দ্বারা অ্যাফিডেভিট বলে, (বাবা) Sukatu Roy থেকে Dinabandhu Roy নামে পরিচিত হলো, উভয় একই ব্যক্তি। (C/113733)

•

আমি Raidasi Mandal, স্বামী Ananda Mandal, দোমহনী, কুমার পাড়া, ময়নাগুড়ি জলপাইগুড়ি গত 10.03.26 তারিখে জলপাইগুড়ি 1st class Judicial ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের অ্যাফিডেভিট (নং 7200) বলে Raidasi Mandal ও Roydhani Mondal একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইলাম। (S/C)

•

আমি Raidasi Mandal, স্বামী Ananda Mandal, দোমহনী, কুমার পাড়া, ময়নাগুড়ি জলপাইগুড়ি, গত 10.03.26 তারিখে জলপাইগুড়ি 1st class Judicial ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের অ্যাফিডেভিট (নং 7201) বলে আমার স্বামী Ananda Mandal ও Pananda Mondal একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইল। (S/C)

গবেষণায় জার্মানিতে ডাক সুপ্রতিমকে

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ১৮ মার্চ : দুনিয়াজুড়ে অতিমারি তৈরি করা মারণ ভাইরাস করোনার ওমিক্রন প্রজাতির ওপর নিজের গবেষণার কথা জানাতে বিশ্বের দরবারে যাচ্ছেন বানারহাটের এক তরুণ। জার্মানির ফ্রাঙ্কফুর্ট-এর হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের সেমিনারে আমন্ত্রণ পেয়েছেন সুপ্রতিম সরকার। তিনি বর্তমানে কলকাতার ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ কেমিক্যাল বায়োলজি (আইআইসিবি)-তে সিনিয়ার রিসার্চ স্কলার হিসেবে কাজ করছেন। বৃহস্পতিবার তিনি তাঁর গবেষণাপত্র ৭০০ বছরের পুরোনো বিশ্ববিদ্যালয়টিতে তাবড় তাবড় বিজ্ঞানীদের সামনে পেশ করবেন। ইতিমধ্যেই সুপ্রতিম জার্মানি পৌঁছে গিয়েছেন। সেখানে সোসাইটি ফর ভাইরোলজি-র ৩৫তম বার্ষিক সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এই অনুষ্ঠান ২০ মার্চ পর্যন্ত চলবে। বুধবার জার্মানি থেকেই তরুণ বলেন, 'আমার খুব ভালো লাগছে। কাউন্সিল অফ সায়েন্টিফিক অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ আমাকে এখানে পাঠানোর সুযোগ করে দেওয়ায় আমি কৃতজ্ঞ থাকলাম। ভবিষ্যতে বিজ্ঞানের ওপর আরও ভালো কাজ করতে চাই।'

বানারহাটের ক্ষুদিরামপল্লিতে বাড়ি সুপ্রতিমের। বাবা তুষার সরকার বানারহাট হাইস্কুলের রসায়নের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক। ছোটবেলা থেকেই পড়াশোনায় তুখোড় সুপ্রতিম ওই স্কুল থেকে ২০১০-এ মাধ্যমিক ও ২০১২-তে উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেন। তারপর লাইফ সায়েন্স নিয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পান প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। নেট-এ সর্বভারতীয় স্তরে প্রথম ১০০ জনের মধ্যে র‍্যাংক করে আইআইসিবি-তে গবেষণার কাজ শুরু করেন। এর আগে নয়াদিল্লির এইমসও তিনি তাঁর গবেষণাপত্র পাঠ করে প্রশংসিত হন। এবারে বিশ্বের দরবারে ভারতীয় হয়ে নিজের কাজকে তুলে ধরার পালা। স্বাভাবিকভাবেই ছেলের সাফল্যে গর্বিত সুপ্রতিমের বাবা। তিনি বললেন, 'ছেলে বরাবরই

জার্মানিতে বিদেশি রিসার্চ স্কলারদের সঙ্গে সুপ্রতিম।

নতুন কিছুতে আগ্রহী। করোনা ভাইরাস আজও মানুষের মনে আতঙ্ক তৈরি করে। ওমিক্রনের ওপর ওর কাজটি যদি ভবিষ্যতে কোনও নতুন দিশা দেখায় তবে সেটা হবে মস্ত পাওনা।' অন্যদিকে মা শুক্লা সরকার জানালেন, ছেলের জন্য পরিবারের লোকেরা তো অবশ্যই খুশি। তবে ওর কাজ যদি সমাজকে উপকৃত করে তাহলে তার থেকে আনন্দের আর কিছুই হবে না।

সাংবাদিকের মাতৃবিয়োগ

মালদা, ১৮ মার্চ : বুধবার সকালে মাতৃহারা হলেন উত্তরবঙ্গ সংবাদের মানিকচকের সাংবাদিক আবু কালাম আজাদ। মৃতার নাম লুৎফা বেগম। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর। চলতি মাসের ১০ তারিখ থেকে তিনি কলকাতার একটি নার্সিংহোমে চিকিৎসাধীন ছিলেন। পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন, লুৎফার সারা শরীরে ইনফেকশন ছড়িয়ে পড়েছিল। এদিন সকালে চিকিৎসারত অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। সন্ধ্যায় তাঁর মৃতদেহ মানিকচকে নিয়ে আসা হয়।

পুরস্কৃত কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্র

কোচবিহার, ১৮ মার্চ : ইন্ডিয়ান সোসাইটি অফ অ্যাগ্রিকালচার অ্যান্ড হর্টিকালচার রিসার্চ ডেভেলপমেন্ট কর্তৃপক্ষ আয়োজিত ১৩তম আন্তর্জাতিক সম্মেলনে এ বছরের সেরা কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রের পুরস্কার পেল উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন কোচবিহার কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্র। বুধবার হিমাচলপ্রদেশের সিমলায় পুরস্কৃত করা হয়েছে প্রতিষ্ঠানটিকে। এর আগে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ অ্যাগ্রিকালচারাল রিসার্চ (আইসিএআর)-এর বিচারে সেরার শিরোপা জিতেছিল তারা।

পূর্ব রেলওয়ে

ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি

নং. সিওএম/পার্সেল/সিপিআরও/এম/২৫, তারিখ ঃ ১৬.০৩.২০২৬।

সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার (অকশন পরিচালন অধিকর্তা), পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন, অফিস বিল্ডিং, পি.ও. ঝলঝলিয়া, জেলা- মালদা, পিন-৭৩২১০২ (প.ব.) কর্তৃক মালদা ডিভিশনে এসএলআর-এ পার্সেল স্পেস পরিচালনার জন্য www.ireps.gov.in-এ ই-অকশন ক্যাটালগ প্রকাশ করা হয়েছে। অকশন ক্যাটালগ নং.ঃ পার্সেল-ইএ-এমএআর-৫; অকশন শুরুর তারিখ ও সময় ঃ ৩০.০৩.২০২৬, বেলা ১১টা ৪৫ মিনিটে। ক্রম নং. ১; লট নং.ঃ ১৩৪৬৬-এসএলআর-এফ২-এমএলডিটি-এইচডব্লিউএইচ-২৫-৩(পার্সেল-এসএলআর); ক্রম নং.ঃ ২; লট নং.ঃ ১৪০০৩- এসএলআর-এফ১-এমএলডিটি-এনডিএলএস-২৫-৩(পার্সেল-এসএলআর); ক্রম নং.ঃ ৩; লট নং.ঃ ১৩৪৬৬-এসএলআর-এফ১-এমএলডিটি-এইচডব্লিউএইচ-২৫-৩ (পার্সেল-এসএলআর); ক্রম নং.ঃ ৪; লট নং.ঃ ১৩০৭২-এসএলআর-এফ১-জেএমপি- এইচডব্লিউএইচ-২৫-২ (পার্সেল-এসএলআর); সম্ভাব্য টেন্ডারদাতাদের আরও বিস্তারিত জানার জন্য আইআরইপিএস ই-অকশন মডিউলটি দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। MLD-375/2025-26

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways. gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

নন ডিজিটাল অ্যাডভার্টাইজিং-এর জন্য ই-নিলাম

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের অধীনে নন ডিজিটাল অ্যাডভার্টাইজিং-এর জন্য ই-নিলাম। বিশদ বিবরণ নিম্নরূপ। নিলাম ক্যাটালগ নং.ঃ সি-এপি-এনওএনডিজিটিএলআরডিএন, নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় (প্রতিটি লট)ঃ ২৩-০৩-২০২৬ তারিখের ১২.০০ ঘণ্টা, নিলাম বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ ২৩-০৩-২০২৬ তারিখের ১২.৩০ ঘণ্টা, রেট ইউনিট ঃ বার্ষিক লাইসেন্সিং মাসুল, ট্রিপ/দিন ঃ ১৮২৬।

এসাইনমেন্ট নং.	লট নং./ ক্যাটাগরি	বিবরণ
এএ/১	এডিভিটি-এপিডিজে-এপিডিজে-ওএসএন-৫২৮-২৬-১ (অ্যাডভার্টাইজিং-স্টেশন চত্বরে (নন-ডিজিটাল))	আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের অধীনে স্টেশনের ভেতরে নির্দিষ্ট স্থানে ৫৮টি স্টেশনের স্থানে নন-ডিজিটাল বিজ্ঞাপন, সংযুক্ত এলাকার বিবরণ অনুসারে।

এই প্রেস বিজ্ঞপ্তি ইতিমধ্যে ০৫-০৩-২০২৬ তারিখে ই-নিলাম পোর্টাল www.ireps.gov.in-এর মাধ্যমে আইআরইপিএস ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে।

ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (সি), আলিপুরদুয়ার জং.

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

আলিপুরদুয়ার মণ্ডলে পার্কিং ঠিকার লাইসেন্স প্রদানের জন্যে ই-নিলাম

আলিপুরদুয়ার মণ্ডলের অধীনের নিউ মাল জংশন, দুবড়ি, বিন্নাগুড়ি, আলিপুরদুয়ার জংশন এবং কামাখ্যাগুড়ি স্টেশনসমূহে পার্কিং ঠিকার লাইসেন্স প্রদানের জন্যে ই-নিলাম। রেট ইউনিটঃ বার্ষিক অনুজ্ঞাপত্র প্রদানের শুল্ক। ট্রিপস/দিনঃ ১০৯৬।

অকশন ক্যাটালগ সংখ্যা. সি-এপি-পার্ক-৪৬-৬

এসাইনমেন্ট সংখ্যা.	এলওটি সংখ্যা./শ্রেণী	বিবরণ
এএ/১	পার্কিং-এপিডিজে-কেওএমজি-এমএলএস-৩৮-২৬-১ (পার্কিং-মিশ্রত)	কামাখ্যাগুড়ি রেলওয়ে স্টেশনের দ্বিতীয় প্রবেশদ্বারে দুই চাকাযুক্ত, তিন চাকাযুক্ত, চার চাকাযুক্ত এবং চারটির অধিক চাকাযুক্ত যান-বাহনের জন্যে পার্কিং স্ট্যান্ডের পরিচালন
এএ/২	পার্কিং-এপিডিজে-বিওএনজি-এমএলএস-৩৮-২৩-১ (পার্কিং-মিশ্রত)	বিন্নাগুড়ি রেলওয়ে স্টেশনে দুই চাকাযুক্ত, তিন চাকাযুক্ত, চার চাকাযুক্ত এবং চারটির অধিক চাকাযুক্ত যান-বাহনের জন্যে পার্কিং স্ট্যান্ডের পরিচালন
এএ/৩	পার্কিং-এপিডিজে-এপিডিজে-এমএলএস-২২-২৬-১ (পার্কিং-মিশ্রত)	আলিপুরদুয়ার জংশনে তিন চাকাযুক্ত, চার চাকাযুক্ত এবং চারটির অধিক চাকাযুক্ত যান-বাহনের জন্যে পার্কিং স্ট্যান্ডের পরিচালন
এএ/৪	পার্কিং-এপিডিজে-এনএমএক্স-এমএলএস-১৪-২৫-২ (পার্কিং-মিশ্রত)	আলিপুরদুয়ার জংশন মণ্ডলের নিউ মাল জং স্টেশন পরিসরের প্রবেশদ্বারের ডানদিকে দুই চাকাযুক্ত, তিন চাকাযুক্ত, চার চাকাযুক্ত যান-বাহনের জন্যে পার্কিং লট
এএ/৫	পার্কিং-এপিডিজে-জিওজিএইচ-এমএলএস-১৩-২৩-২ (পার্কিং-মিশ্রত)	গোসাইগাঁও হাট রেলওয়ে স্টেশনে দুই চাকাযুক্ত, তিন চাকাযুক্ত, চার চাকাযুক্ত যান-বাহনের জন্যে পার্কিং স্ট্যান্ড
এএ/৬	পার্কিং-এপিডিজে-ডিবিবি-এমএলএস-২৩-২৫-৪ (পার্কিং-মিশ্রত)	আলিপুরদুয়ার জংশন মণ্ডলের দুবড়ি স্টেশনে মিশ্রত পার্কিং।

নিলাম প্রারম্ভ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ৩০-০৩-২০২৬ তারিখে ১১.০০ ঘণ্টায় এবং বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ১২.২০ ঘণ্টায়। প্রাথমিক কুলিং অফ পিরিয়ড ৩০ মিনিট। লট অনুযায়ী বন্ধ হওয়ার সময় আইআরইপিএসের ই-নিলাম মডিউলে অবলোকন করতে পারেন।

টোকাঃ বিস্তৃত তথ্যের জন্যে প্রত্যাশিত ডাককর্তাগণকে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in এ ই-নিলাম লিভিং মডিউল অবলোকন করার জন্য অনুরোধ করা হল।

মণ্ডল রেলওয়ে প্রবন্ধক (সি), আলিপুরদুয়ার জংশন

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

অস্থায়ী বিদ্যুৎ সরবরাহ ও আলোকসজ্জার ব্যবস্থা

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ ডিওয়াই.সিইই/কন/এনজেপি/ই/০২/২০২৬। নিম্নলিখিত কাজের জন্য প্রতিষ্ঠিত ঠিকাদার/ফার্ম-এর কাছ থেকে আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের মাধ্যমে মুক্ত টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। টেন্ডার নং.ঃ ই-সি-এনজেপি-জে-২-২৫-২৬-কেআইআর-কেডিপি। কাজের নামঃ কাটিহার-কুমেদপুর ডবল লাইন প্রকল্পের সাথে সম্পর্কিত কাটিহার থেকে কুমেদপুর-এর মধ্যে সেকশন ওএইচই মডিফিকেশন কাজের জন্য এবং প্রি-এনআই, এনআই ও সিআরএস পরিদর্শন কাজের জন্য অস্থায়ী বিদ্যুৎ সরবরাহ ও আলোকসজ্জার ব্যবস্থা। টেন্ডার মূল্যঃ ৯০,৬৮,২৬৩.১১ টাকা; বায়নার ধনঃ ১৮,১৪,০০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডারিং ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারের উপলব্ধতাঃ ১৩-০৩-২০২৬ থেকে ০৬-০৪-২০২৬ তারিখের ১৪.৩০ ঘণ্টা পর্যন্ত যে কোনও কর্মদিনে। ই-টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ ০৬-০৪-২০২৬ তারিখের ১৪.৩০ ঘণ্টায়। ই-টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময়ঃ ডিওয়াই. চিফ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (কনস্ট্রাকশন), নিউ জলপাইগুড়ি, ডাকঘর ঃ ভক্তিনগর, পিন-৭৩৪০০৭-এর কার্যালয়ে ০৬-০৪-২০২৬ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়। বিশদ বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in দেখুন।

ডিওয়াই.চিফ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/কন, নিউ জলপাইগুড়ি, ভক্তিনগর-০৭

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (নির্মাণ সংস্থা)

"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়"

সিনেমা

Now showing at
BISWADEEP
DHURANDHAR THE REVENGE
*ing : Ranveer Singh, Saraarjun, Akshay Khanna
Time : 12.45 & 5 P.M.
Ticket : Rs. 99.40 & Rs.120

আজ টিভিতে

শুভ ও শাওনের ভালোবেসে ভালো থাকার গল্প।
সাত পাকে বাঁধা বিকেল ৫.৩০ জি বাংলা

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.১৫ গোলমাল, দুপুর ১.১৫ শ্রীমান ভূতনাথ, বিকেল ৪.০০ ডিজে (বাংলা ভার্সন), সন্ধে ৭.০০ পাগলু-টু, রাত ১০.১৫ হ্যাপি নিউ ইয়ার

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৯.৪৫ দাদাঠাকুর, দুপুর ১.০০ মিনিস্টার ফাটাকেষ্ট, বিকেল ৪.০০ সূর্য, সন্ধে ৭.০০ বারুদ, রাত ১০.০০ গ্রেফতার

জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.০০ টক্কর, বেলা ১১.৩০ মায়ের অধিকার, দুপুর ২.৩০ চুড়িওয়ালা, বিকেল ৫.০০ ভালোবাসি তোমাকে, রাত ৮.০০ শতরূপা, ১০.৩০ অগ্নিতৃষ্ণা

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ তারিণী তারা মা

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ বদলা

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ সমাধান

অ্যান্ড পিকচার্স : বেলা ১১.২৯ খিলাড়ি ৭৮৬, দুপুর ১.৫৫ চোরি চোরি চুপকে চুপকে, বিকেল ৫.১১ অপরিচিত, সন্ধে ৭.৫৮ জয় হো, রাত ১০.২৭ অন্তিম : দ্য ফাইনাল ট্রুথ

সোনি ম্যাক্স টু : দুপুর ২.০৩ অওরত তেরি ইয়েহি কহানি, বিকেল ৪.৫০ ঘর এক মন্দির, সন্ধে ৭.৫১ হম আপকে দিল মে রহতে হ্যায়, রাত ১১.১৬ মেহেরবাঁ

শতরূপা রাত ৮.০০
জি বাংলা সোনার

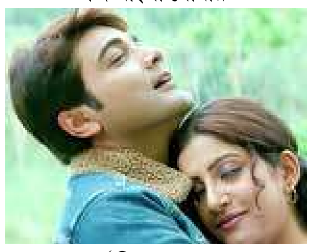

সূর্য বিকেল ৪.০০
কালার্স বাংলা সিনেমা

জি সিনেমা : সকাল ৯.২২ জয় সিমহা, দুপুর ১২.১৪ রক্ষা বন্ধন, ১.৫৫ বেবি জন, বিকেল ৫.০০ কে-থ্রি, সন্ধে ৭.৫৫ মারকাস্ত্র, রাত ১০.৫৫ যুবরত্ন

জয় হো সন্ধে ৭.৫৮ অ্যান্ড পিকচার্স

ডাক ঘর নির্যাত কেন্দ্র
– আপনার ওয়ান স্টপ এক্সপোর্ট সল্যুশন!

India Post

রপ্তানি পরিষেবায় আমরা যা প্রদান করি :
- দ্রুত এবং নির্ভরযোগ্য ডেলিভারি
- সহজ এবং সাশ্রয়ী মূল্য
- ডকুমেন্টেশন সহায়তা
- ট্র্যাক এবং ট্রেস সুবিধা
- কাস্টমস ক্লিয়ারেন্স
- প্যাকেজিং এবং লেবেল মুদ্রণ

রপ্তানি পরিষেবার জন্য কেন আমাদের বেছে নেবেন?
- বিস্তারিত পরিসর এবং নেটওয়ার্ক
- নির্ভরযোগ্য এবং নিরাপদ শিপিং
- প্রতিযোগিতামূলক মূল্য
- সরকার অনুমোদিত সুবিধা

পোস্ট অফিসে অবস্থিত ডাক ঘর নির্যাত কেন্দ্রের তালিকা
- শিলিগুড়ি প্রধান ডাকঘর
- দার্জিলিং প্রধান ডাকঘর
- কালিম্পং মুখ্য ডাকঘর
- কোচবিহার প্রধান ডাকঘর
- আলিপুরদুয়ার মুখ্য ডাকঘর
- জলপাইগুড়ি প্রধান ডাকঘর
- রায়গঞ্জ প্রধান ডাকঘর
- বালুরঘাট প্রধান ডাকঘর
- মালদা প্রধান ডাকঘর

আরও তথ্যের জন্য, উপরের যেকোনো ডাক ঘর নির্যাত কেন্দ্রের সাথে যোগাযোগ করুন এবং এখনই বিদেশে আপনার পার্সেল বুকিং শুরু করুন!!

পোস্টমাস্টার জেনারেলের দপ্তর, উত্তরবঙ্গ অঞ্চল, শিলিগুড়ি – 734001 এর উদ্যোগে প্রসারিত।
ফোন নম্বর: ০৩৫৩ - ২৪৩৬ ৫৫০ / ২৪৩৬ ৫৩০ ইমেল আইডি: bdntnb@gmail.com

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : ব্যবসার কারণে ঋণ নিতে হতে পারে। বিদ্যার্থীরা সফল হবেন। বৃষ : আপনার বুদ্ধিমত্তায় সাংসারিক সমস্যার সমাধান হবে। সন্তানের চাকরিপ্রাপ্তিতে বাড়িতে আনন্দ। মিথুন : অর্থাগম বৃদ্ধি পাবে। পাওনা আদায়ে স্বস্তি মিলবে। পৈত্রিক সম্পত্তি নিয়ে মামলা মোকদ্দমায় ফল আপনার পক্ষে যেতে পারে। কর্কট : জীবনের কোনও স্বপ্ন সফল হবে। কর্মক্ষেত্রে জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাবে। প্রেমে শুভ। সিংহ : আত্মীয়স্বজনদের আগমনে বাড়িতে আনন্দ। রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের দায়িত্ব এবং চাপ দুইই বাড়বে। কন্যা : সারাদিন উৎকণ্ঠায় কাটবে। বাড়ি সংস্কারে নেমে অতিরিক্ত ব্যয়। তুলা : দাম্পত্যে সামান্য ভুল বোঝাবুঝি। পথে চলতে খুব সতর্ক থাকুন। বৃশ্চিক : ভ্রমণের পরিকল্পনা বন্ধ রাখতে হতে পারে। বিদেশে পাঠরত সন্তানের সুসংবাদ। ধনু : নিজের ভুলে কোনও কাজ বন্ধ হতে পারে। পুরোনো কোনও সম্পর্ক ফিরে আসায় আনন্দ। মকর : দীর্ঘদিনের কোনও ইচ্ছা পূরণ হওয়ায় খুশি। পিঠের ব্যথায় দুর্ভোগ বাড়বে। প্রেমে শুভ। কুম্ভ : বাবার সহায়তায় ব্যবসার অগ্রগতি। অতি আকাঙ্ক্ষায় সামাজিক ক্ষতি। মীন : কর্মপ্রার্থীরা ভালো কোম্পানিতে চাকরির সুযোগ পেতে পারেন। নতুন কোনও ব্যবসায়িক পরিকল্পনা সফল হবে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৪ চৈত্র ১৪৩২, ভাঃ ২৮ ফাল্গুন, ১৯ মার্চ ২০২৬, ৪ চ'ত, সংবৎ ১৫ চৈত্র বদি/১ চৈত্র সুদি, ২৯ রমজান। সূঃ উঃ ৫।৪৮, অঃ ৫।৪৪। বৃহস্পতিবার, অমাবস্যা দিবা ৬।৫৮ পরে প্রতিপদ শেষরাত্রি ৫।৪৩। উত্তরভাদ্রপদনক্ষত্র শেষরাত্রি ৫।২। শুক্রযোগ রাত্রি ২।১৬। নাগকরণ দিবা ৬।৫৮ গতে কিন্তুঘ্নকরণ সন্ধ্যা ৬।২০ গতে ববকরণ শেষরাত্রি ৫।৪৩ গতে বালবকরণ। জন্মে-মীনরাশি বিপ্রবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী শুক্রের ও বিংশোত্তরী শনির দশা, শেষরাত্রি ৫।২ গতে দেবগণ বিংশোত্তরী বুধের দশা। মৃতে- দোষ নাই, শেষরাত্রি ৫।৪৩ গতে একপাদদোষ। যোগিনী- ঈশানে, দিবা ৬।৫৮ গতে পূর্বে। শেষরাত্রি ৫।৪৩ গতে উত্তরে। কালবেলাদি ২।৪৫ গতে ৫।৪৪ মধ্যে। কালরাত্রি ১১।৪৬ গতে ১।১৬ মধ্যে। যাত্রা- নাই। শুভকর্ম- দীক্ষা। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- প্রতিপদের একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমাবস্যার ব্রতোপবাস। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৭।৩ মধ্যে ও ১০।২২ গতে ১২।৫২ মধ্যে। অমৃতযোগ- রাত্রি ১২।৪৬ গতে ৩।৫ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

ঝড়-বৃষ্টিতে প্রচুর ক্ষতি বিদ্যুৎ দপ্তরের

নিতাই সাহা

শিলিগুড়ি, ১৮ মার্চ : দু'দিনের ঝড়-বৃষ্টির জেরে দার্জিলিং জেলা বিদ্যুৎ দপ্তরকে বিপুল অঙ্কের ক্ষতির মুখে পড়তে হল। দপ্তর সূত্রে খবর, এখনও পর্যন্ত সেই ক্ষতির অঙ্ক কয়েক লক্ষ টাকা ছাপিয়ে গিয়েছে। তবে সঠিক কত টাকার ক্ষতি হয়েছে, তা এখনই স্পষ্ট করে বলতে পারছে না বিদ্যুৎ দপ্তর। ঝড়-বৃষ্টিতে এখনও পাহাড়ের তাকদা ও বিজনবাড়ির বেশকিছু এলাকায় বিদ্যুৎ পরিষেবা স্বাভাবিক হয়নি।

প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, দার্জিলিং জেলার সমতলের তুলনায় পাহাড়ে ক্ষয়ক্ষতির অঙ্ক যথেষ্ট বেশি। বিদ্যুৎ দপ্তর এই মুহূর্তে ক্ষতি সামলে পরিষেবা স্বাভাবিক করার দিকেই বেশি জোর দিচ্ছে। তবে এখনও পর্যন্ত পুরোপুরিভাবে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্তাদের দাবি, ইতিমধ্যে সমতলের বিদ্যুৎ পরিষেবা পুরোপুরিভাবে স্বাভাবিক করা সম্ভব হয়েছে। যদিও দার্জিলিং জেলার পাহাড়ে এখনও কিছু কিছু কাজ বাকি রয়েছে। বৃহস্পতিবারের মধ্যেই পাহাড়ের বিদ্যুৎ পরিষেবাও স্বাভাবিক হয়ে যাবে বলে আশা করা হচ্ছে। এ বিষয়ে দার্জিলিং জেলা বিদ্যুৎ দপ্তরের রিজিওনাল ম্যানেজার বিদীপরঞ্জন বর্মন বলেন, 'ঝড়-বৃষ্টির জেরে জেলাজুড়ে সর্বত্রই ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। তবে পাহাড়ে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ সমতলের তুলনায় অনেকটা বেশি। এই পরিস্থিতিতে আমাদের তরফে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় বিদ্যুৎ পরিষেবা স্বাভাবিক করার কাজ চলছে। এখনও পর্যন্ত সমতলের পরিস্থিতি পুরোপুরিভাবে স্বাভাবিক করা সম্ভব হয়েছে। তবে, পাহাড়ে ১০ শতাংশ কাজ বাকি রয়েছে। শীঘ্রই সেই কাজও শেষ করা সম্ভব হবে।'

বিদ্যুৎ দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, সাম্প্রতিক সময়ে বজ্রবিদ্যুৎ সহ ঝড়ের দাপটে দার্জিলিং জেলার সমতলের শিলিগুড়ি ছাড়াও ফাঁসিদেওয়া, খড়িবাড়ি এলাকায় বিদ্যুৎ পরিষেবা ব্যাহত হয়েছিল। কোথাও বিদ্যুতের খুঁটিতে গাছ পড়ে তা ভেঙে গিয়েছিল, আবার কোথাও বিদ্যুতের খুঁটি পুরোপুরিভাবে উপড়ে গিয়েছে। অন্যদিকে, সমগ্র পাহাড়ের বিভিন্ন জায়গায় এধরনের ঘটনা নজরে আসে। বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্তাদের দাবি, ঝড়-বৃষ্টির জেরে ৪৬২টি বিদ্যুতের খুঁটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অর্ধেকের বেশি বিদ্যুতের খুঁটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে পাহাড়ে। একইভাবে মোট সাতটি ক্ষতিগ্রস্ত ট্রান্সফর্মারের মধ্যে সিংহভাগই পাহাড়ের।

> **ঝড়-বৃষ্টির জেরে পাহাড়ে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ সমতলের তুলনায় অনেকটা বেশি। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় বিদ্যুৎ পরিষেবা স্বাভাবিক করার কাজ চলছে।**
>
> **বিদীপরঞ্জন বর্মন**
> রিজিওনাল ম্যানেজার
> দার্জিলিং জেলা বিদ্যুৎ দপ্তর

বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্তারা জানাচ্ছেন, ঝড়-বৃষ্টির জেরে শুধুমাত্র বিদ্যুতের খুঁটি কিংবা ট্রান্সফর্মার নয়, একইসঙ্গে প্রচুর পথবাতি ও বৈদ্যুতিক তারও নষ্ট হয়ে গিয়েছে। তবে এখনও অবশ্য সেই ক্ষতির পরিমাণ স্পষ্ট নয়। এক্ষেত্রে জেলাজুড়ে ক্ষয়ক্ষতির হিসেব কষার কাজ শুরু করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, এই সময়কালে দ্রুততার সঙ্গে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে ৩৫০ জন কর্মী একযোগে কাজ করছেন জেলাজুড়ে। এদিকে, ফের ঝড়-বৃষ্টি হলে বিপর্যয় মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত হয়ে রয়েছেন বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মীরা।

গ্যাস ডিস্ট্রিবিউটারের দোকানে দীর্ঘ লাইন গ্রাহকদের। বুধবার ইসলামপুরে। ছবি : সুদীপ্ত ভৌমিক

প্রার্থী ঘোষণার পরেও প্রচারে নেই অনেকে

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ১৮ মার্চ : দলীয় প্রার্থী ঘোষণা হওয়ার ২৪ ঘণ্টা পরও দেখা নেই তৃণমূল কংগ্রেস নেতাদের একাংশের। কেউ প্রায় সপ্তাহখানেক ধরে শিলিগুড়ির ধারেকাছেই নেই। কারও দাবি, অনেক দৌড়ঝাঁপ করে পরিশ্রম হয়েছে। সেজন্য এবার কয়েকদিন বিশ্রাম নিতে চান। ভোটের মুখে শিলিগুড়ি শহর, গ্রাম এবং সংলগ্ন অঞ্চলে এমন পরিস্থিতি দলকে বেকায়দায় ফেলবে না তো, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে তৃণমূলের অন্দরে।

শিলিগুড়িতে দলীয় প্রার্থী ঘোষণার দুইদিন পরও এলাকায় নেই পাপিয়া ঘোষ। অথচ পাপিয়া একসময়ে দার্জিলিং জেলা (সমতল) তৃণমূলের জেলা সভানেত্রী ছিলেন। বর্তমানে দলের কোর কমিটির সদস্যপদেও রয়েছেন। ফলে দলীয় প্রার্থীরা প্রচারে তাঁকে পাচ্ছেন না। পাপিয়ার দাবি, তিনি কোচবিহারে বাবার বাড়িতে আছেন। তাঁর বাবা তৃণমূলের বর্ষীয়ান নেতা রবীন্দ্রনাথ ঘোষ অসুস্থ। এদিকে রবির ভাগ্যেও এবার দলের টিকিট জোটেনি। তা নিয়েও দলের অন্দরে অসন্তোষ রয়েছে বলে খবর। পাপিয়া বলছেন, 'প্রচার তো করতেই হবে। দল যাঁকেই প্রার্থী করুক, ফিরলেই দলীয় প্রার্থীর হয়ে প্রচারে নামব।'

তবে পাপিয়া অনুগামীদের দাবি, দল তাঁকে জেলা সভানেত্রীর পদ থেকে সরিয়ে দেওয়ার পর থেকেই তিনি দলের সঙ্গে দূরত্ব তৈরি করেছিলেন। এই সময়ে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষদের প্রভাব বাড়তে থাকে। অভিযোগ, তাঁরা মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি আসনে এক কর্মাধ্যক্ষকে প্রার্থী করার জন্য উঠেপড়ে লাগেন। শিলিগুড়ির মেয়র পারিষদ দিলীপ বর্মন এবং এক পঞ্চায়েত প্রধান, দলের এক রাজবংশী নেতা সেখানে প্রার্থীর দৌঁড়ে ছিলেন। কিন্তু শেষপর্যন্ত শংকর মালাকারকে প্রার্থী করা হয়। তাতে প্রার্থীর দৌঁড়ে থাকাদের আর প্রচারে সেভাবে দেখা যাচ্ছে না বলে অভিযোগ। দিলীপ বলছেন, 'দল টিকিট দিয়েছে, দলই জেতাবে। আমরা আমাদের কাজ করব।' এ ব্যাপারে তৃণমূলের জেলা চেয়ারম্যান সঞ্জয় টিব্রুয়ালের কথায়, 'পাপিয়ার সঙ্গে প্রায় প্রত্যেকদিন ফোনে যোগাযোগ হচ্ছে। তিনি দলের সঙ্গেই রয়েছেন এবং কাজও করছেন। ব্যক্তিগত সমস্যা থাকতে পারে। গোষ্ঠীকোন্দল নেই।'

দলের একাংশের অভিযোগ, প্রার্থী হিসাবে গৌতম দেবের প্রথম পছন্দ ছিল ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি। দল সেখানে তাঁকে টিকিট দিতে না চাওয়ায় শিলিগুড়ি আসনে ফিরতে হয়েছে। তাতে ওই দুটি আসনে প্রার্থী হওয়ার দৌড় থেকে ছিটকে যাওয়ারা গৌতমের হয়ে কাজ করবেন কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। পুরসভার এক মেয়র পারিষদ, দলের জেলাস্তরের কয়েকজন নেতা, পুরসভার ব্লক স্তরের কয়েকজন সেই তালিকায় রয়েছেন। যদিও শিলিগুড়ির প্রার্থী গৌতম দেব বলছেন, 'সবাইকে তো টিকিট দেওয়া সম্ভব হয় না। সবাইকে নিয়েই কাজ করছি।'

ডাবগ্রাম-ফুলবাড়িতে স্বপ্না বর্মনকে প্রার্থী করা নিয়ে জল্পনা ছড়িয়েছিল। তার মূলেও গৌতমের হাত রয়েছে বলে অভিযোগ তুলেছিলেন দলীয় নেতৃত্বের একাংশ। শেষে কাউন্সিলার রঞ্জন শীলশর্মার নাম ঘোষণা হওয়ায় কোন্দল বাড়ে। দলের এক নেতা প্রায় ছয় মাস ধরে মাটি কামড়ে থেকে সংগঠনকে সাজাচ্ছিলেন বলে দাবি করলেও তাঁর ভাগ্যে টিকিট জোটেনি। ফলে তাঁর অনুগামীরাও বেঁকে বসেছেন। এক মেয়র পারিষদের নাম প্রার্থীর দৌঁড়ে থাকলেও তাঁকে রঞ্জনের ধারেকাছে সেভাবে দেখা যাচ্ছে না বলে দাবি। আবার ফাঁসিদেওয়ায় মহকুমা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি রোমা রেশমি এক্কা প্রার্থীর দৌঁড়ে ছিলেন। শেষপর্যন্ত প্রার্থী করা হয় পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রিনা এক্কাকে। রোমা বলছেন, 'অনেক দৌড়ঝাঁপ করেছি। কিছুদিন বিশ্রাম নিতে চাইছি।' তবে দল ডাকলে যাবেন বলে জানিয়েছেন তিনি।

উত্তরের ভোট-আয়না

ফাঁসিদেওয়ায় জোর টক্কর দুর্গা ও রিনার

ফাঁসিদেওয়া ও খড়িবাড়ি, ১৮ মার্চ : প্রার্থীতালিকা ঘোষণা হওয়ার পর থেকেই ফাঁসিদেওয়া বিধানসভা কেন্দ্রে নির্বাচনি পারদ চড়তে শুরু করেছে। বিজেপি প্রার্থী হিসেবে নাম ঘোষণার পর বুধবার সকাল থেকেই ময়দানে কোমর বেঁধে নেমে পড়েছেন দুর্গা মুর্মু। এদিকে, বিকেলে খড়িবাড়িতে চা বাগান থেকে ভোট প্রচার শুরু করেন ফাঁসিদেওয়া বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী রিনা টোপ্পো এক্কা।

দিনের শুরুতেই ফাঁসিদেওয়ার পুরোনো হাটখোলা এলাকায় ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের ঐতিহ্যবাহী শিব মন্দিরে পুজো দিয়ে তাঁর প্রচারের প্রথম দফার সলতে পাকানো শুরু করেন দুর্গা। পুজো সেরে সরাসরি জনসংযোগে নেমে পড়েন। এদিন বাজার এলাকায় ব্যবসায়ী এবং বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রচারে পায়ে হাত দিয়ে সাধারণ মানুষকে প্রণাম করতে দেখা যায় দুর্গাকে। দুর্গা মুর্মু বলছেন, 'মানুষ আমার উপর আগের মতোই আস্থা রাখবেন। জয়ী হওয়ার পরই এলাকার সমস্যা মেটানোর জন্য উদ্যোগ নেব।' ভোটের রণকৌশল ঠিক করতে এদিন ফাঁসিদেওয়ার নজরুল মঞ্চে বিজেপির একটি বৈঠক হয়। দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্টের উপস্থিতিতে বৈঠক বিকেল পর্যন্ত চলে।

থানঝোরা চা বাগান মাঠে তৃণমূলের তরফে এক নির্বাচনি সভার আয়োজন করা হয়। প্রার্থী রিনা টোপ্পো এক্কা ছাড়াও এদিনের সভায় ছিলেন তৃণমূলের দার্জিলিং জেলা চেয়ারম্যান সঞ্জয় টিব্রুয়াল, খড়িবাড়ি ব্লক সভাপতি কিশোরীমোহন সিংহ প্রমুখ। রিনা বলেন, '২০০৪ সালে গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য থেকে রাজনৈতিক লড়াই শুরু। এবার বিধানসভা ভোটে লড়াই।'

মিছিল

শিলিগুড়ি, ১৮ মার্চ : বকেয়া ৪০ শতাংশ ডিএ প্রদান, অস্থায়ী কর্মীদের স্থায়ীকরণ, স্কুলগুলোতে শূন্যপদে শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী নিয়োগ সহ একাধিক দাবিতে বুধবার যৌথ মঞ্চের দার্জিলিং জেলা কমিটির উদ্যোগে একটি মিছিলের আয়োজন করা হয়। মিছিলটি বাঘা যতীন পার্ক থেকে শুরু করে সেবক মোড় হয়ে শহরের বিভিন্ন অংশ পরিক্রমা করে।

মুর্মুর সংবর্ধনায় গরহাজির দলের নেতারাই

ভোট উৎসব

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ১৮ মার্চ : প্রার্থী ঘোষণার পর থেকেই বিজেপির অন্দরে জমছিল ক্ষোভ। এবার ফাঁসিদেওয়ায় খোদ বিজেপি প্রার্থী দুর্গা মুর্মুর সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে দলেরই একাংশের গরহাজিরা সেই ফাটলকে কার্যত প্রকাশ্যে আনল। প্রার্থী হিসেবে নাম ঘোষণার পর থেকেই দুর্গাকে নিয়ে স্থানীয় নেতৃত্বের একাংশের মধ্যে চাপা অসন্তোষ ছিল। প্রকাশ্যে কেউ ক্ষোভ না জানালেও তাঁকে মানতে পারছেন না বলে নেতৃত্বের কাছে অভিযোগ আসছিল। বুধবার ফাঁসিদেওয়াতে দুর্গার সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে সেই ক্ষোভের প্রমাণ মিলল। অভিযোগ, ওই অনুষ্ঠানে দার্জিলিয়ের বিজেপি সাংসদ রাজু বিস্ট এবং জেলা সভাপতি অরুণ মণ্ডল উপস্থিত থাকলেও, দেখা যায়নি মহকুমা পরিষদের বিরোধী দলনেতা অজয় ওরাওঁ, কয়েকজন মণ্ডল সভাপতি এবং নীচু স্তরের নেতাদের একাংশকে।

এই গরহাজিরা প্রসঙ্গে অজয়ের দাবি, সংবর্ধনার বিষয়ে তিনি কিছুই জানতেন না। অন্য কাজে ব্যস্ত থাকায় জানালেও যেতে পারতেন না। তাঁর বক্তব্য, 'দলের অনেক নেতা বলছেন বিধায়ককে ফোন করলে পাওয়া যেত না। আমরা মানুষের কাছে রাতদিন ছুটেছি। প্রচারে ডাকলে তো যাবই।'

দুর্গার পালটা দাবি, অজয়কে মহকুমা পরিষদের টিকিটের ব্যবস্থা তিনিই করে দিয়েছিলেন। তারপরও সেকথা ভুলে গেলে দল সেটা বুঝে নেবে। দুর্গার বক্তব্য, 'মানুষ পদ্মফুলে ভোট দেবেন। সেজন্য দলের অধিকাংশ নেতাই খাটছেন। দু'একজন না থাকলে তো আর জোর করে আনা যাবে না।' তবে তাঁদের বোঝানো হবে বলেও দাবি করেছেন প্রার্থী।

বিজেপির একাংশের অভিযোগ, এলাকায় দুর্গাকে আগে খুঁজেই পাওয়া যেত না। মানুষের অভাব-অভিযোগ নীচু স্তরের নেতারাই সামলাতেন। তাছাড়া, দুর্গাকে জেলা বিজেপির সাধারণ সম্পাদকের পদ থেকে সরিয়ে দেওয়ার পর তিনি ব্যাকফুটে চলে যান বলে দলেরই একটি অংশের দাবি। অভিযোগ, তাঁদের গোষ্ঠীর নেতাদের সেভাবে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছিল না। বিভিন্ন মিটিং-মিছিলে ডাক না পেয়ে সক্রিয় গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে তাঁরা ক্ষোভ উগরে দিয়েছিলেন।

> **মানুষ পদ্মফুলে ভোট দেবেন। সেজন্য দলের অধিকাংশ নেতাই খাটছেন। দু'একজন না থাকলে তো আর জোর করে আনা যাবে না।**
>
> **দুর্গা মুর্মু** বিজেপি প্রার্থী

এলাকায় প্রার্থীর দেখা না মেলাটাও এই ক্ষোভের অন্যতম কারণ কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। সূত্রের খবর, পঞ্চায়েত স্তরের দু'একজন নেতা দল ছাড়তেও চাইছেন। ওই আসনে প্রার্থীর দৌড়ে থাকা বিজেপির তপশিলি উপজাতি মোর্চার সভাপতি কারলুস লাকড়ার অনুগামীরাও গুরুত্ব না পেয়ে প্রচারে নামবেন কি না, তা নিয়ে সংশয় তৈরি হয়েছে। কেউ কেউ জানাচ্ছেন, দল ডাকলে তবেই যাবেন।

যদিও যাবতীয় ক্ষোভের কথা অস্বীকার করে জেলা বিজেপির সভাপতি অরুণ মণ্ডল বলেন, 'দলে ক্ষোভ নেই। সবাইকে প্রার্থীর হয়েই কাজ করতে হবে। সংবর্ধনাতে সবাইকে থাকতে হবে এমনটা নয়। কেউ দল ত্যাগ করেননি।'

হেভিওয়েট লড়াই দেখতে মুখিয়ে ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি

এনজেপি স্টেশনে দলীয় কর্মীদের সঙ্গে তৃণমূল প্রার্থী রঞ্জন শীলশর্মা (বাঁদিকে)। শান্তিনগর বৌবাজারে ভোটের প্রচারে বিজেপি প্রার্থী শিখা চট্টোপাধ্যায়। বুধবার। ছবি : সূত্রধর

ভিড় দেখে নিশ্চিন্ত রঞ্জন

নিতাই সাহা

শিলিগুড়ি, ১৮ মার্চ : তারাপীঠে পুজো দিয়ে বুধবার বিকালে শিলিগুড়ি ফিরলেন ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী রঞ্জন শীলশর্মা। এদিন বিকাল ৬টা নাগাদ তিনি এনজেপি স্টেশনে পৌঁছান। ট্রেনের কামরা থেকে বাইরে পা রাখতেই দলের নেতা-কর্মীরা তাঁকে ফুলের মালা পরিয়ে স্বাগত জানান। কেউ আবার তাঁর হাতে ফুলের তোড়া তুলে দেন। পরানো হয় খাদা। এরপর সেখান থেকে দলীয় কর্মীদের ঘেরাটোপে ধীরে ধীরে স্টেশনের বাইরে বেরিয়ে আসেন রঞ্জন। সেখানে নেতা-কর্মী ও সমর্থকরা ভিড় করেছিলেন। দলীয় প্রার্থীকে দেখতে পেয়েই তাঁরা স্লোগান দিতে শুরু করেন। আতশবাজি আর ব্যান্ডপার্টির ব্যবস্থাও ছিল।

স্টেশন চত্বরেই দলীয় প্রার্থীর জন্য হুডখোলা জিপ ও ছোট চারচাকার একটি গাড়ি ফুল ও বেলুন দিয়ে সাজিয়ে রাখা ছিল। তবে রঞ্জন অবশ্য গাড়িতে না চেপে দলীয় নেতা-কর্মীদের সঙ্গে হাঁটতে শুরু করেন। প্রথমে নেতাজি মোড়ে পৌঁছে নির্বাচনি কার্যালয়ের উদ্বোধন করেন। এরপর সেখান থেকে হেঁটে শিলিগুড়ি টাউন ৩ নির্বাচনি কার্যালয়ে পৌঁছান। চলার পথে নির্বাচনি প্রচারও সারতে দেখা যায় তাঁকে। সেখানে কিছু সময় কাটিয়ে তিনি হুডখোলা জিপে চেপে দলীয় নেতা-কর্মীদের নিয়ে সোজা কানকাটা মোড় এলাকায় দলীয় কার্যালয়ে পৌঁছান। সেখানে প্রায় দেড় ঘণ্টা সময় কাটান। নির্বাচনি ইস্যুতে একপ্রস্থ আলোচনাও সারতে দেখা যায় তাঁকে। সেখান থেকে বেরিয়ে ৩৭ ও ৩৬ নম্বর ওয়ার্ডে যান।

এদিন এনজেপি স্টেশন চত্বরে রঞ্জনকে স্বাগত জানাতে ছাত্র, যুব সহ দলের বিভিন্ন শাখা সংগঠনের নেতা-কর্মীরাই মূলত ভিড় জমিয়েছিলেন। যা দেখে খোদ রঞ্জনও আপ্লুত হয়ে উঠেন। তিনি বলেন, 'এই ভিড় দেখে প্রতিপক্ষ ঘরের বাইরে পা রাখতে পারবে না। এমনকি এই ভিড়ই প্রমাণ দিচ্ছে জয় নিশ্চিত।' এদিন তিনি সংবাদমাধ্যমের সামনে ডাবগ্রাম ও ফুলবাড়ির চারটি অঞ্চলকে নিয়ে পৃথক পুরসভা গড়ার পক্ষে সওয়াল করেন। সেইসঙ্গে প্রশ্ন তোলেন, শেষ পাঁচ বছরে সেখানকার স্থানীয় বিধায়ক কেন এনিয়ে বিধানসভায় সরব হননি? তিনি বলেন, 'শেষ পাঁচ বছরে গোটা বাংলার উন্নয়ন হয়েছে। কিন্তু ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি ততটাই পিছিয়ে গিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে মানুষ উন্নয়নের পক্ষে সওয়াল করে ভিড় জমিয়েছেন।'

প্রতিদ্বন্দ্বী শিখা চট্টোপাধ্যায় সম্পর্কে অবশ্য রঞ্জন বরাবরই শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। এদিনও তিনি বলেন, 'উনি আমার মা হন। সকালে ওঁর থেকে আশীর্বাদ নিয়েই প্রচারে নামব। এখানে কোনও ব্যক্তির বিরুদ্ধে লড়াই নয়। লড়াই হবে আদর্শ বনাম আদর্শ ও উন্নয়ন বনাম উন্নয়ন।'

রঞ্জনকে স্বাগত জানাতে এনজেপি স্টেশনে উপস্থিত হয়েছিলেন ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি দিলীপ রায়। স্টেশন চত্বরেই তিনি দলীয় প্রার্থীকে ফুলের মালা পরিয়ে সংবর্ধনা জানান। তিনি বলেন, 'এই আসনে জয় নিশ্চিত। আমরা সকলে একসঙ্গে মিলে নির্বাচনি প্রচারে শামিল হব।'

অন্যদিকে, দৌড়ে থাকা দার্জিলিং জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক জেপি কানোরিয়াকে এদিন স্টেশন চত্বরে দেখা যায়নি। তিনি বলেন, 'বিশেষ কারণে যাওয়া সম্ভব হয়নি। তবে সকালেই দলীয় প্রার্থীর সঙ্গে ফোনে কথা হয়েছে। বৃহস্পতিবার তাঁর সঙ্গে দেখা করব। আমরা একসঙ্গে মিলে নির্বাচনি প্রচার সারব।' টিকিটপ্রাপ্তি নিয়ে জল্পনায় নাম জড়িয়েছিল পুরনিগমের ৩৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার দুলাল দত্তেরও। তিনিও দলীয় প্রার্থীর হয়ে নির্বাচনি প্রচারে ঝাঁপাবেন বলে জানিয়েছেন।

৪৮ ঘণ্টা পরও অগোছাল প্রচার শিখার

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ১৮ মার্চ : বাংলায় বেজে গিয়েছে ভোটের দামামা। ভোটের কুরুক্ষেত্রে নেমে পড়েছেন ডান-বাম, শাসক-বিরোধী সবপক্ষই। এই আবহে প্রার্থী ঘোষণা হওয়ার ৪৮ ঘণ্টা পরও ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিজেপির প্রার্থী শিখা চট্টোপাধ্যায় 'গুছিয়ে' প্রচারে নামতে পারলেন না। প্রার্থী হওয়ার পর অবশ্য বিক্ষিপ্তভাবে কিছুটা প্রচার করেছেন শিখা। কয়েকটি সংযোজিত ওয়ার্ড ও ফুলবাড়িতে দলীয় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানেও যোগ দিয়েছেন। কিন্তু বিধানসভাজুড়ে প্রচারের রূপরেখা কী হবে? সেটা বুধবার পর্যন্ত ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিজেপি নেতৃত্ব তৈরি করে উঠতে পারেনি। বুধবার শিখা নিজে বিষয়টি মেনে নিয়েছেন। তবে মন্দিরে পুজো দেওয়ার পরই শিখা পুরোপুরি ভোট প্রচার শুরু করবেন। কিন্তু সেই পুজো বৃহস্পতিবার দেবেন নাকি ২৫ তারিখ দেবেন তা দলীয় আলোচনায় সিদ্ধান্ত হবে। এদিকে, শিখার বিরুদ্ধে থাকা তৃণমূলের প্রার্থী রঞ্জন শীলশর্মাকে কীভাবে বিজেপি 'ট্যাকেল' করবে সেটাও বড় প্রশ্ন।

শিখার অবশ্য দাবি, 'অফিস ভাড়া নেওয়া পর্যন্ত একটু অপেক্ষা করতে হচ্ছে। ২৫ মার্চ নির্বাচনি কার্যালয় উদ্বোধন হবে। ওই দিন আনুষ্ঠানিকভাবে পুজো দেওয়া হবে, নাকি বৃহস্পতিবারই পুজো দেওয়া হবে, সেটি আলোচনা করে দেখছি। এমনি আমাদের সমস্ত প্রচার চলছে। তবে নির্বাচনি কার্যালয়ে প্রবেশ করার আগে অবধি দলের সমস্ত নেতৃত্বকে নিয়ে বৈঠক করার ক্ষেত্রে জায়গার কিছুটা সমস্যা রয়েছে।'

এদিন ডাবগ্রাম-২ পঞ্চায়েতের শান্তিনগর বৌবাজারের সবজি ও মাছ বাজারে গিয়ে শিখা প্রচার করে। শান্তিনগরে শিখার বাড়ি হওয়ায় সেখান থেকে তিনি প্রচার করেন। সন্ধ্যায় ৩৭ ও ৪৪ নম্বর ওয়ার্ডে তিনি যান। যেখানে তাঁকে দলীয় নেতা-কর্মীরা সংবর্ধিত করেন।

সন্ধ্যায় ফুলবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের অম্বিকানগরে গিয়ে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে অংশ নেন। তবে ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভা এলাকার শিলিগুড়ি পুরনিগমের ১৪টি ওয়ার্ড যে তৃণমূল প্রার্থী রঞ্জনের হাতের তালুর মতো চেনা তা বলার অপেক্ষা রাখে না। পাশাপাশি রঞ্জনের সঙ্গে শিখার সম্পর্ক যে 'মা-ছেলে'র মতো তা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে চর্চার শেষ নেই। সেই ক্ষেত্রে ভোটের ময়দানের রাজনৈতিকভাবে রঞ্জনের মোকাবিলা শিখা কীভাবে করবেন তা নিয়েও উঠছে প্রশ্ন। 'ছেলে'র বিরুদ্ধে কি মঞ্চে দাঁড়িয়ে জনসমক্ষে সরব হবেন?

বিপক্ষের কাছে শালীনতার আর্জি

কাউন্সিলার হিসেবে তাঁর কাজের সমালোচনা শোনা যাবে শিখার গলায়? অনেক সময় তো শালীনতার মাত্রাও ছাড়িয়ে যান প্রতিপক্ষরা। এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তরে শিখার জবাব, 'রাজনীতি করার সুবাদে সংযোজিত ওয়ার্ডগুলি আমার খুবই ভালোমতো চেনা। আর তৃণমূলের বিরুদ্ধে লড়াই করার ক্ষেত্রে বিজেপি সবসময় শালীনতা বজার রেখেছে। নির্বাচনে আমাদের কেউ কটু কথা বলে আক্রমণ করলে তার জবাব যতটা শালীনতার সঙ্গে দেওয়া যায়, সেভাবেই দেব।'

চোপড়া জয়ে সুজালি কাঁটা ঘাসফুলের

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ১৮ মার্চ : প্রার্থী ঘোষণার পরেই চোপড়া বিধানসভা এলাকায় মাথাচাড়া দিয়েছে তৃণমূলের গোষ্ঠীকোন্দল। ঘাসফুলের ইসলামপুর লবির দিকে ঝুঁকে থাকা কমলাগাঁও সুজালি অঞ্চল কমিটির সভাপতি আব্দুস সাত্তার বুধবার চোপড়ার তৃণমূল প্রার্থী হামিদুল রহমানকে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, 'সুজালি এবং সংলগ্ন এলাকায় সালিশির রাজত্ব চালানোর অপরাধে দল থেকে বহিষ্কৃত আব্দুল হককে হামিদুলের ভোটের প্রচারে দেখা গেলে ফল ভালো হবে না। আব্দুলের কারণে যদি সুজালি এবং সংলগ্ন অঞ্চলে দলের ভোটব্যাংক ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তার দায় নিতে হবে হামিদুলকেই।'

আব্দুসের হুমকিকে 'ফাঁকা আওয়াজ' বলে উড়িয়ে দিয়ে হামিদুল বলেন, 'সুজালির জনতা তৃণমূলের সঙ্গেই আছে। আর যদি ভোটে কোনও বিপর্যয় হয় সেটা আমি বুঝে নেব।' তিনি যোগ করেন, 'আমি জেলা সভাপতি কানাইয়ালাল আগরওয়ালের কাছে আব্দুসের বিরোধী দলের নেতাদের সঙ্গে বৈঠকের ছবি জমা দিয়েছি।' কানাইয়া বলেন, 'কেউ দলবিরোধী কাজ করলে যথাযথ পদক্ষেপ করা হবে।'

চোপড়া বিধানসভায় ঘাসফুলের জয়ের পথে সুজালি 'কাঁটা' নিয়ে দলের মধ্যে গুঞ্জন ছিল। প্রার্থীর নাম ঘোষণার পর সেই কাঁটাই মাথাচাড়া দিয়েছে। যাকে নিয়ে এত কাণ্ড সেই আব্দুল বলেন, 'খেলা এখনও অনেক বাকি। আমি যদি সুজালিতে দাঁড়িয়ে যাই, কত ধানে কত চাল সেটা সবাই বুঝে যাবে।'

বিধানসভার নিরিখে সুজালি ও গোবিন্দপুর অঞ্চল চোপড়া আসনের অন্তর্গত। কিন্তু এই দুই

এলাকা ইসলামপুর ব্লকের অন্তর্গত। এই এলাকায় তৃণমূলের 'পাওয়ার স্ট্রাগল'-এর গল্প যে কোনও ওয়েব সিরিজের স্ক্রিপ্টকে টেক্কা দিতে পারে। গত পঞ্চায়েত ভোট পর্যন্ত সুজালি সহ সংলগ্ন এলাকায় আব্দুলের শাসন চলত। এলাকায় প্রায় 'জঙ্গলরাজ' চালানোর অভিযোগ ছিল আব্দুলের বিরুদ্ধে। পারিবারিক বিবাদ, জমি বিবাদ, তরুণ-তরুণীদের সেলফি তোলা নিয়েও মোটা টাকা জরিমানা আদায়ের অভিযোগ রয়েছে আব্দুলের বিরুদ্ধে। গত পঞ্চায়েত ভোটের পর আব্দুলের সাম্রাজ্যে ফাটল ধরে। আব্দুল এবং তাঁর স্ত্রী নুরি বেগমকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়। অঞ্চল সভাপতি হন আব্দুস।

দল থেকে বহিষ্কার করা হলেও হামিদুলের সমর্থন ছিল আব্দুলের দিকেই। আব্দুস এদিন বলেন, 'আমরা এই কেন্দ্রে প্রার্থী বদল করার আবেদন জানিয়েছিলাম। কিন্তু দল হামিদুলকেই প্রার্থী করেছে। আমরা তৃণমূলের সৈনিক। প্রার্থীর জন্য লড়ব। কিন্তু প্রার্থী যদি জনতার উপর জুলুম চালানো আব্দুল ও তাঁর পরিবারকে ভোট প্রচারে শামিল করেন তাহলে তৃণমূলের ভোট ব্যাংকে প্রভাব পড়বে।'

উত্তরে হামিদুল বলেন, 'আব্দুসের মতো দশজন বিরুদ্ধে গেলেও আমাকে হারাতে পারবে না। সুজালির মানুষ আমাকে টানা তিনবার ভোট দিয়ে জিতিয়েছেন, এবারও জেতাবেন।'

আব্দুল বলেন, 'দলের বর্তমান অঞ্চল সভাপতি বিশ্বাসঘাতক। জেলা নেতৃত্ব সব জানে। ভোটের এখনও একমাস বাকি, হামিদুল সাহেবের হয়ে প্রচারে নামব কি না সেটা সময় বলবে।'

হাত ধরলেন জাকির

চোপড়া, ১৮ মার্চ : তৃণমূল নেতৃত্বের বিরুদ্ধে একাধিক দুর্নীতির অভিযোগ তুলে দল ছেড়েছিলেন আগেই, যা নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় তোলপাড় হয়েছিল। ড্যামেজ কন্ট্রোল করতে পদত্যাগ করা জাকির আবেদিনকে দল থেকে সাসপেন্ড করা হয়েছে বলে জানিয়েছিল তৃণমূল ব্লক নেতৃত্ব। বুধবার সমস্ত জল্পনা উড়িয়ে 'হাতেই' ভরসা রাখলেন জাকির। চোপড়ার ব্লক কংগ্রেস সভাপতি মহম্মদ মসিরউদ্দিন বলছেন, জেলা নেতৃত্বের উপস্থিতিতে রায়গঞ্জে আনুষ্ঠানিকভাবে এদিন আমাদের দলে যোগ দিয়েছেন। যদিও জাকিরের দাবি, কয়েকদিন আগেই লিখিতভাবে কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন তিনি। এদিন রায়গঞ্জে জেলা নেতৃত্বের সঙ্গে পরিচিতি পর্বে যোগ দিতে গিয়েছিলেন।

ওলটাল গাড়ি

খড়িবাড়ি, ১৮ মার্চ : নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নয়ানজুলিতে উলটে গেল কনটেনার। বুধবার সকালে বিহার থেকে কনটেনারটি ৩২৭ নম্বর জাতীয় সড়ক দিয়ে খড়িবাড়ির দিকে যাচ্ছিল। বাঞ্ছাভিটা গ্রাম সংলগ্ন এলাকায় কনটেনারটির যান্ত্রিক গোলযোগ হওয়ায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন চালক। তবে হতাহতের কোনও খবর নেই।

দার্জিলিংয়ে ১৯৩টি ক্রিটিক্যাল বুথ

শিলিগুড়ি, ১৮ মার্চ : এবারের নির্বাচনে জটিল বা ক্রিটিক্যাল বুথের ওপরে বেশি নজর দিচ্ছে নির্বাচন কমিশন। এই বুথগুলিকে আলাদাভাবে গুরুত্ব দিয়ে রীতিমতো সমীক্ষা করে দেখা হচ্ছে। দার্জিলিং জেলায় এমন ১৯৩টি বুথ রয়েছে, যেগুলিকে নির্বাচন কমিশনের ভাষায় ক্রিটিক্যাল বুথ বলা হচ্ছে। কী এই ক্রিটিক্যাল বুথ? দার্জিলিংয়ের বিদায়ি জেলা শাসক সুনীল আগরওয়াল বুধবার বলেছেন, 'একটি বিধানসভায় গড় প্রদত্ত ভোটের চেয়ে যে বুথগুলিতে ১৫ শতাংশ কমবেশি ভোট পড়েছে সেগুলিই ক্রিটিক্যাল বুথ।' তিনি জানান, ২০২১ সালের নির্বাচনে কোনও একটি বিধানসভা এলাকায় গড়ে ৭৫ শতাংশ ভোট পড়েছে। কিন্তু ওই বিধানসভার কোনও বুথে দেখা যাচ্ছে যে হয় ৬০ শতাংশ বা তার কম নয়তো ৯০ শতাংশের বেশি ভোটদান হয়েছিল। সেই বুথগুলিই ক্রিটিক্যাল বুথ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। দার্জিলিং জেলার পাঁচটি বিধানসভায় এমন ১৯৩টি বুথ রয়েছে।

জেলা শাসক জানিয়েছেন, বেআইনিভাবে টাকা লেনদেন, আগ্নেয়াস্ত্র সহ অন্যান্য অবৈধ জিনিস নিয়ে যাতায়াত রুখতে জেলায় ৩৪টি জায়গায় নাকা চেকিংয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

এদিন সাংবাদিক বৈঠক শেষ হতেই সুনীল আগরওয়াল জানতে পারেন যে তাঁকে পদ থেকে সরিয়ে হরিশংকর পানিক্কারকে নতুন জেলা শাসকের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। ২০১৩ ব্যাচের এই আইএএস অফিসার অতীতে শিলিগুড়ির মহকুমা শাসক হিসাবে কাজ করেছেন। কালিম্পং জেলা গঠনের পরে তাঁকে সেই জেলার অতিরিক্ত জেলা শাসক হিসাবে পদোন্নতি দিয়ে বদলি করা হয়েছিল।

গত এক সপ্তাহে তিনজন জেলা শাসক দেখলেন দার্জিলিংয়ের মানুষ। রাষ্ট্রপতি নিয়ে বিতর্কের পরে ১২ মার্চ দার্জিলিংয়ের জেলা শাসকের পদ থেকে মণীশ মিশ্রকে সরিয়ে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের বিশেষ সচিব সুনীল আগরওয়ালকে দায়িত্ব দেয় রাজ্য সরকার। ১৪ মার্চ জেলা শাসকের দায়িত্ব নেন সুনীল আগরওয়াল। বুধবার নির্বাচন কমিশনের নয়া নির্দেশিকায় সুনীল আগরওয়ালকেও জেলা শাসকের পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হল।

রংবাহারি।। শিলিগুড়ির লেকটাউনে ছবিটি তুলেছেন দেবব্রত মিত্র।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

মেয়ের জন্য হাসপাতালে গিয়ে বাবার মৃত্যু

ইসলামপুর, ১৮ মার্চ : মেয়েকে ডায়ালসিস করাতে ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে আনার সময় পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল বাবার। জখম হয়েছে দুই কিশোরী। একই ঘটনায় আরও এক তরুণেরও মৃত্যু হয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার ইসলামপুর থানার কাচনা এলাকায় দুটি বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে দুর্ঘটনাটি ঘটে। মৃত দুজনের নাম মহম্মদ আনওয়ারুল (৪০) ও মাজহার আলম (২৪)। আনওয়ারুলের বাড়ি গোয়ালপোখর থানার সাহাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ডোপকুল এলাকায়। তিনি দুই মেয়েকে নিয়ে বাইকে ইসলামপুরের দিকে আসছিলেন। স্থানীয়রা একটি পিকআপ ভ্যানে জখমদের হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক দুজনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

অন্যদিকে, মাজহারের বাড়ি ইসলামপুরের ধনতলা এলাকায়। খবর পেয়ে হাসপাতালে পরিবারের সদস্যদের পাশাপাশি সিপিএম নেতা সামি খান আসেন। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। বেঙ্গল টু বেঙ্গল রোডে নিয়মকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে ভারী পণ্যবাহী যানবাহন চলছে। তীব্র গতিতে চলছে বাইক। গতি নিয়ন্ত্রণে নজরদারি নেই বললেই চলে বলে দাবি স্থানীয় বাসিন্দাদের। এদিনকার ঘটনা তার প্রমাণ।

যানজটে ভুগছে নিউটাউন রোড

ইসলামপুর, ১৮ মার্চ : অবৈধ পার্কিংয়ের জেরে ইসলামপুর নিউটাউন রোডে যানজট তীব্র আকার ধারণ করেছে। তার জেরে বাড়ছে সাধারণ মানুষের ভোগান্তি। পুর টার্মিনাসের সামনে থেকে জেলখানা মোড় পর্যন্ত রাস্তার দুই পাশে টোটো, গাড়ি, বাইক যত্রতত্র দাঁড়িয়ে থাকায় পথ চলা দুষ্কর হয়ে পড়ে। একাধিক শপিং মল এবং ব্যাংকের গ্রাহকরা রাস্তার দুই পাশ জবরদখল করে গাড়ি পার্ক করেন বলে অভিযোগ। এনিয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের পদক্ষেপ দাবি করেছেন শহরবাসী। ট্রাফিক পুলিশ জানিয়েছে, বিষয়টি খতিয়ে দেখে দ্রুত পদক্ষেপ করা হবে।

ঠিক যেন ডাম্পিং গ্রাউন্ড।। চম্পাসারি-দেবীডাঙ্গা মূল সড়কের পাশে আবর্জনার স্তূপ। ছবি : সূত্রধর

এলাকায় প্রচারে শংকর ও ঝরেন

নকশালবাড়ি, ১৮ মার্চ : বুধবার সকালেই চা বাগানে প্রচার সারলেন মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি (এসসি)-র তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী শংকর মালাকার। এদিন প্রথমেই নকশালবাড়ি অটল চা বাগানে শ্রমিকদের নিয়ে সভা করেন তিনি। তার পরেই চা বাগানের শ্রমিকদের সামনে রাজ্য সরকারের উন্নয়নের খতিয়ান তুলে ধরেন।

গত পাঁচ বছরে বিজেপি বিধায়ক এলাকার জন্য কিছুই করেননি তা শ্রমিকদের বোঝাতে শংকরের বক্তব্য ছিল স্পষ্ট। সন্ধ্যায় নকশালবাড়িতে ফের প্রচারে আসেন শংকর মালাকার। অন্নপূর্ণা শ্মশান কালীবাড়িতে পুজো দিয়ে প্রচার শুরু করেন তিনি। এদিন নকশালবাড়ি তৃণমূল কংগ্রেসের পার্টি অফিসে দলের কর্মী-সমর্থকদের সঙ্গে মিটিংও করার পর শংকর ও তাঁর অনুগামীরা ঢাকঢোল পিটিয়ে নকশালবাড়ি বাজারে মিছিল করেন। এদিকে, নকশালবাড়ি বাবুপাড়ায় বাড়ি বাড়ি গিয়ে জনসংযোগ করেন সিপিএমের প্রার্থী ঝরেন রায়।

৩ মহিলাকে মার

বাগডোগরা, ১৮ মার্চ : গ্রামাঞ্চলে ছেলেধরার গুজবের জেরে বুধবার তিন মহিলাকে মারধরের অভিযোগ ওঠে রাঙ্গাপানির ধনসড়জোতে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বাগডোগরা থানার রাঙ্গাপানি ফাঁড়ির পুলিশ। পুলিশ ওই মহিলাদের উদ্ধার করে বাগডোগরা থানায় নিয়ে যায়। সেখানে তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়, কিন্তু ছেলেধরা নিয়ে কোনও তথ্য পাওয়া যায়নি। পরে তাঁদের পরিবার এলে ছেড়ে দেওয়া হয়।

গ্রামবাসীর অভিযোগ, এদিন ওই তিন মহিলা শীতলাপুজোর চাঁদা তুলতে ধনসড়াজোতের বাড়ি বাড়ি ঘুরছিলেন। সেখানে একটি দোকানে চাঁদা নেওয়ার পর দোকানদার তাঁদের ঠিকানা জিজ্ঞাসা করেন। তাঁরা বাগডোগরার ঠিকানা বলেন। এরপর পাশের একটি বাড়িতে গেলে সেখানে ঠিকানা বলেন মাটিগাড়া। আরেকটি বাড়িতে নাকি দার্জিলিং মোড়ের কথা বলেন। একেকবার একেক জায়গার কথা বললে সন্দেহ হয় স্থানীয়দের। তিন মহিলাকে ঘিরে জিজ্ঞাসাবাদ করতে তাঁরা বিহারের কাটিহার আসল ঠিকানা বলে জানান। ওই এলাকায় চাঁদা তোলার নাম করে শিশু পাচার করা হত বলেই সন্দেহ হয়। এরপরই তিনজনকে আটকে মারধর করে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

কাকা, ভাইপোর সম্পর্ক থাকবে তো...

উত্তরের ভোট-আয়না

তুষার দেব

দেওয়ানহাট, ১৮ মার্চ : রাজনীতিতে নিজেদের অস্তিত্ব বাঁচাতে বিবাদ ভুলে কিছুদিন আগেই হাত মিলিয়েছিলেন কাকা-ভাইপো। কিন্তু প্রার্থীতালিকা ঘোষণা হতেই সমীকরণ বদলের ইঙ্গিত। কোচবিহার জেলা তৃণমূলের দুই নেতা রবীন্দ্রনাথ ঘোষ ও পার্থপ্রতিম রায়ের মধ্যে ফের দূরত্ব কি বাড়বে? সেই প্রশ্নই এখন রাজনৈতিক মহলে।

দল এবারে রবি ঘোষকে ব্রাত্য করলেও কোচবিহার উত্তর কেন্দ্রে টিকিট পেয়েছেন পার্থ। আর তারপর থেকেই দলের জেলা নেতৃত্বর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বেড়েছে তাঁর। জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক (হিপ্পি) ও পার্থর কোলাকুলির ছবি এখন সামাজিক মাধ্যমে ঘুরছে। উলটোদিকে রবি ঘোষ কার্যত রাজনৈতিক সন্ন্যাসের পথে। যদিও রবি-পার্থ দুজনই মুখে সম্পর্ক অটুট রাখার কথা জানিয়েছেন।

২০১১ সালে রাজ্যে পালাবদলের পর রবি ঘোষ কোচবিহার জেলা তৃণমূলের সর্বময় কর্তা হয়ে ওঠেন। তাঁর স্নেহচ্ছায়াতেই পার্থর গুরুত্ব বাড়তে থাকে দলে। তৈরি হয় কাকা-ভাইপো জুটি। ২০১৬ সালে কোচবিহার লোকসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে পার্থ বিপুল ভোটে জিতে দিল্লির সংসদে পা রাখেন। এক্ষেত্রেও 'কাকা'র ভূমিকা ছিল অপরিসীম। কিন্তু কিছুদিন পর থেকেই দুজনের মধ্যে দূরত্ব বাড়তে থাকে। পার্থ দলের যুব সংগঠনের জেলা সভাপতি হওয়ার পর থেকে ধীরে ধীরে বিভিন্ন ইস্যুতে দলের জেলা সভাপতি রবির সঙ্গে তাঁর দূরত্ব ক্রমশ বিরোধের চেহারা নেয়। দুজনের কোন্দলে বারবার উত্তপ্ত হয় জেলা।

২০১৮ সালের ১৮ জুন কোচবিহার-১ ব্লকের দেওয়ানহাটে দলের ছাত্র-যুব সংগঠনের হাতে হেনস্তা হন রবি। সেই ঘটনায় পার্থর ইন্ধন ছিল বলে তোপ দেগেছিলেন তিনি। সে সময় তাঁকে কাকা বলে ডাকতেও পার্থকে বারণ করেন রবি।

২০১৯-এর লোকসভা ভোটে পার্থকে আর টিকিট দেয়নি দল। ভোটে কোচবিহার আসন বিজেপির দখলে যেতেই দলের জেলা সভাপতির পদ হারান রবি। পরবর্তীতে পার্থ দু'দফায় জেলায় দলের দায়িত্ব পেয়েও সফল হতে পারেননি। ২০২১-এর বিধানসভা ভোটে দুজনই পরাস্ত হন। তারপর ব্যাকফুটে চলে যান রবি-পার্থ।

এই অবস্থায় অস্তিত্বের প্রশ্নে রবি-পার্থর ফের কাছাকাছি আসার জল্পনা তৈরি হয়। ২০২৪ সালের শেষে পার্থর বাবার মৃত্যুর পর তাঁর বাড়িতে দেখা করতে যান রবি। তারপর থেকে কাকা-ভাইপো ফের হাত মিলিয়ে হিপ্পি সহ দলের অফিশিয়াল লবির বিরুদ্ধে তোপ দাগতে শুরু করেন। দলের বিভিন্ন ঘোষিত কর্মসূচি এড়িয়ে সমান্তরাল জনসংযোগ করতে থাকেন তাঁরা।

বিবাদ মিটিয়ে এভাবেই কাছে এসেছিলেন রবি-পার্থ। -ফাইল চিত্র

কোচবিহারে তৃণমূলের সমীকরণ পুরোপুরি বদলে যায়। দলের রাশ যায় হিপ্পির হাতে। তাঁর সঙ্গে গুরুত্ব পান উদয়ন গুহ, জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়া। তাঁরা একের পর এক ভোটে দলকে সাফল্য এনে দেন। উলটোদিকে কার্যত

প্রতি পদে দলের জেলা নেতৃত্বের বিরোধিতা করায় কিছুদিন আগেই কোপ পড়ে রবি ঘোষের ওপর। তাঁকে কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যান পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। এবারে নাটাবাড়ি কেন্দ্রে দাঁড়াতে চেয়েও টিকিট পাননি তিনি।

এই অবস্থায় দলে বিরোধী শিবিরের সঙ্গে পার্থর ঘনিষ্ঠতা কি রবি ঘোষ মেনে নেবেন, সেটাই বড় প্রশ্ন। তবে বুধবার ভাইপোকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন তিনি। তাঁর কথায়, 'ও প্রার্থী হিসেবে অত্যন্ত যোগ্য। অনেক অভিজ্ঞতা রয়েছে। ওর সাফল্য কামনা করি।' আপনি কি উত্তর কেন্দ্রে প্রচারে নামবেন? এ প্রশ্নে রবির প্রতিক্রিয়া, 'সেটা পরে দেখা যাবে।'

অপরদিকে পার্থ বলছেন, 'মঙ্গলবার কাকার সঙ্গে দেখা করে আশীর্বাদ ও পরামর্শ নিয়েছি। কোনও অবস্থাতেই আমাদের সম্পর্ক আর নষ্ট হবে না। তা আমৃত্যু থাকবে।' তবে তাঁরা যাই বলুন না কেন, রাজনীতির সমীকরণ কিন্তু জটিল। ক্ষমতার প্রশ্নে কে কখন কার বন্ধু আর কার শত্রু হয়ে ওঠেন, বোঝা সহজ নয়। কাকা-ভাইপোর সম্পর্ক কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়, তা ভোটের প্রচারপর্বেই আভাস পাওয়া যাবে বলে মনে করছেন তৃণমূলের নীচুতলার নেতা-কর্মী থেকে আমজনতাও।

বান্ধবী প্রতারিত

বান্ধবীর ব্রডব্যান্ড ব্যবহার করে ডিজিটাল অ্যারেস্টের মাধ্যমে ৩ কোটি টাকা প্রতারণার অভিযোগে তরুণের বিরুদ্ধে। অশোকনগরের ঘটনায় অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এক দম্পতির অভিযোগের ভিত্তিতে পদক্ষেপ।

কেরোসিন বিলি

পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধের জেরে জরুরি ভিত্তিতে কেরোসিন তেল বণ্টনের জন্য এসওপি জারি করল খাদ্য দপ্তর। কোনও রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার কাছ থেকে কোন এজেন্ট কত কেরোসিন পাবেন নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

ভাতাবৃদ্ধির দাবি

প্রতিবন্ধী ভাতা বাড়ানোর দাবিতে বিক্ষোভ। উত্তর ২৪ পরগনার হিঙ্গলগঞ্জ বিডিও অফিসে বিক্ষোভ দেখালেন বিশেষভাবে সক্ষমরা। বিডিও-কে ডেপুটেশনও দেন তাঁরা। বিষয়টি সরকারের কাছে পৌঁছে দেওয়ার আশ্বাস বিডিওর।

স্ত্রীকে খুন

টাকা না দেওয়ায় অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীকে খুন করে খাটের তলায় লুকিয়ে রাখলেন স্বামী। ঘোলা লেনিন গড়ের ঘটনায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে তিনজনকে। দোষীদের শাস্তির দাবিতে সোচ্চার মৃতার পরিবার।

রাজ্যে ৪৭৮ পর্যবেক্ষক নিয়োগ

প্রথম দফায় উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে কড়া নিরাপত্তা বলয়

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ১৮ মার্চ : বিধানসভা নির্বাচনের আগে একের পর নজিরবিহীন এবং কড়া পদক্ষেপ নির্বাচন কমিশন। ভোট অবাধ, শান্তিপূর্ণ এবং ত্রুটিমুক্ত করার লক্ষ্যে রেকর্ড সংখ্যক নির্বাচন পর্যবেক্ষক (অবজার্ভার) নিয়োগের পাশাপাশি প্রতিটি দফায় বিপুল পরিমাণে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। কমিশনের প্রধান লক্ষ্য, সাধারণ ভোটারদের যেন কোনও ভয় বা প্রলোভনের শিকার না হতে হয়। তাঁরা যেন স্বাধীনভাবে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন।

কমিশন সূত্রে জানানো হয়েছে, সবথেকে বেশি পর্যবেক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে। রাজ্যে মোট ৪৭৮ জন পর্যবেক্ষক দায়িত্ব পালন করবেন। রাজ্যের ২৯৪টি বিধানসভা কেন্দ্রের প্রতিটির জন্য একজন করে ২৯৪ জন সাধারণ পর্যবেক্ষক (জেনারেল অবজার্ভার) থাকছেন। অন্যান্য রাজ্যে যেখানে একাধিক কেন্দ্রের জন্য একজন পর্যবেক্ষক থাকেন, সেখানে পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি কেন্দ্রের জন্য একজন করে পর্যবেক্ষক নিয়োগ কমিশনের কড়া মনোভাবেরই প্রতিফলন।

দেশের ভোটমুখী পাঁচ রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ১,১১১ জন কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক নিয়োগ করা হচ্ছে। এর মধ্যে ৪৭৮ জনই বাংলার। ফলে এই রাজ্যের প্রতি কমিশনের বিশেষ নজর স্পষ্ট। পাশাপাশি আইনশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা খতিয়ে দেখতে ৮৪ জন পুলিশ পর্যবেক্ষক এবং প্রার্থীদের নির্বাচনী খরচের ওপর নজরদারি চালাতে ১০০ জন ব্যয় পর্যবেক্ষক (এক্সপেন্ডিচার অবজার্ভার) নিয়োগ করা হয়েছে।

কমিশন কড়া নির্দেশে বুধবার সমস্ত পর্যবেক্ষকরা নিজেদের নির্ধারিত নির্বাচনি এলাকায় পৌঁছে গিয়েছেন। সাধারণ ভোটার বা রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা প্রতিদিন একটি নির্দিষ্ট সময়ে সরাসরি এই পর্যবেক্ষকদের সাথে দেখা করে নিজেদের সমস্যা বা নালিশ জানাতে পারবেন। ভোট ঘোষণার আগে থেকেই সাধারণ মানুষের মনে আত্মবিশ্বাস ও সাহস জোগাতে এবং আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে রাজ্যে কেন্দ্রীয় বাহিনীর টহল বা রুটমার্চ পুরোদমে শুরু হয়েছে।

প্রথম পর্যায়ে মোট ৪৮০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী রাজ্যে পাঠানো হয়েছে। গত ১ মার্চ প্রথম দফায় ২৪০ কোম্পানি এবং ১০ মার্চ দ্বিতীয় দফায় আরও ২৪০ কোম্পানি বাহিনী রাজ্যে পৌঁছেছে। এই বাহিনীর মধ্যে সিআরপিএফ, বিএসএফ, সিআইএসএফ, আইটিবিপি এবং

টহল দেওয়ার ফাঁকে হালকা মেজাজে। আমহার্স্ট স্ট্রিটে বুধবার। - রাজীব মণ্ডল

এসএসবি জওয়ানরা রয়েছেন। উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতেও কড়া নিরাপত্তা বলয় তৈরি করা হয়েছে।

কোচবিহারে ১৫ কোম্পানি, জলপাইগুড়ি ও দক্ষিণ দিনাজপুরে ১০ কোম্পানি করে, দার্জিলিঙে ১৬ কোম্পানি, উত্তর দিনাজপুরে ১৯ কোম্পানি এবং মালদহে ১৮ কোম্পানি বাহিনী এখন টহল দিচ্ছে। ১৪ মার্চের মধ্যে রাজ্যের সমস্ত ভোটকেন্দ্র ও স্পর্শকাতর এলাকায় প্রথম দফার রুটমার্চ শেষ করার নির্দেশ ছিল।

রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ কুমার আগরওয়াল ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, এবার ভোটের দিনগুলিতে নিরাপত্তার বহর অতীতের সমস্ত রেকর্ড ভেঙে দিতে পারে। তিনি জানিয়েছেন, সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচনের স্বার্থে ভোটের প্রতিটি দফায় প্রায় ২ থেকে ২,৫০০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করার পরিকল্পনা রয়েছে কমিশনের। অতীত নির্বাচনের অশান্তির অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে এবার প্রতিটি বুথে তো বটেই, এমনকি বুথের বাইরে এবং সংলগ্ন এলাকায় কেন্দ্রীয় বাহিনীর কড়া প্রহরা থাকবে।

বাহিনী মোতায়েন নিয়ে বুধবার রাজ্য পুলিশের শীর্ষকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল, নির্বাচনি পর্যবেক্ষক সুব্রত গুপ্ত এবং পুলিশ পর্যবেক্ষক এনকে মিশ্র।

ভোটার তালিকায় বিচারাধীন তকমাধারীদের নিষ্পত্তি করার গতি আগের চেয়ে বেড়েছে। রোজ প্রায় ২ লক্ষ নিষ্পত্তি করা হচ্ছে। বুধবার পর্যন্ত নিষ্পত্তির সংখ্যা প্রায় ২৩ লক্ষ। এর ভিত্তিতে শুক্রবার ও শনিবার অতিরিক্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের সম্ভাবনা আছে।

তালিকা প্রকাশের আগে বৃহস্পতিবার ফের বৈঠক ডেকেছেন হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি। ওই বৈঠকে মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক, রাজ্যের মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্র সচিব প্রমুখ শীর্ষকর্তাদের ডাকা হয়েছে। সেখানেই অতিরিক্ত তালিকার সিদ্ধান্ত হবে।

জন্নত... ইদের আগে কলকাতার নাখোদা মসজিদের সামনে আলোর রোশনাই। ছবি : রাজীব মণ্ডল

এআইসিসি দপ্তরে চিঠি

ভিক্টরের বহিষ্কারের দাবিতে দিল্লিতে স্ত্রী

রিমি শীল

কলকাতা,১৮ মার্চ : নির্বাচনের মুখে বড়সড়ো বিপাকে পড়লেন চাকুলিয়ার প্রাক্তন বিধায়ক তথা কংগ্রেস নেতা আলি ইমরান রামজ ওরফে ভিক্টর। তাঁর বিরুদ্ধে আগেই গার্হস্থ্য হিংসার অভিযোগ তুলেছিলেন স্ত্রী প্রিয়াঞ্জলি নিয়োগী। এবার ভিক্টরের বহিষ্কার চেয়ে সোজা সোনিয়া গান্ধি, রাহুল গান্ধি ও প্রিয়াংকা গান্ধির দরবারে হাজির হলেন প্রিয়াঞ্জলি। যদিও এদিন তাঁদের সাক্ষাৎ পাননি তিনি। তবে ১০ নম্বর জনপথে ভিক্টরের বিরুদ্ধে চিঠি দিয়ে এসেছেন তিনি। আপাতত সেখানেই রয়েছেন। তবে সমগ্র বিষয়টিতে ষড়যন্ত্রের গন্ধ পাচ্ছেন ভিক্টর। তাঁর দলের কেউ বা শাসক দলের চক্রান্তে সম্পূর্ণ বিষয়টি ঘটছে বলে দাবি করেছেন তিনি।

> শুভঙ্করবাবু সমগ্র বিষয়টি জেনে দিল্লিতে জানাতে বলেছেন। দলীয় দপ্তরে কথা হয়েছে। বৃহস্পতিবার আমার সঙ্গে দেখা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
>
> -প্রিয়াঞ্জলি নিয়োগী

> এর নেপথ্যে নিশ্চয়ই বড় কোনও হাত রয়েছে। রাহুল, সোনিয়া, প্রিয়াংকা গান্ধির সঙ্গে দলীয় কর্মীদের দেখা করতে গেলে বেগ পেতে হয়। তাহলে ও কী করে দেখা করছে?
>
> -আলি ইমরান রমজ

প্রাক্তন ফরওয়ার্ড ব্লকের বিধায়ক রমজান আলির ছেলে ভিক্টরের বিরুদ্ধে শুধু নির্যাতন নয়, আর্থিক দুর্নীতির মতো গুরুতর অভিযোগও আনেন তাঁর স্ত্রী। আগেই দিল্লিতে চিঠি দিয়েছিলেন। এমনকি প্রদেশ সভাপতি শুভঙ্কর সরকারের সঙ্গেও কথা হয়েছে তাঁর। তিনি বলেন, 'দুই ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে এসেছি। শুভঙ্করবাবু সমগ্র বিষয়টি জেনে দিল্লিতে জানাতে বলেছেন। তিনি যতটুকু সম্ভব চেষ্টা করেছেন। দলীয় দপ্তরে কথা হয়েছে। তাঁদের নিজস্ব দলীয় মিটিং চলছে। বৃহস্পতিবার আমার সঙ্গে দেখা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।' শুধু পোস্টার চিঠি নই, বরং দুই ছেলেকে নিয়ে পোস্টার হাতে ধর্নাও দিয়েছেন প্রিয়াঞ্জলি। পোস্টারে লেখা, 'রাজনীতির ঊর্ধ্বে গিয়ে কংগ্রেসের মর্যাদা রক্ষায় ভিক্টরকে বহিষ্কার করুন।' আরও একটি পোস্টারে লেখা রয়েছে, 'কংগ্রেস যদি সত্যিই মহিলাদের পাশে থাকে, তাহলে তা প্রমাণ করুন। অবিলম্বে ভিক্টরকে সাসপেন্ড করুন।' সূত্রের খবর, গোয়ালপোখর বা চাকুলিয়া থেকে ভিক্টরকে প্রার্থী করার চিন্তাভাবনা রয়েছে কংগ্রেসের। তবে এই জল্পনার মাঝেই বিতর্ক যেন উসকে উঠল। ভিক্টর দাবি করেছেন, 'ও যদি এত দূর পর্যন্ত পৌঁছোয় তাহলে এর নেপথ্যে নিশ্চয়ই বড় কোনও হাত রয়েছে। রাহুল, সোনিয়া, প্রিয়াংকা গান্ধির সঙ্গে দলীয় কর্মীদের দেখা করতে গেলে বেগ পেতে হয়। তাহলে ও কী করে দেখা করছে? শাসকদলেরও হাত থাকতে পারে। আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চলছে।'

তৃণমূলকে 'শিক্ষা' দিতে রণকৌশল বদল হুমায়ুনের

কলকাতা, ১৮ মার্চ : বুধবার তাঁর দল 'আম জনতা উন্নয়ন পার্টি'র প্রথম দফার প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করলেন হুমায়ুন কবীর। এই তালিকায় সবচেয়ে বড় চমক, নিজের পুরনো কেন্দ্র ভরতপুর থেকে লড়ছেন না হুমায়ুন। শুভেন্দু অধিকারীর মতো তিনিও জোড়া আসনে লড়বেন— রেজিনগর এবং নওদা। প্রথমে জল্পনা ছিল তিনি বেলডাঙা থেকে লড়তে পারেন, কারণ সেখানেই তিনি বিতর্কিত 'বাবরি মসজিদ' তৈরি করাচ্ছেন। কিন্তু সেখানে দলের রাজ্য সভাপতি সৈয়দ আহমেদ কবীরকে প্রার্থী করেছেন তিনি।

নওদা থেকে লড়ার সিদ্ধান্তের পিছনে রয়েছে এক সুচিন্তিত রাজনৈতিক কৌশল। এই কেন্দ্রে তৃণমূল ফের বিদায়ী বিধায়ক সাহিনা মমতাজ খানকে প্রার্থী করেছে, যা নিয়ে দলের অন্দরেই প্রবল ক্ষোভ ও গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব তৈরি হয়েছে। হুমায়ুনের লক্ষ্য, তৃণমূলের এই কোন্দলকে কাজে লাগিয়ে ফায়দা তোলা।

হুমায়ুনের ঘোষিত তালিকায় আরেকটি বড় চমক রাজ্যের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের প্রাক্তন জামাই ইয়াসির হায়দার। তাঁকে কান্দি থেকে প্রার্থী করেছে আম জনতা উন্নয়ন পার্টি। এছাড়া, ভবানীপুর ও নন্দীগ্রামেও প্রার্থী দিচ্ছে হুমায়ুনের দল। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য প্রার্থীদের মধ্যে রয়েছেন মালদহের রতুয়ায় রয়াল ইসলাম, মালতীপুরে আবদুল মিনাজ শেখ, মানিকচকে আবু শহিদ এবং ফরাক্কায় ইমতিয়াজ মোল্লা। হুমায়ুন স্পষ্ট জানিয়েছেন যে তিনি ব্যক্তিগতভাবে চান প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর রঞ্জন চৌধুরী এবং আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকী নির্বাচনে জয়ী হোন। প্রার্থী দেওয়ার মাধ্যমে তিনি তৃণমূলের ভোট কেটে পরোক্ষভাবে অধীর ও নওশাদকে সাহায্য করতে চান বলেও ইঙ্গিত দিয়েছেন।

সেইসঙ্গে হুমায়ুনের দাবি, তৃণমূলের প্রার্থী তালিকা থেকে বাদ পড়া মুর্শিদাবাদের একাধিক বিধায়কের অনুগামীরা তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন। আগামী ২২ মার্চ তিনি দলের পূর্ণাঙ্গ প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করবেন।

পাচারের আগে উদ্ধার বিস্ফোরক

রামপুরহাট, ১৮ মার্চ : পাচারের আগেই প্রচুর পরিমাণে বিস্ফোরক বোঝাই ট্রাক্টর আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দিল দিলেন গ্রামবাসীরা। ট্রাক্টরটি বাজেয়াপ্ত করে পুলিশ। ঘটনাটি বীরভূমের নলহাটি থানার কাদাসীর গ্রামে। বাজেয়াপ্ত হওয়া বিস্ফোরকগুলির মধ্যে রয়েছে ১০ হাজার পিস জিলেটিন স্টিক এবং ৩৬০ পিস ডিটোনেটর। তবে এই ঘটনায় কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি পুলিশ।

গতকাল রাতে ওই গ্রামের রাস্তা দিয়ে ট্রাক্টরটি যাচ্ছিল। সেই সময় বাসিন্দারা ট্রাক্টরটি আটক করে। বেগতিক বুঝে চালক পালিয়ে যায়। পুলিশে খবর দিলে নলহাটি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে বিস্ফোরক ও ট্রাক্টরটিকে বাজেয়াপ্ত করে। কে বা কারা কি উদ্দেশ্যে এবং কোথায় বিস্ফোরক গুলি নিয়ে যাচ্ছিল সেই বিষয়টি তদন্ত করছে নলহাটি থানার পুলিশ।

সেই যে হলুদ পাখি... বুধবার নদিয়ায়। -পিটিআই

৪০ বছর পর সীমান্ত পার করে হিলির গ্রামে

কলকাতা, ১৮ মার্চ : বয়স তখন মোটে আট কি নয়। হিলি সীমান্তের ফতেপুর গ্রাম থেকে হঠাৎই উধাও হয়ে গিয়েছিল তৃতীয় শ্রেণির রিপন মণ্ডল। সেই ছোট্ট রিপন এখন মাঝবয়সী প্রৌঢ়। দীর্ঘ ৪০ বছর পর, সীমান্তের ওপার থেকে শেষমেশ ঘরের ছেলে ঘরে ফিরছে। সৌজন্যে এক ভাইরাল ভিডিও এবং হ্যাম রেডিওর তৎপরতা।

বাংলাদেশের রংপুরে সম্প্রতি সমাজমাধ্যমে একটি ভিডিও ছড়িয়ে পড়ে, যেখানে এক ভবঘুরেকে ঘিরে ধরেছে জনতা। ভিডিওতে দেখা যায়, অসংলগ্ন ভাষায় ওই ব্যক্তি নিজেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির প্রাক্তন ছাত্র হিসেবে দাবি করছেন। তবে স্থানীয়রা খোঁজ নিয়ে যখন জানতে পারেন ওই নামে কোনও ছাত্রই নেই, তখনই স্থানীয়দের সন্দেহ হয় ওই ব্যক্তি ভারতীয় 'গুপ্তচর'। মুহূর্তেই সেই ভিডিও দুই বাংলায় ছড়িয়ে পড়ে। খবর পৌঁছায় ওয়েস্ট বেঙ্গল হ্যাম রেডিওর কাছে। মানসিক ভারসাম্যহীন ওই ব্যক্তির প্রাণ সংশয়ের আশঙ্কা করে তাঁর পরিবারের খোঁজ শুরু হয়।

হ্যাম রেডিওর সহযোগিতায় খোঁজ শুরু হতেই দক্ষিণ দিনাজপুরের হিলির এক প্রান্তিক গ্রামে মেলে রিপনের হদিশ। ভিডিও দেখে চিনতে পারেন তাঁর দুই দাদা এবং বৃদ্ধা মা লিলিফা বেওয়া। ৪০ বছর আগে হারিয়ে যাওয়া ছেলের খবর পেয়ে মা বলেন, 'আমার ছোট ছেলেটা হারিয়ে গিয়েছিল। ওকে শুধু একবার আমার বুকে ফিরিয়ে দেওয়া হোক।' রিপনের ভাইপো পারভেজ জানান, কাকা ছোটবেলায় হারিয়ে যাওয়ার পর সবাই আশা ছেড়ে দিয়েছিল, কিন্তু হ্যাম রেডিওর দৌলতে আজ অসাধ্য সাধন হয়েছে। ছেলেক ফেরানোর জন্য হিলি থানা, জেলা শাসকের কাছে আবেদন জানাতে চলেছে পরিবার।

বর্তমানে বাংলাদেশে জয়নাল আবেদিন নামে এক ব্যক্তির আশ্রয়ে রয়েছেন রিপন। ওয়েস্ট বেঙ্গল রেডিও ক্লাবের সম্পাদক অম্বরীশ নাগ বিশ্বাস জানিয়েছেন, দুই দেশের প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ শুরু হয়েছে। আইনি প্রক্রিয়া শেষ হলেই হিলি সীমান্ত দিয়ে ঘরের ছেলে ফিরবে নিজের ভিটেয়। ৪০ বছরের এক দীর্ঘ পথচলা শেষ হতে চলেছে এক পশলা স্বস্তিতে।

বেসুরোদের জন্য মমতার লাল কার্ড

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১৮ মার্চ : প্রার্থী তালিকা ঘোষণার পর থেকেই জেলায় জেলায় তৃণমূলের অন্দরমহলে শুরু হয়েছে বিদ্রোহের চোরাস্রোত। কোথাও টায়ার জ্বলছে, কোথাও আবার পছন্দের নেতা টিকিট না মেলায় ক্ষোভে ফুঁসছেন তাঁর অনুগামীরা। এর মোকাবিলায় এবার আর 'অনুনয়-বিনয়' নয়, সরাসরি 'অ্যাকশন'-এর পথে হাঁটছে তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্ব। দলের স্পষ্ট বার্তা-ক্ষোভ সাময়িক হলে ঠিক আছে, কিন্তু সীমা ছাড়ালেই কপালে জুটবে দল থেকে বহিষ্কারের তকমা।

আসন্ন বিধানসভা ভোটে তৃণমূল ৭৪ জন বিদায়ী বিধায়ককে টিকিট দেয়নি। এই 'বাদ' পড়ার তালিকা ঘিরেই ক্রমশ উত্তপ্ত রাজনীতির ময়দান। উত্তরবঙ্গের রবীন্দ্রনাথ ঘোষ থেকে শুরু করে বলাগড়ের মনোরঞ্জন ব্যাপারী কিংবা চুঁচুড়ার অসিত মজুমদার— ক্ষোভের সুর শোনা যাচ্ছে সব প্রান্তেই। কেউ প্রকাশ্যে দলের সমালোচনা করছেন, কেউ আবার অভিমানে রাজনীতি থেকে সন্ন্যাস নেওয়ার কথা বলছেন। অনুগামীদের দিয়ে বিক্ষোভ দেখানো তো এখন ডালভাত হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সূত্রের খবর, এই গোটা পরিস্থিতিতে অত্যন্ত বিরক্ত মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। দলনেত্রীর স্পষ্ট নির্দেশ- মনের মতো প্রার্থী না হলে বা টিকিট না পেলে সাময়িক দুঃখ থাকতেই পারে, কিন্তু সেটা যেন দলের ভাবমূর্তি নষ্ট না করে। শৃঙ্খলাভঙ্গের সীমা অতিক্রম করলে কোনও 'শোকজ' বা কারণ দর্শানোর নোটিশ নয়, সরাসরি দল থেকে ঘাড়ধাক্কা দেওয়া হবে।

দলীয় কোন্দল বা অন্তর্ঘাত রুখতে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিশেষ দায়িত্ব দিয়েছেন মমতা। জেলাভিত্তিক প্রতিটি বিক্ষোভের রিপোর্ট এখন সরাসরি যাচ্ছে ক্যামাক স্ট্রিটে। দলের ঘোষিত প্রার্থীর বিরুদ্ধে কেউ যদি তলে তলে প্রচার করেন বা নির্দল হিসেবে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেন, তবে তাঁর জন্য দলের দরজা চিরতরে বন্ধ হয়ে যাবে। তবে তৃণমূল নেতৃত্বের আশঙ্কা, এই বিক্ষোভের ছবি বিরোধীদের হাতে হাতিয়ার তুলে দিতে পারে। তাই ড্যামেজ কন্ট্রোলে নেমেছে ঘাসফুল শিবির। বার্তা খুব পরিষ্কার— দল বড় না ব্যক্তি? যদি দলের ঊর্ধ্বে গিয়ে কেউ নিজের গুরুত্ব বোঝাতে চান, তবে তাঁকে দল ছাড়াই থাকতে হবে। যদিও বিজেপিতেও একাধিক প্রার্থী নিয়ে ইতিমধ্যে দলের একাংশ ক্ষুব্ধ।

ভোট নিরাপত্তার দায়িত্ব কার, প্রশ্ন হাইকোর্টের

কলকাতা, ১৮ মার্চ : নির্বাচন ঘোষণা হতেই সরগরম আদালত চত্বর। প্রার্থী হতে পারেন অথচ তাঁদের নাম বিবেচনাধীন তালিকায় রয়েছে, এই অভিযোগে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন সিপিএমের দুই নেতা। অন্যদিকে রাজ্যের ভোট নিরাপত্তার দায়িত্ব কার তা নিয়ে রাজ্যের থেকে জানতে চাইল প্রধান বিচারপতি সুজয় পালের ডিভিশন বেঞ্চ। বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের দায়ের করা মামলায় প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ জানতে চেয়েছে, সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচনের দায়ভার নির্বাচন কমিশন নাকি রাজ্যের। যদিও এই বিষয়ে উত্তর দেওয়ার জন্য শুক্রবার পর্যন্ত সময় চেয়ে নিয়েছে রাজ্য।

নিয়ম অনুযায়ী, এসআইআরে বিবেচনাধীন তালিকায় নাম থাকলে ভোট দেওয়া বা প্রার্থী হওয়ার ক্ষেত্রে বাধা থাকে। এই বিষয়টির নিষ্পত্তি চেয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন সিপিএমের জামির মোল্লা ও ইকবাল হক নামে মুর্শিদাবাদের দুই নেতা। ইতিমধ্যেই মামলা দায়ের হয়েছে বলে আদালত সূত্রে খবর। এদিকে রাজ্যের সমস্ত বুথে নিরাপত্তা সুনিশ্চিত ও পর্যাপ্ত ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে আবেদন জানিয়ে মামলা দায়ের করেছিলেন শমীক। এদিন এই মামলায় রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল কিশোর দত্ত জানান, নির্বাচন কমিশন স্বশাসিত সংস্থা। কেন্দ্রীয় নির্দেশে তাদের চলার কথা নয়। মামলা দায়েরের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। যদিও নির্বিঘ্নে নির্বাচন করার বিষয়ে তারা প্রস্তুত রয়েছে বলে জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশনের আইনজীবী। তবে কাদের পর্যবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধানে নির্বাচন হয় তা জানতে চেয়েছেন প্রধান বিচারপতি।

অন্ধকার ঘরে এখন শুধু নথির লড়াই

রিমি শীল

কলকাতা, ১৮ মার্চ : গোধূলি নামলেই এখানে নিয়ন আলোর রোশনাই জ্বলে ওঠে। চড়া মেকআপ আর কৃত্রিম হাসির আড়ালে ঢাকা পড়ে যায় হাজারো না বলা যন্ত্রণা। কিন্তু সেই পরিচিত অন্ধকারকেও যেন ছাপিয়ে গিয়েছে এক নতুন অনিশ্চয়তা। সামনেই বিধানসভা নির্বাচন, অথচ তিলোত্তমার যৌনপল্লিগুলোতে এখন উৎসবের মেজাজ নেই, আছে স্রেফ 'বাতিল' হওয়ার আতঙ্ক। চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের পর ঘুম উড়েছে সোনাগাছি, খিদিরপুর, কালীঘাট বা টালিগঞ্জের যৌনকর্মীদের। কারও নাম বিচারাধীন, তো কারও নাম সটান ডিলিটেড বা বাদ। বিএলও-দের চক্কর কেটেও সুরাহা মিলছে না। তাঁদের প্রশ্ন, সমাজ যাঁদের ব্রাত্য করে রেখেছে, এবার কি রাষ্ট্রও তাঁদের অধিকার কেড়ে নেবে?

পরিস্থিতি ঠিক কতটা ভয়াবহ, তা ফুটে উঠছে বিভিন্ন সংগঠনের কথায়। সোনাগাছির 'দুর্বার মহিলা সমন্বয় কমিটি'র সম্পাদক বিশাখা লস্করের নিজের নামই এখন বিবেচনাধীন তালিকায়। তাঁর আক্ষেপ, পুরো তালিকা হাতে এলে বোঝা যাবে কত হাজার মানুষের নাম বাদ পড়ল। অন্য এক সংগঠনের পরামর্শদাতা মহাশ্বেতা মুখোপাধ্যায়ের দাবি, ৭ হাজার কর্মীর মধ্যে প্রায় ২০ শতাংশের নাম ঝুলে রয়েছে। বিএলও-রা সহযোগিতা করছেন না বলে কমিশনে নালিশও জানানো হয়েছে। কালীঘাট থেকে খিদিরপুর—গল্পটা সব জায়গাই এক। কেউ পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন, কেউ বা পাচার হয়ে আসা। বহু কষ্টে জোগাড় করা ভোটার কার্ডটাই ছিল তাঁদের একমাত্র সম্বল।

কালীঘাটে ৩৫০ জন যৌনকর্মীর মধ্যে ১১০ জনকে শুনানিতে ডাকা হলেও ২৫ শতাংশের নাম এখনও ঝুলে। ৬০ বছর পেরিয়ে আসা বৃদ্ধা অসীমা পালের (নাম পরিবর্তিত) আক্ষেপ, নিজের আর ছোট ছেলের নাম আছে, কিন্তু বড় ছেলের নামটাই গায়েব! খিদিরপুরের মুন্সিগঞ্জ এলাকায় প্রায় ১০০০ জন কর্মীর বাস। সেখানে পূজা রায়ের কথায়, ৩০ শতাংশের নাম বিচারাধীন। অনেকে 'সিঙ্গল মাদার', তাঁরা সন্তানের বাবার নথি আনবেন কোথা থেকে? শুধু কলকাতা নয়, কালনাতেও অন্তত ৭৫ জন যৌনকর্মীর নাম ঝুলে রয়েছে বলে খবর।

কোণঠাসা তিলোত্তমার যৌনপল্লি

সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী, যৌনকর্মীদের ভোটাধিকার বা পরিচয়পত্র পাওয়ার পূর্ণ অধিকার রয়েছে এবং এক্ষেত্রে তাঁদের পেশা কোনো বাধা হতে পারে না। কিন্তু বিধানসভা নির্বাচনের আগে ভোটার তালিকা সংশোধনের সময় অনেক ক্ষেত্রেই তাঁদের ঠিকানার স্থায়িত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলে নাম বাদ দেওয়া হচ্ছে। কমিশনের নিয়ম বলছে, সিঙ্গল মাদারদের ক্ষেত্রে সন্তানের নথিতে বাবার নাম বাধ্যতামূলক নয়, তা সত্ত্বেও নিচু স্তরের সরকারি কর্মীদের অসহযোগিতার কারণে এই সংকট আরও গভীর হচ্ছে। শহরের দেওয়ালে দেওয়ালে এখন প্রার্থীদের নাম। অথচ হাড়কাটা গলি বা গঙ্গার ধারের ঘিঞ্জি ডেরাগুলোতে এখন স্লোগান নয়, পুরনো নথির স্তূপ ঘেঁটে নিজেদের 'নাগরিক' প্রমাণ করার মরণপণ লড়াই চলছে।

খাসতালুক খড়্গাপুরে প্রচার শুরু দিলীপের

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ১৮ মার্চ : দীর্ঘ টানাপোড়েনের পর নিজের পছন্দের আসন ফিরে পেয়েছেন দিলীপ। আর নিজের 'খাসতালুক' খড়্গাপুর সদরে ফিরেই স্বমহিমায় মেদিনীপুরের ভূমিপুত্র। বিধানসভা নির্বাচনে খড়্গাপুর সদরের বিজেপি প্রার্থী হিসেবে প্রচার শুরু করে নিজেই নিজের লক্ষ্য বাঁধলেন বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি ও মেদিনীপুরের প্রাক্তন সাংসদ। দিলীপের লক্ষ্য এবার বিধানসভা ভোটে শুধু জেতা নয়, ১ লক্ষের বেশি ভোট পাওয়া।

খড়্গাপুর তাঁর চেনা মাঠ, ২০১৬-র বিধানসভায় এই খড়্গাপুর থেকেই প্রথম বিধায়ক হয়েছিলেন। এরপর ২০১৯-এ মেদিনীপুরের সাংসদ হিসেবে লোকসভায় ইনিংস শুরু করেন। সেই নির্বাচনে খড়্গাপুর সদরে ৯০ হাজারের বেশি ভোট পেয়েছিলেন দিলীপ। এখনও পর্যন্ত যা খড়্গাপুরে বিজেপির সর্বাধিক ভোট।

বুধবার সকালে প্রচার শুরু বাইক মিছিল করে। মাথায় পাগড়ি বেঁধে, গলায় ফুলের মালা পরে নিজেই বাইকে সওয়ার হন দিলীপ। পরে খড়্গাপুরের শোলাপুরি মাতা মন্দিরে পুজো দিয়ে তেলুগু নববর্ষের সূচনা করেন তিনি। খড়্গাপুরের ভোটে তেলুগু সম্প্রদায়ের বড় প্রভাব আছে। বরাবরই তাঁরা বিজেপির সমর্থক। মন্দিরে পুজো ও স্থানীয় মানুষের সঙ্গে জনসংযোগ সেরে খড়্গাপুরের এমপি বাংলোয় স্থানীয় কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেন দিলীপ। নিজের হাতে দলীয় কর্মীদের মধ্যাহ্ন ভোজনের খাবার পরিবেশন করেন। পরে দিলীপ বলেন, 'খড়্গাপুরে বিজেপির প্রভাব যথেষ্টই। গতবারেও এই আসন থেকে দল জিতেছে। তাই এখানে জেতাটা বড় কথা নয়। লক্ষ্য ভোট বাড়ানো। এবার খড়্গাপুর থেকে রেকর্ড ভোটে জিততে চাই।' তৃণমূল প্রার্থী প্রদীপ সরকার দিলীপকে বহিরাগত বলে আক্রমণ শানিয়েছেন। তিনি বলেন, 'খড়গপুরে দিলীপ বহিরাগত। তাছাড়া গত ১০ বছর ধরে বিজেপি খড়গপুরের জন্য কিছুই করেনি।' দিলীপ পালটা বলেন, 'কে বহিরাগত, তা মানুষই ঠিক করবে।'

বাইকে চড়ে প্রচারে খড়্গাপুরের বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষ।

শুধু দিলীপই নন, নাম ঘোষণা হয়ে যাওয়া প্রায় সব প্রার্থী নিজের নিজের এলাকায় প্রচার শুরু করতে এখন তৎপর। ইতিমধ্যেই ভবানীপুরে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর সমর্থনে দেওয়াল লিখন শুরু হয়ে গিয়েছে। তবে এরই মধ্যে প্রথম তালিকায় জায়গা না পাওয়া জেতা বিধায়করা কিছুটা উদ্বেগের মধ্যেও রয়েছেন। প্রথম দফায় জেতা ৪৮ বিধায়কের মধ্যে টিকিট পাননি ৮ জন। বর্তমানে বিধানসভায় বিজেপির জেতা বিধায়ক ৬৪। সেক্ষেত্রে বাকি ১৬ বিধায়কের টিকিট পাওয়া এখনও সরু সুতোর ওপরে ঝুলছে।

■ ৪৬ বর্ষ ■ ২৯৮ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ৪ চৈত্র ১৪৩২

মত ও পথ

বিরোধী শিবিরের বিরোধিতার রকমসকমে বেজায় চটেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। সংসদের প্রবেশদ্বারের সিঁড়িতে বসে রাহুল এবং তাঁর সতীর্থ সাংসদদের চা-বিস্কুট খেতে খেতে ধর্না একেবারেই মনপসন্দ হয়নি তাঁর। জনসভার ভাষণে তাই রাহুলকে তিনি পাঠ দিয়েছেন যে, চা-জলখাবার খাওয়ার স্থান আর প্রতিবাদ, ধর্নার এলাকা সম্পূর্ণ আলাদা। দুটিকে গুলিয়ে ফেললে সমস্যা অনিবার্য।

অবশ্য শুধু রাহুলের ধর্নাস্থলে চা-বিস্কুট খাওয়াতে নয়, তাঁর সংসদে উপস্থিতি ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনায় অংশ নেওয়ার হার ইত্যাদিতে ইদানীং চটে আছেন শা। যদিও কীভাবে বিরোধিতা করতে হয়, সেটা শেখানোর দায়িত্ব শাসকদলের নয়। বরং বিরোধী শিবিরের যাবতীয় অভিযোগ, সমালোচনা শুনে নিজেদের ভুলত্রুটি শাসকের শুধরে নেওয়াই গণতন্ত্রের দস্তুর।

বিরোধী শিবিরকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা, হেয় প্রতিপন্ন করা এবং নিজেদের যাবতীয় সমালোচনার ঊর্ধ্বে বলে ধরে নেওয়া স্বৈরাচারিতার নামান্তর। বিজেপি সংসদে মোটের ওপর একটি অভিন্ন লাইন মেনে চলে। সেটি হল, তাঁদের দিকে বিরোধী শিবির কোনও প্রশ্ন করলেই হয় সেটিকে জওহরলাল নেহরু ও কংগ্রেসের ৭০ বছরের ভুল বলে দেগে দেওয়া বা সরকারের সমালোচনাকে জোর করে দেশবিরোধী আখ্যা দেওয়া।

যেটা কার্যত একটি মিথ্যাকে বারবার প্রচার করে সেটিকে সত্য প্রমাণিত করার গোয়েবলসীয় কায়দা। তাতে প্রকৃত সত্য ধামাচাপা পড়ে না। কিন্তু মোদি-শা'রা সেই আচরণে অভ্যস্ত হয়ে পড়ছেন। কুয়োর বাইরের বিশাল জগৎকে তাঁরা মানতে চান না। সংসদের সিঁড়িতে বসে চা-বিস্কুট খাওয়া ভুল হলে প্রধানমন্ত্রী সভাকক্ষে ঢুকলেই মোদি মোদি নামে তুমুল হর্ষধ্বনি দেওয়া কি সংসদীয় আচরণের মধ্যে পড়ে?

সম্প্রতি কংগ্রেসের রাজ্যসভার সাংসদ জয়রাম রমেশ এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন, বিজেপি সাংসদদের আচরণ দেখে তাঁর মাঝেমধ্যে মনে হয়, তিনি ভারতের নয়, উত্তর কোরিয়ার আইনসভায় বসে রয়েছেন। কথাটিতে হয়তো অত্যুক্তি কিছু নেই। অতীতে অটলবিহারী বাজপেয়ী প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। তিনি লোকসভায় বিজেপির দলনেতার দায়িত্বও সামলেছিলেন। লোকসভায় তাঁর অসাধারণ কিছু বক্তৃতা ভারতের সংসদীয় গণতন্ত্রকে পরিপুষ্ট করেছিল।

কিন্তু তিনিও সভাকক্ষে ঢোকার সময় তৎকালীন বিজেপি বা এনডিএ সাংসদরা এখনকার মতো তুমুল হর্ষধ্বনি করতেন না। রাহুল বিদেশ সফরের জন্য অনেক সময় সংসদে অনুপস্থিত থাকেন। এটা যেমন সত্য, তেমন এটাও ঠিক যে, গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার সময় প্রধানমন্ত্রীকে সংসদের উভয় কক্ষে উপস্থিত থাকতে দেখা যায় না। প্রতিবার সংসদের অধিবেশনের আগে প্রথা অনুযায়ী ডাকা সর্বদলীয় বৈঠকেও মোদি উপস্থিত থাকেন না।

এনিয়ে বিরোধীরা বহুবার সরব হয়েছেন। কিন্তু শাসক শিবিরের মাথারা সেসব নিয়ে মাথা ঘামানোর প্রয়োজন অনুভব করেননি। সংসদ অধিবেশন চলাকালীন প্রধানমন্ত্রী অজস্রবার বিদেশ সফরে গিয়েছিলেন। গালওয়ান উপত্যকায় চিনা আগ্রাসন কিংবা ইরান যুদ্ধের ফলে দেশে এলপিজি গ্যাসের সংকটের মতো গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় পরিস্থিতিতেও সংসদে প্রধানমন্ত্রী বিবৃতি দেননি।

তিনি আকাশবাণীতে প্রতি মাসে মন কি বাত অনুষ্ঠানের ফুরসত পান। অথচ বিরোধীদের দাবি মেনে সংসদে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় যোগ দেন না। সংবিধান প্রণেতারা বহু চিন্তাভাবনার পর ভারতের জন্য সংসদীয় গণতন্ত্রকে আদর্শ বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। যেখানে সরকার ও বিরোধী- উভয় শিবির নিজেদের বক্তব্য তুলে ধরবেন। দেশের ভালোমন্দ নিয়ে জনতার ভোটে নির্বাচিত দু'পক্ষের সাংসদরা আলোচনা করবেন, তর্কবিতর্ক করবেন।

কিন্তু স্বাধীনতার অমৃতকালে শাসক শিবির সংসদে সর্বক্ষেত্রে শুধু প্রধানমন্ত্রীর মহিমা কীর্তন করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ছে। এতে সংসদীয় গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ প্রশ্নের মুখে পড়ে। বিরোধী শিবিরের বহু সাংসদের বিভিন্ন আচরণ নিয়ে প্রশ্ন আছে। সেগুলির দিকে দৃষ্টি দেওয়া অবশ্যই প্রয়োজন। তাই বলে শাসক শিবিরের কাজকর্মগুলির দিকে নজর এড়িয়ে যাওয়া ঠিক নয়। সব দোষ বিরোধী শিবিরের- এমন ভ্রান্ত ধারণা থেকে বেরিয়ে আসা উচিত।

অমৃতধারা

কেউ যদি তোমাকে ভালো না বলে তাতে মন খারাপ করো না, কারণ এক জীবনে সবার কাছে ভালো হওয়া যায় না। দেখো মা, যেখান দিয়ে যাবে তার চতুর্দিকে কী হচ্ছে না হচ্ছে তা সব দেখে রাখবে। আর যেখানে থাকবে সেখানকার সব খবরগুলি জানা থাকা চাই, কিন্তু কাউকে কিছু বলবে না। ঠাকুর এবার এসেছেন ধনী-নির্ধন-পণ্ডিত-মূর্খ সকলকে উদ্ধার করতে, মলয়ের হাওয়া খুব বইছে, যে একটু পাল তুলে দেবে স্মরণাগত ভাবে সেই ধন্য হয়ে যাবে। যিনি ব্রহ্ম, তিনিই শক্তি আর তিনিই মা। দরকার নেই ফুল, চন্দন, ধূপ, বাতি, উপচারের। মা'কে আপন করে পেতে শুধু মনটাকে দেও তাঁরে।

-মা সারদা দেবী

ভোটের খয়রাতি, অর্থনীতির অশনিসংকেত

ভাতার রাজনীতিতে আজ তারুণ্যকে পঙ্গু করার মাশুল চোকাতে হবে আগামীদিনে; যে ভয়াবহ আর্থসামাজিক বিস্ফোরণ সামলানোর ক্ষমতা কোনও 'ভাণ্ডার' বা 'সাথী' প্রকল্পের থাকবে না।

অনিরুদ্ধ দাশগুপ্ত

একুশের বিধানসভা নির্বাচনে যখন রাজ্যে পালাবদলের প্রবল রাজনৈতিক ঝড় তুলেছিল বিজেপি, তখন শাসকদলের তূণ থেকে বেরিয়ে আসা অব্যর্থ ব্রহ্মাস্ত্রটির নাম ছিল 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার'-এর প্রতিশ্রুতি। নির্বাচনের ঠিক আগে রাজ্যের প্রায় অর্ধেক ভোটার, অর্থাৎ মহিলাদের সরাসরি ব্যাংক অ্যাকাউন্টে নগদ অনুদান পৌঁছে দেওয়ার সেই ঘোষণা যে কতটা মাস্টারস্ট্রোক ছিল, তা ব্যালট বক্সের ফলাফলেই প্রমাণিত। পরিসংখ্যান বলছে, ওই নির্বাচনে ভোটদানকারী মহিলাদের অন্তত ৫০ শতাংশ ঢালাওভাবে জোড়াফুল প্রতীকে বোতাম টিপেছিলেন। বর্তমানে সেই লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের উপভোক্তারা মাসে ১৫০০ টাকা করে পাচ্ছেন। রাজ্যে এই মুহূর্তে এমন উপভোক্তার সংখ্যা ২ কোটিরও বেশি, যাঁরা শাসকদলের এক অত্যন্ত বিশ্বস্ত এবং দুর্ভেদ্য 'কোর' ভোটব্যাংক।

নগদ অনুদানের এই পরীক্ষিত সাফল্যের ওপর ভর করেই, আসন্ন বিধানসভা মহারণের ঠিক মুখে সরকার উন্মোচন করেছে নতুন প্রকল্প— 'যুবসাথী'। রাজনৈতিক মহলের মতে, এটি আদতে 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার ২.০'। এবার শাসকদলের রাডারে রয়েছে রাজ্যের কর্মহীন তরুণ প্রজন্ম। এই প্রকল্পের মাধ্যমে সেই সমস্ত তরুণ-তরুণীর ব্যাংক অ্যাকাউন্টে সরাসরি মাসে ১৫০০ টাকা করে পাঠানো হবে, যাঁরা এখনও কোনও কর্মসংস্থানের মুখ দেখেননি। একুশ থেকে চল্লিশ বছর বয়সি মাধ্যমিক পাশ যে কোনও বেকার নাগরিক এর জন্য আবেদন করতে পারবেন। নারী, পুরুষ বা তৃতীয় লিঙ্গ— সবার জন্যই দরজা খোলা থাকলেও শর্ত হল, যিনি ইতিমধ্যেই লক্ষ্মীর ভাণ্ডার পাচ্ছেন, তিনি এই প্রকল্পের আওতাভুক্ত হবেন না। স্বাভাবিকভাবেই, এই উপভোক্তাদের মধ্যে পুরুষদের সংখ্যাই বেশি হতে চলেছে।

অর্থনীতির ব্যাকরণ নয়, বরং রাজনীতির পাটিগণিতই যে এই প্রকল্পের সময়রেখার নেপথ্যে রয়েছে, তা স্পষ্ট। ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি প্রকল্পটি ঘোষণার সময় বলা হয়েছিল এটি ১৫ অগাস্ট থেকে কার্যকর হবে। কিন্তু প্রতিষ্ঠানবিরোধী ক্ষোভ প্রশমনের তাগিদে আচমকা সেই দিনক্ষণ এগিয়ে আনা হয় ১ এপ্রিলে। শেষমেশ আন্তর্জাতিক নারী দিবসের প্রাক্কালে ঘোষণা করা হয় যে, সরাসরি টাকা পাঠানোর কাজ সেদিন থেকেই শুরু!

কিন্তু অর্থনীতিবিদ হিসেবে এই বিপুল ব্যয়ের উৎস খুঁজতে গিয়ে শিউরে উঠতে হয়। এই 'যুবসাথী' কি প্রকৃত জনকল্যাণ, নাকি স্রেফ কোষাগার উজাড় করা নির্বাচনি পপুলিজম? সদ্য প্রকাশিত নীতি আয়োগের 'ফিসক্যাল হেলথ ইনডেক্স' ২০২৫ এবং ২০২৬-এর রিপোর্ট অনুযায়ী, আর্থিক শৃঙ্খলা ও রাজকোষ পরিচালনার নিরিখে পশ্চিমবঙ্গ দেশের একেবারে তলানিতে অবস্থান করছে। এই রিপোর্টে রাজ্যকে উচ্চতর রাজস্ব ঘাটতি, অনুৎপাদক বা নিম্নমানের ব্যয় এবং ঋণের স্থায়িত্ব নিয়ে কড়া সতর্কবার্তা দেওয়া হয়েছে। সহজ কথায়, পরিকাঠামো বা শিল্পে দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ না করে ধার করে অনুদান বিলির এই প্রবণতা রাজ্যের ভবিষ্যৎ অর্থনীতিকে খাদের কিনারায় দাঁড় করিয়েছে।

যুবসাথী প্রকল্পের ফর্ম জমা দেওয়ার ভিড়। ধূপগুড়িতে। -ফাইল চিত্র

ভোটের দামামা বাজতেই 'যুবসাথী' নিয়ে বঙ্গ রাজনীতিতে তর্জা শুরু হয়েছে। ফর্ম তোলার জন্য শিক্ষিত তরুণ-তরুণীদের মাইলের পর মাইল লাইন দেখে বিরোধী শিবির একে 'খয়রাতির রাজনীতি' বলে তোপ দেগেছে। সরকারের পরিসংখ্যান যা-ই হোক না কেন, বাস্তব চিত্রটা ভয়াবহ। অঙ্ক, পদার্থবিদ্যা, ইঞ্জিনিয়ারিং বা কম্পিউটার সায়েন্সে স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী অন্তত ৮৪ লক্ষ শিক্ষিত তরুণ-তরুণী মাসে মাত্র ১৫০০ টাকার জন্য লাইনে দাঁড়িয়েছেন, যা একটি রাজ্যের মেধা ও মানবসম্পদের চরম অপচয়ের জীবন্ত দলিল। এঁদের প্রত্যেকেরই গলায় এক সুর—'আমরা একটা সম্মানজনক চাকরি চাই, কিন্তু যতক্ষণ তা না জুটছে, খালি পকেটে ১৫০০ টাকাও মন্দের ভালো।'

তৃণমূল অবশ্য এই অনুদানকে কর্মহীনতার বাজারে তরুণ প্রজন্মের জন্য একটি 'সেফটি নেট' বা সুরক্ষা বলয় হিসেবেই তুলে ধরতে চাইছে। তাদের পালটা যুক্তি— কর্মসংস্থানের আকাল শুধু বাংলায় নয়, গোটা দেশজুড়েই একটা জাতীয় সংকট। খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বছরে ২ কোটি চাকরির যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তার বাস্তবায়ন কোথায়? শাসকদলের দাবি, সরকারি ক্যাম্পে ফর্ম তোলার এই বিপুল ভিড় আসলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি বাংলার মানুষের অগাধ আস্থারই প্রতিফলন।

তবে, যুবসাথীকে নিছকই কোনও শেষমুহূর্তের নির্বাচনি চমক ভাবলে ভুল হবে। দেড় দশক টানা ক্ষমতায় থাকার পর প্রতিষ্ঠানবিরোধী হাওয়া যখন ক্রমশ জোরালো হচ্ছে, তখন এটি অত্যন্ত সুপরিকল্পিত গেমচেঞ্জার। বিশেষ করে, ভোটার তালিকার সাম্প্রতিক 'স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন'-এর পর শাসকদলের অন্দরে যে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে, তা সামাল দিতে এই প্রকল্পের বিকল্প ছিল না। নির্বাচনগুলোর ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করে শাসকদলও বুঝেছে, শহুরে এবং আধা-শহুরে তরুণ ভোটারদের মধ্যে এক ধরনের তীব্র অসন্তোষ তৈরি হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের মোট ভোটারের প্রায় ৪৪ থেকে ৪৫ শতাংশই হল এই তরুণ সম্প্রদায়। কর্মসংস্থানহীনতায় ক্ষুব্ধ এই জেন জেড ভোটাররা মুখ ঘুরিয়ে নিলে টানা চতুর্থবার ক্ষমতায় ফেরার স্বপ্ন ধাক্কা খেতে বাধ্য। 'যুবসাথী' মূলত এই অস্থির তরুণ সমাজকে শান্ত করারই এক মরিয়া কৌশল।

একুশের ভোটে 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার'-এর পর ছাব্বিশের মহারণে শাসকদলের নয়া বাজি বেকারদের জন্য ১৫০০ টাকার 'যুবসাথী'। কিন্তু কর্মসংস্থানের বদলে এই নগদ খয়রাতি কি প্রকৃত সমাধান? নীতি আয়োগের রিপোর্ট বলছে, অনুৎপাদক ব্যয় ও ঋণের ভারে বাংলার অর্থনীতি আজ খাদের কিনারায়। শিল্পহীন রাজ্যে তারুণ্যকে বেকার ভাতার আফিমে ভুলিয়ে রাখার এই রাজনীতি আসলে আগামী দশকের এক ভয়াবহ আর্থসামাজিক বিস্ফোরণের অশনিসংকেত।

গোটা দেশজুড়েই আজ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ডাইরেক্ট ক্যাশ ট্রান্সফারের পথ বেছে নিয়েছে। এই প্রবণতাকে কমপেনসেটারি স্টেট বা ক্ষতিপূরণমূলক রাষ্ট্র-এর উত্থান বলে বর্ণনা করা যায়। অর্থাৎ, সরকার যখন নাগরিকদের জন্য পর্যাপ্ত কর্মসংস্থান, আয় বৃদ্ধির সুযোগ বা উন্নত পরিকাঠামো নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হয়, তখন তারা সেই ব্যর্থতার 'ক্ষতিপূরণ' হিসেবে সরাসরি মানুষের হাতে নগদ টাকা তুলে দেয়। 'চাকরি দিতে পারছি না? শিল্প আনতে পারছি না? ঠিক আছে, তার বদলে মাসে মাসে কিছু নগদ টাকা নিয়ে নাও!'— এটাই আজকের রাজনীতির অঘোষিত ফর্মুলা।

মাসে ১৫০০ টাকার এই অনুদান হয়তো ভোটের বৈতরণি পার করতে সাহায্য করবে, সাময়িক ক্ষতে প্রলেপও দেবে, কিন্তু এর দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক মূল্য চোকাতে হবে খোদ তরুণ প্রজন্মকেই। যে বয়সে তাঁদের দক্ষতা বাড়িয়ে (আপস্কিলিং) বিশ্ববাজারের যোগ্য প্রতিযোগী হয়ে ওঠার কথা, সেই বয়সে তাঁদের অনুদানের ওপর নির্ভরশীল করে তোলা হচ্ছে। মনে রাখবেন, আজ যে তারুণ্যকে বেকার ভাতার সান্ত্বনায় আটকে রাখা হচ্ছে, আগামী এক দশক পর তাঁরাই যখন কর্মহীন, দক্ষতাহীন এবং হতাশ এক প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছাবেন, তখন সেই সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিস্ফোরণ সামলানোর মতো কোনও 'ভাণ্ডার' বা 'সাথী' প্রকল্প কিন্তু আর অবশিষ্ট থাকবে না।

(লেখক অর্থনীতিবিদ)

আজ

১৯৯৭

কবি, সাহিত্যিক পূর্ণেন্দু পত্রী প্রয়াত হন আজকের দিনে।

২০১৯

আজকের দিনে প্রয়াত হন অভিনেতা রমেন রায়চৌধুরী।

আলোচিত

আমি তো ভেবেই উঠতে পারছি না। ১৫ বছর একনিষ্ঠভাবে দল করলাম। এখন হঠাৎ কেউ এসে টিকিট পেয়ে গেলেন। তৃণমূল আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করল। এর ফল ভুগতে হবে। হরিশ্চন্দ্রপুরে যাঁকে প্রার্থী করা হল, তিনি পার্টির 'প' জানেন না। মানুষের সঙ্গে যোগসূত্র নেই।

- তাজমুল হোসেন

ভাইরাল/১

আকাশ থেকে পড়ছে অসংখ্য সাপ! দক্ষিণ আমেরিকার প্রত্যন্ত গ্রামে সেই 'সাপ বৃষ্টি' ভাইরাল। ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে টপাটপ সাপ পড়ছে। মাঠ, রাস্তা সাপে ভর্তি। বিজ্ঞানীদের মতে, টর্নেডোয় সাপগুলি বাতাসে উড়ে গিয়ে বৃষ্টির সঙ্গে ঝরে পড়ে।

ভাইরাল/২

পরিবারের কয়েকজন বস্তা নিয়ে কুরিয়ার অফিসে যান। বস্তাটি কুরিয়ার করতে বলেন। অফিসকর্মীরা বস্তা খুলতেই এক বৃদ্ধকে দেখা যায়। আত্মীয়রা বৃদ্ধকেই কুরিয়ার করতে বলেন। পরে জানান, রিল তৈরির জন্য সাজানো নাটক। বেঙ্গালুরুর ঘটনা।

জনমন

জনমত

ট্রেনে বয়স্কদের ভাড়ায় ছাড় ফেরানো হোক

ভারতীয় রেলে বয়স্ক নাগরিকদের টিকিট ভাড়ায় যে ছাড় দেওয়া হত কোভিডের সময় তা প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। প্রায় ছয় বছর হতে চলল এখনও সেই সুবিধা অর্থাৎ ভাড়ায় ছাড় আর ফিরে আসেনি। শুধু তাই নয়, ভারতীয় রেলপথের বেশিরভাগ স্টেশনে বর্তমানে ওয়েটিং রুমে বিনামূল্যে বসার উপায় নেই। ঘণ্টা হিসেবে টাকার বিনিময়ে ওয়েটিং রুমে বসতে হয়। এর ফলে সাধারণ রেলযাত্রীদের অসুবিধা হয়। বাংলাদেশের যে নতুন সরকার গঠিত হয়েছে সেই সরকারের রেলমন্ত্রী সম্প্রতি ঘোষণা করেছেন বাংলাদেশ রেল বয়স্ক নাগরিক, ছাত্র এবং প্রতিবন্ধীদের জন্য ২৫ শতাংশ রেল ভাড়ায় ছাড় দেবেন। ভারতীয় রেলেরও উচিত, আগের মতো বয়স্ক যাত্রীদের ভাড়ায় ছাড় দেওয়া এবং বিনামূল্যে ওয়েটিং রুমে বসতে দেওয়া।

আশিস ঘোষ
পূর্ব বিবেকানন্দপল্লি, শিলিগুড়ি।

কমিশনকে প্রস্তাব

ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজ করতে গিয়ে বহু সরকারি কর্মী, শিক্ষক বিএলও'র কাজ করেছেন। তাঁদের নিজেদের কাজ করে ভোটের কাজও করতে হচ্ছে। এর ফলে তাঁদের ওপর চাপ পড়েছে। এই অসুবিধা দূর করার জন্য ভবিষ্যতে যদি শিক্ষিত কম্পিউটার জানা অল্পবয়সি বেকার ছেলেমেয়েদের প্রশিক্ষণ দিয়ে নির্বাচন কমিশন নিযুক্ত করে তাহলে সরকারি কর্মীদের নিজেদের কাজ বাদ দিয়ে ভোটের কাজ করতে হবে না। এতে সরকারি স্কুলের ছাত্রছাত্রীদেরও পড়ার ক্ষতি হবে না, আবার ভোটার তালিকা সংশোধনের প্রক্রিয়াও অনেক তাড়াতাড়ি সহজেই শেষ হবে। কারণ, প্রশিক্ষিত অল্পবয়সি ছেলেমেয়েরা কম্পিউটারের কাজে অনেকটাই বেশি পারদর্শী হবে মনে হয়। নির্বাচন কমিশন ভবিষ্যতে ভোটার তালিকা সংশোধনের সময় এই বিষয়টি নিয়ে চিন্তাভাবনা করলে অবশ্যই কিছুটা সুবিধা হবে।

সোনাই দাস
নিরঞ্জননগর, শিলিগুড়ি।

পত্রলেখকদের প্রতি

যাঁরা জনমত বিভাগে মতামত জানিয়ে চিঠি পাঠাতে চান তাঁরা নিম্নলিখিত ই-মেল বা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর ব্যবহার করতে পারেন। নিজের এলাকা, রাজ্য, দেশ ও বিদেশের নানা বিষয়ে আপনার নিজের মতামত পাঠান। নিজের এলাকার সমস্যাদি নিয়ে বিশদে লিখতে পারেন। সঙ্গে ছবি পাঠালে ভালো হয়। এছাড়াও সরাসরি ডাকযোগেও চিঠি পাঠানো যাবে।

-ঃ ঠিকানা ঃ-
সম্পাদক, জনমত বিভাগ
উত্তরবঙ্গ সংবাদ, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১

ই-মেল
janamat.ubs@gmail.com
হোয়াটসঅ্যাপ
9735739677

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

ডিজিটাল মোহ ও অহংকারে ডুবছে শিক্ষাঙ্গন

শিক্ষকের গায়ে ছাত্রের হাত তোলার ঘটনা চোখে আঙুল দিয়ে দেখাল, ডিজিটাল আসক্তিতে তরুণ প্রজন্ম কতটা দিগভ্রান্ত।

শ্রাবন্তী রায়

কিছুদিন আগে অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রেণিকক্ষে এক ছাত্রের হাতে শিক্ষককে মারধরের ঘটনাটি নিছক আইনশৃঙ্খলার অবনতি নয়, শিক্ষা ব্যবস্থার নৈতিক দেউলিয়াপনার এক বীভৎস রূপ। শিক্ষাঙ্গনকে আমরা চিরকাল আমাদের দ্বিতীয় গৃহ হিসেবেই মেনে এসেছি। সেই গৃহের অভিভাবক যখন শিক্ষার্থীর হাতে লাঞ্ছিত হন, তখন বুঝতে হবে আমাদের সামাজিক বুননেই গভীর ক্ষত তৈরি হয়েছে। বর্তমান জাতীয় শিক্ষানীতি শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার জয়গান গাইলেও প্রশ্ন ওঠে আজ আমরা এক নিয়ন্ত্রণহীন ও শ্রদ্ধাবোধহীন প্রজন্ম তৈরি করছি কি না। শিক্ষা এখন আর তপস্যা নয়, কার্যত পরিষেবা প্রদানকারী এবং নিছক বাণিজ্যিক সম্পর্কে পরিণত হয়েছে। শিক্ষার্থী নিজেকে বিদ্যা অর্জনের যাত্রী না ভেবে 'গ্রাহক' মনে করছে।

এই সমস্যার মূলে অধিকার ও কর্তব্যের মারাত্মক ভারসাম্যহীনতা। আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় 'শাস্তি' শব্দটি প্রায় অস্পৃশ্য। শারীরিক নিগ্রহ কখনোই কাম্য নয়, কিন্তু শৃঙ্খলার বিকল্প হিসেবে আমরা কাউন্সেলিংয়ের ওপর অতি-নির্ভরশীল হয়ে পড়ছি। উত্তরপ্রদেশের একটি স্কুলে এক ছাত্রকে সামান্য শাসন করার অপরাধে অভিভাবকরা বিক্ষোভ দেখিয়েছিলেন এবং কর্তৃপক্ষ চাপের মুখে শিক্ষককে শোকজ করতে বাধ্য হয়। এটি কোনও বিচ্ছিন্ন নজির নয়, বরং এক ভয়ংকর অশুভ সংকেত। আজকের শিক্ষার্থী জেনে গিয়েছে যে, আইনই তার সবচেয়ে বড় রক্ষাকবচ। সামান্য শাসন করতে গেলেই সে অধিকারের ঢাল তুলে ধরছে। শিক্ষক আজ আর পথপ্রদর্শক নন, বরং এক অসহায় প্রতিপক্ষ, যাঁকে সহজেই জব্দ করা সম্ভব।

-এআই

এই অবক্ষয়ের শিকড় কেবল শ্রেণিকক্ষেই আবদ্ধ নেই, শিক্ষার্থীর হাতের স্মার্টফোনেও লুকিয়ে আছে। ডিজিটাল বিপ্লব আমাদের হাতের মুঠোয় তথ্য তুলে দিলেও, কেড়ে নিয়েছে ধৈর্যের শেষ সম্বলটুকু। জ্ঞান মানেই এখন গুগলের এক ক্লিকে তাৎক্ষণিক উত্তর। গভীরভাবে বই পড়ার ধৈর্য বা উপলব্ধির ক্ষমতা তলানিতে। তাৎক্ষণিক প্রাপ্তি ও সোশ্যাল মিডিয়ায় 'ভাইরাল' হওয়ার অসুস্থ নেশা কিশোরমনে অদ্ভুত দম্ভ তৈরি করেছে, যেখানে সমালোচনার মুখোমুখি হওয়ার ন্যূনতম সহ্যক্ষমতা নেই। কৃত্রিম প্রতিযোগিতায় বন্দি হয়ে বিষাদ, উদ্বেগ ও একাকিত্ব ঘিরে ধরলে তখন তার বহিঃপ্রকাশ ঘটে অসংলগ্ন ও আক্রমণাত্মক আচরণে।

বর্তমান অভিভাবকদের অতি-প্রশ্রয় এবং পারিবারিক শৃঙ্খলার অবক্ষয় এই সংকটকে আরও ঘনীভূত করেছে। ন্যাশনাল চাইল্ড রাইটস প্রোটেকশন কমিশনের পর্যবেক্ষণও নির্দেশ করে যে, বহু অভিভাবক সন্তানের এই জটিল ডিজিটাল জগৎ বুঝতে চরম ব্যর্থ হচ্ছেন। আধুনিক বাবা-মায়েরা সন্তানকে প্রতিটি সমালোচনার ঊর্ধ্বে রাখতে গিয়ে এক অলীক অহংকারে ভাসিয়ে দিচ্ছেন। ভুল শুধরে দেওয়ার বদলে অভিভাবকরা নিজেরাই যখন ঢাল হয়ে দাঁড়ান, তখন বিদ্যালয়ের প্রতি শিক্ষার্থীর শ্রদ্ধা টেকে না। শিক্ষক তখন পরিণত হন শুধুই এক বেতনভুক কর্মীতে। এর পাশাপাশি, নির্দিষ্ট শ্রেণি পর্যন্ত পাশ-ফেল প্রথাবিহীন শিক্ষা ব্যবস্থাও চরিত্র গঠনের পথে এক বড় বাধা। নিরবচ্ছিন্ন মূল্যায়নের আড়ালে শিক্ষার গাম্ভীর্য হারিয়েছে এবং শিক্ষার্থীদের ভেতর এক চরম ঔদাসীন্য ও দায়হীনতার জন্ম দিয়েছে, যা শিক্ষকের প্রতিও চূড়ান্ত অনীহা তৈরি করছে।

শিক্ষা ব্যবস্থায় শৃঙ্খলার মেরুদণ্ড ফিরিয়ে আনতে নির্দিষ্ট শ্রেণিতে পাশ-ফেল প্রথাকে পুনরায় ফিরিয়ে আনা এখন সময়ের দাবি। এটি কেবল অ্যাকাডেমিক মান উন্নয়ন নয়, বরং বাস্তবতার সঙ্গে শিশুকে পরিচিত করার এক আবশ্যিক প্রক্রিয়া। রাষ্ট্রকে অবিলম্বে কঠোর 'ক্যাম্পাস ডিসিপ্লিন পলিসি' কার্যকর করতে হবে, যা শিক্ষাঙ্গনে আইনি ও নৈতিক সুরক্ষা নিশ্চিত করবে। পাঠ্যক্রমে মূল্যবোধের শিক্ষাকে পুঁথিগত স্তর থেকে বের করে ব্যবহারিক স্তরে ফেরানো অত্যন্ত জরুরি। প্রতিটি স্কুলে নিয়মিত অভিভাবক-শিক্ষক আলোচনা বাধ্যতামূলক করতে হবে। আমাদের মনে রাখতে হবে, সমাজ যদি শিক্ষককে সম্মান জানাতে ভুলে যায়, তবে সেই সমাজ মেধা ও নৈতিকতা হারাতে বাধ্য। তাই ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কথা ভেবে শিক্ষাঙ্গনের হারানো গরিমা এবং শৃঙ্খলার মেরুদণ্ড অবিলম্বে সোজা করা প্রয়োজন।

(লেখক সংস্কৃতিকর্মী। ধূপগুড়ির বাসিন্দা।)

শব্দরঙ্গ ■ ৪৩৯৭

১		২	★	৩			
	★	৪			★	★	★
	★		★	৫		৬	
৭	৮	★	★		★		★
★		★	৯	★	★	১০	১১
১২				★	১৩	★	
★	★	★	১৪			★	
১৫				★	১৬		

পাশাপাশি : ১। অনির্দিষ্ট কোনও একজন ৩। বাহুর অলংকারবিশেষ ৪। পুত্র ৫। স্বপক্ষীয় লোকজন ৭। হঠাৎ আগুন বা আলো জ্বলে ওঠার অব্যক্ত শব্দ ১০। নল, পদ্মের ডাঁটা, লালা ১২। আধিক্য, কোনও কাজে বা আচরণে সীমালঙ্ঘন ১৪। লোহার মরচে ১৫। জয়পরাজয় ১৬। বিষ্ণুর এক নাম।

উপর-নীচ : ১। লোকালয়, জনবসতিপূর্ণ স্থান ২। সোনা ৩। দাঁড়িপাল্লা ৬। স্তব, স্তুতি বা প্রণাম ৮। তেলেভাজা পেঁয়াজ বড়াবিশেষ ৯। অত্যন্ত ব্যস্ততার ভাব ১১। সৌভাগ্যবান, ধনবান ১৩। অন্যের সমৃদ্ধি, উন্নতি বা সৌভাগ্য।

সমাধান ■ ৪৩৯৬

পাশাপাশি : ২। খাপছাড়া ৫। শাবক ৬। আমমোক্তার ৮। বাদা ৯। গম ১১। নবাবজাদা ১৩। খদির ১৪। মরকত।

উপর-নীচ : ১। দশাসই ২। খাক ৩। ছাতিম ৪। দোহার ৬। আদা ৭। মোক্ষম ৮। বান্ধব ৯। গদা ১০। জনরব ১১। নালিতা ১২। জামির ১৩। খত।

বিন্দুবিসর্গ

উত্তরপূর্বে খ্রিস্টান রাষ্ট্র গঠনের ছক

নয়াদিল্লি, ১৮ মার্চ : একাধারে তিনি তথ্যচিত্র নির্মাতা এবং নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞ। কিন্তু আদতে তিনি জঙ্গিদের মাস্টারমশাই। বাংলাদেশ, মায়ানমার এবং ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের নির্দিষ্ট কিছু অংশ নিয়ে একটি পৃথক 'খ্রিস্টান রাষ্ট্র' গঠনই নাকি মূল লক্ষ্য তাঁর। তিনি মার্কিন নাগরিক ম্যাথু অ্যারন ভ্যানডাইক। গত ১৩ মার্চ তাঁকে কলকাতা থেকে এবং তাঁর সহযোগী আরও ৬ ইউক্রেনীয়কে দিল্লি ও লখনউ থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। আর তারপরই সামনে এসেছে তথাকথিত 'ক্রিশ্চান নেশন প্লট'।

জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (এনআইএ)-র অভিযোগ, 'পর্যটক' পরিচয়ে ভারতে প্রবেশ করে এই বিদেশিরা সীমান্ত পেরিয়ে মায়ানমারের জঙ্গি সংগঠনগুলিকে ড্রোন হামলা ও আধুনিক যুদ্ধের প্রশিক্ষণ দিচ্ছিল।

ধৃত ভ্যানডাইক নিজেকে তথ্যচিত্র নির্মাতা হিসাবে পরিচয় দিলেও আদতে তিনি 'সন্স অফ লিবার্টি ইন্টারন্যাশনাল' (সোলি) নামের একটি বেসরকারি নিরাপত্তা সংস্থার মাথা, যা বিশ্বের বিভিন্ন সংঘাতপূর্ণ এলাকায় ভাড়াটে সেনা ও প্রশিক্ষণ সরবরাহের জন্য কুখ্যাত। তদন্তের তথ্য

অনুযায়ী, এই চক্রটি পর্যটক ভিসায় গুয়াহাটি হয়ে মিজোরামে পৌঁছোয় এবং সেখান থেকে অবৈধভাবে মায়ানমারে ঢুকে পড়ে। তাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল মায়ানমারের 'এথনিক আর্মর্ড গ্রুপ' (ইএজি)-গুলিকে অত্যাধুনিক ইউরোপীয় ড্রোন চালনা ও নাশকতামূলক কৌশলে দক্ষ করে তোলা।

বিশেষজ্ঞদের মতে, এর নেপথ্যে কোনও গভীর ভূ-রাজনৈতিক মদত থাকার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। বছর দুয়েক আগে বাংলাদেশে নির্বাচনের সময় প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জানিয়েছিলেন, উত্তর-পূর্ব ভারত ও মায়ানমারের অংশ নিয়ে একটি 'খ্রিস্টান রাষ্ট্র' (জালগাম বা জোগাম) তৈরির চক্রান্ত চলছে। এক 'শ্বেতাঙ্গ' ব্যক্তি নাকি সেই সময় তাঁর সঙ্গে দেখা করে প্রস্তাব দিয়েছিলেন, বঙ্গোপসাগর বা বাংলাদেশের ভূখণ্ডে কোনও একটি 'বিদেশি রাষ্ট্রকে' (ইঙ্গিত ছিল

তথ্যচিত্র নির্মাতার ছদ্মবেশে জঙ্গিদের মাস্টারমশাই

আমেরিকার দিকে) বিমানঘাঁটি তৈরি করতে দিলে তাঁকে অনায়াসে নির্বাচনে জিতিয়ে দেওয়া হবে। সেই সময় হাসিনার মন্তব্যকে নিছক রাজনৈতিক কৌশল হিসাবে ভাবা হলেও ভ্যানডাইক ও তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গদের গ্রেপ্তারির পর মুজিব-কন্যার সেদিনের সন্দেহই আরও জোরদার হয়ে উঠেছে।

ভারতের মিজোরাম-মায়ানমার সীমান্তের ছিদ্রপথ এবং সংরক্ষিত এলাকায় (পিএপি) বিদেশিদের অবাধ যাতায়াত চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে গোয়েন্দা বিভাগের নজরদারির ফাঁকফোকরকে। মিজোরামের মুখ্যমন্ত্রী লালদুহোমাও আগে জানিয়েছিলেন, ইউক্রেন যুদ্ধের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন যোদ্ধারা এই সীমান্ত ব্যবহার করছে। পর্যটন প্রসারের নামে ভিসা শিথিলতার সুযোগ নিয়ে এই 'মেশিনারি' বা ভাড়াটে যোদ্ধারা যেভাবে ভারতের মাটিতে নেটওয়ার্ক তৈরি করেছে, তা সীমান্ত নিরাপত্তার ক্ষেত্রে উদ্বেগজনক।

ভূ-রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ ব্রহ্ম চেলানির কথায়, 'মার্কিন প্রক্সি ওয়ার বা ছায়া যুদ্ধ এখন ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলেও পৌঁছে গিয়েছে।' অন্যদিকে, নিরাপত্তা বিশ্লেষক ক্যাপ্টেন উত্তম দেবনাথের মতে, 'অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে এই ইউক্রেনীয় ও আমেরিকান গোষ্ঠীটি ভারতীয় সীমান্তে অস্থিরতা তৈরির চেষ্টা করছে।'

চিনের গ্রাস কেড়ে রুশ তেল ভারতে

নয়াদিল্লি, ১৮ মার্চ : মাঝদরিয়ায় আচমকা দিকবদল! চিনের দিকে এগোতে থাকা রাশিয়ার অপরিশোধিত তেলভর্তি আস্ত সাতটি ট্যাংকার মাঝপথ থেকে মুখ ঘুরিয়ে সোজা পাড়ি দিল ভারতের দিকে। আন্তর্জাতিক কূটনীতি ও জ্বালানি রাজনীতির দাবার বোর্ডে দিল্লির এই অভাবনীয় পদক্ষেপে রীতিমতো শোরগোল পড়ে গিয়েছে। ব্লুমবার্গের রিপোর্ট এবং জাহাজ ট্র্যাকিং সংস্থা ভোরটেক্সা লিমিটেডের তথ্য অনুযায়ী, মাঝসমুদ্রে এই নাটকীয় রদবদলের নেপথ্যে রয়েছে ইরান যুদ্ধের জেরে বিশ্বজুড়ে তৈরি হওয়া চরম জ্বালানি সংকট এবং তা মোকাবিলায় ভারতের আগ্রাসী কৌশল। একদিকে যখন মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের কারণে আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম হু হু করে বাড়ছে, ঠিক তখনই নিজেদের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বড়সড়ো মাস্টারস্ট্রোক দিল সাউথ ব্লক।

শিপ-ট্র্যাকিং তথ্য বলছে, প্রায় ১ লক্ষ টন 'ইউরালস' ক্রুড অয়েল নিয়ে জানুয়ারি মাসে রাশিয়ার বাল্টিক বন্দর থেকে চিনের রিঝাওয়ের উদ্দেশে রওনা দিয়েছিল 'অ্যাকোয়া টাইটান'। মার্চের মাঝামাঝি সময়ে দক্ষিণ চিন সাগরে পৌঁছে জাহাজটি হঠাৎ 'ইউ-টার্ন' নেয়। বর্তমানে এটি ভারতের নিউ ম্যাঙ্গালোর বন্দরের দিকে দ্রুতগতিতে এগিয়ে আসছে। আগামী ২১ মার্চ জাহাজটির বন্দরে নোঙর ফেলার কথা। শুধু তাই নয়, ভোরটেক্সার তথ্য অনুযায়ী, আরও ৬টি রুশ তেলবাহী ট্যাংকার চিন যাত্রা ছেড়ে এখন ভারতমুখী।

বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, এর নেপথ্যে রয়েছে ইরান-ইজরায়েল সংঘাত এবং লোহিত সাগরে চলা অস্থিরতা। মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের কারণে হরমুজ প্রণালী দিয়ে তেল সরবরাহ বিঘ্নিত হওয়ায় বিশ্ববাজারে জ্বালানি সংকট দেখা দিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে ভারত যাতে সরবরাহ বজায় রাখতে পারে, সেজন্য ওয়াশিংটন মস্কোর থেকে তেল আমদানিতে দিল্লিকে 'সাময়িক ছাড়' দিয়েছে। আমেরিকার এই সবুজ সংকেত পাওয়ার পরই ভারতীয় শোধনাগারগুলি গত এক সপ্তাহে প্রায় ৩ কোটি ব্যারেল রুশ তেল কেনার বরাত দিয়েছে।

কয়েক মাস ধরে ভারত রুশ তেলের ওপর নির্ভরতা কিছুটা কমিয়েছিল, যার সুযোগ নেয় চিন। কিন্তু মধ্যপ্রাচ্যে অস্থিরতা বাড়তেই বিকল্প উৎস হিসেবে রাশিয়ার দিকে ফের ঝুঁকেছে দিল্লি। আমেরিকার এই নমনীয় মনোভাব ভারতের এক বড় কূটনৈতিক জয় হিসেবে দেখা হচ্ছে। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশেষজ্ঞদের মতে, ভারত ছাড়াও জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়া ফের রুশ তেল কেনা শুরু করলে আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম আরও বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

অ্যাকোয়া টাইটান ছাড়াও 'জুজু এন' নামে একটি জাহাজ কাজাখস্তানের তেল নিয়ে গুজরাটের সিক্কা বন্দরের দিকে আসছে। সেটিও চিনের উপকূল ঘুরে ভারতের পথ ধরেছে। আন্তর্জাতিক সরবরাহ শৃঙ্খলে ভারত যে এখন রাশিয়ার তেলের প্রধান গন্তব্য হয়ে উঠছে তা নিয়ে ধোঁয়াশা নেই। মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের আবহে নিজের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে দিল্লির এই 'বন্ধুত্বপূর্ণ' বাণিজ্যিক অবস্থান তাৎপর্যপূর্ণ।

নিঃস্ব হলেও নিষ্কৃতি-মৃত্যুর আর্জি নয়

মুম্বই, ১৮ মার্চ : তাঁদের কষ্ট ও অভিজ্ঞতাও প্রায় হরিশ রানার পরিবারের মতোই। তবু সেই পথে হাঁটায় সায় পাচ্ছে না মুম্বইয়ের দীক্ষিত পরিবার। গত ২৭ মাস স্থায়ী কোমায় আচ্ছন্ন হয়ে শয্যাশায়ী বছর পঁয়ত্রিশের তরুণ আনন্দ দীক্ষিত। তাঁরও শারীরিক অবস্থা হরিশের মতোই। ছেলের প্রাণস্পন্দন টিকিয়ে রাখতে গিয়ে ইতিমধ্যে ৪ কোটি টাকা জলের মতো গলে গিয়েছে পরিবারের।

২০২৩ সালের ডিসেম্বরে গোরক্ষপুরে এক সড়ক দুর্ঘটনায় কোমায় চলে যান আনন্দ। সেই থেকে টিউবের মাধ্যমে চলছে তাঁর আহার ও কৃত্রিম উপায়ে শ্বাস-প্রশ্বাস। দীর্ঘ ২৭ মাসে ছেলের চিকিৎসার খরচ জোগাতে গিয়ে জমিবাড়ি বেচেও শেষরক্ষা হয়নি। বিমা সংস্থা দাবি নাকচ করায় পরিবারটি ৫০ লক্ষ টাকার ঋণে জর্জরিত। ভাড়াবাড়িতে গিয়ে উঠতে হয়েছে পরিবারকে। তারপরেও হরিশের মতো নিষ্কৃতি মৃত্যুর পথ বেছে না নিয়ে পরিবারটি লড়ছে অলৌকিক কিছুর অপেক্ষায়। আনন্দের মা আজও ছেলের ঘড়ি আর ফোন সাজিয়ে রাখেন, যদি কখনও তিনি সাড়া দেন।

ইদের আগে কাচের চুড়ি বেচাকেনা। বুধবার প্রয়াগরাজে।

দুই অগ্নিকাণ্ডে মৃত ১৭

নয়াদিল্লি, ১৮ মার্চ : একই দিনে দেশের দুই প্রান্তে ঘটে গেল ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড। বুধবার দিল্লি ও ইন্দোরের দুটি পৃথক ঘটনায় ঝলসে মৃত্যু হল ১৭ জনের। মুহূর্তের অসতর্কতা আর প্রযুক্তিগত ত্রুটি কেড়ে নিল এতগুলো তাজা প্রাণ। দক্ষিণ-পশ্চিম দিল্লির পালামের রামচক বাজারে একটি চারতলা ভবনে বিধ্বংসী আগুন লাগে। সেই ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন ৯ জন, যাদের মধ্যে রয়েছে তিন শিশু। প্রাণে বাঁচতে ওপর থেকে ঝাঁপ দেন দুই বাসিন্দা, তাঁরা বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। দমকলের ৩১টি ইঞ্জিন এবং এনডিআরএফ কর্মীদের দীর্ঘ প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। এই ঘটনায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি শোকপ্রকাশ করেছেন এবং মৃতদের পরিবারপিছু ২ লক্ষ টাকা সাহায্যের ঘোষণা করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা ঘটনার বিচারবিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন।

অন্যদিকে, মধ্যপ্রদেশের ইন্দোরে ইলেকট্রিক গাড়িতে চার্জ দেওয়ার সময় শর্ট সার্কিট থেকে হওয়া বিস্ফোরণে মৃত্যু হয়েছে ৮ জনের। গুরুতর অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় আরও ৪ জন মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন। এই ঘটনা ইভি চার্জিংয়ের নিরাপত্তা নিয়ে বড়সড় প্রশ্ন তুলে দিল।

দেবেগৌড়াকে সরস 'চিমটি' খাড়্গের

নয়াদিল্লি, ১৮ মার্চ : সংসদের উচ্চকক্ষ মানেই সাধারণত গুরুগম্ভীর বিতর্ক আর বিল পাশের ব্যস্ততা। ইদানীং বিভিন্ন ইস্যুতে শাসক ও বিরোধী বেঞ্চের ঠোকাঠুকি ক্রমশ বাড়ছে। কিন্তু বুধবার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী এইচডি দেবেগৌড়া, শারদ পাওয়ার সহ ৫৯ জন সাংসদের বিদায়লগ্নে সেই রাজ্যসভা সাক্ষী থাকল এক বিরল ও নির্মল হাসির মুহূর্তের। সৌজন্যে বিরোধী দলনেতা তথা কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়্গে। বিদায়ি সাংসদদের সংবর্ধনা দিতে গিয়ে তিনি এমন এক 'বোমা' ফাটালেন, যা শুনে অট্টহাসিতে ফেটে পড়লেন খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও।

৫৪ বছরের পুরোনো বন্ধু এইচডি দেবেগৌড়াকে পাশে বসিয়ে খাড়্গে আজ ছিলেন রীতিমতো অন্য মেজাজে। এনডিএতে দেবেগৌড়ার জেডিএসের যোগ দেওয়া প্রসঙ্গে তাঁর সরস মন্তব্য, 'দেবেগৌড়াজির সঙ্গে আমার দীর্ঘদিনের সম্পর্ক। আমরা একসঙ্গে কাজ করেছি। কিন্তু জানি না কী হল, উনি আমাদের সঙ্গে ডেট

> **দেবেগৌড়াজি আমাদের সঙ্গে ডেট করলেন, আমাদের ভালোবাসলেন, কিন্তু বিয়েটা করলেন মোদিজির সঙ্গে!**
>
> **মল্লিকার্জুন খাড়্গে**

করলেন, আমাদের ভালোবাসলেন, কিন্তু বিয়েটা করলেন মোদিজির সঙ্গে!' তাঁর এই মন্তব্যের পর ট্রেজারি বেঞ্চ থেকে বিরোধী আসন—হাসির রোল ওঠে সর্বত্র। ক্যামেরায় ধরা পড়ে, সামনের সারিতে বসা প্রধানমন্ত্রী মোদি টেবিল চাপড়ে হাসছেন। খাড়্গে এখানেই থামেননি, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রামদাস আটাওয়ালেকেও বিঁধে বলেন, 'উনি মোদিজির গুণগান ছাড়া আর কোনও কবিতা জানেনই না!'

জবাবে প্রধানমন্ত্রীও ছিলেন যথেষ্ট খোশমেজাজে। বিদায়ি ৫৯ জন সাংসদকে শুভেচ্ছা জানিয়ে তিনি বলেন, 'রাজনীতিতে কোনও ফুলস্টপ নেই।' নতুন সাংসদদের উদ্দেশে তাঁর পরামর্শ, 'খাড়্গে, দেবেগৌড়া বা শারদ পাওয়ারের মতো প্রবীণদের সংসদীয় অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নেওয়া উচিত।' রসিকতার সুরে মোদি আরও বলেন, 'সংসদে হাস্যরস কমে যাচ্ছে ঠিকই, কিন্তু আমাদের আটাওয়ালে এখনও চিরসবুজ।' ১৯৯৬ সালে কংগ্রেসের সমর্থনে দেবেগৌড়া প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন। এমনকি ২০১৮ সালেও কর্ণাটকে কংগ্রেস-জেডিএস জোট সরকার গড়েছিল। কিন্তু বর্তমানে দেবেগৌড়ার দল বিজেপির জোটসঙ্গী। এপ্রিল ও জুলাই মিলিয়ে মোট ৫৯ জন সাংসদ অবসর নেবেন। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন দেবেগৌড়া, শারদ পাওয়ার, রামদাস আটাওয়ালে, প্রিয়াংকা চতুর্বেদী, তিরুচি সিভা, অভিষেক মনু সিংভি প্রমুখ।

বিমানযাত্রীদের জন্য সুখবর

নয়াদিল্লি, ১৮ মার্চ : বিমানযাত্রীদের জন্য সুখবর দিল কেন্দ্রীয় সরকার। বিমানের অন্তত ৬০ শতাংশ আসন নির্বাচনের ক্ষেত্রে আর অতিরিক্ত ফি গুনতে হবে না। বুধবার এক নির্দেশিকায় এমনটাই জানিয়েছে কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবহণমন্ত্রক। এতদিন নিজের ইচ্ছামতো বিমানের আসন নির্বাচনের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত ফি গুনতে হত যাত্রীদের। জানালার ধারের আসন, অতিরিক্ত লেগস্পেস থাকা আসনের ফি সবথেকে বেশি। ওই অতিরিক্ত টাকা গোনা নিয়ে যাত্রীরাও দীর্ঘদিন ধরে অসন্তুষ্ট ছিলেন। এবার সেই সমস্ত যাত্রীদের স্বস্তি দিল কেন্দ্রীয় সরকার। নির্দেশিকায় কেন্দ্র এও জানিয়েছে, বিমানে খেলাধুলার সরঞ্জাম, বাদ্যযন্ত্র এবং পোষ্যপ্রাণী নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে স্পষ্ট ও স্বচ্ছ নীতি তৈরি করতে হবে।

গড়করির সাক্ষাতে রাহুল

নয়াদিল্লি, ১৮ মার্চ : কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণমন্ত্রী নীতিন গড়করির সঙ্গে বুধবার দেখা করলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি এবং ওয়েনাডের সাংসদ প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরা। মন্ত্রীর কাছে রাজস্থানের ছোট ট্রাক ও বাসের বডিবিল্ডারদের সমস্যার কথা তুলে ধরেন তাঁরা। ওই প্রতিনিধিদল প্রথমে রাহুলের সঙ্গে দেখা করেছিল। গড়করির সঙ্গে বৈঠকের পর প্রিয়াংকা বলেন,

'আমরা পরিবহন মন্ত্রীর কাছে ট্রাক ও বাস সংক্রান্ত উদ্বেগের কথা জানিয়েছি। এছাড়া ড্রাইভিং লাইসেন্স তৈরির ক্ষেত্রে অত্যধিক খরচ এবং সময়ের সমস্যার কথাও আমরা তুলে ধরেছি। তিনি এই সমস্যাগুলো দ্রুত সমাধানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।'

চায়ের তেতো স্বাদ, পাটে প্লাস্টিক-কাঁটা

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ১৮ মার্চ : দার্জিলিংয়ের চায়ের সুবাস বিশ্বজোড়া হলেও বাস্তব ছবিটা এখন অনেকটাই তেতো। সংসদীয় স্থায়ী কমিটির রিপোর্টে উঠে এল বাংলার চা শিল্পের ওপর ক্রমবর্ধমান চাপের ছবি। বিশেষ করে ইন্দো-নেপাল বাণিজ্য নীতিতে বৈষম্যের অভিযোগ তুলে কমিটি জানিয়েছে, ভারত থেকে চা নেপালে রপ্তানি করতে গেলে প্রায় ৪০ শতাংশ শুল্ক দিতে হচ্ছে, অথচ নেপাল থেকে দার্জিলিং চায়ের নাম ব্যবহার করে যে চা ভারতে বিক্রি হচ্ছে, তাতে কোনও শুল্কই লাগছে না। ফলে বাংলার চা শিল্প সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এবং

স্থায়ী কমিটির রিপোর্টে তুলোধোনা কেন্দ্রকে

আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ছে। দার্জিলিংয়ের চায়ের বিশ্বজোড়া খ্যাতি থাকলেও অন্দরের ছবিটা অত্যন্ত শোচনীয়। তৃণমূল সাংসদ দোলা সেনের নেতৃত্বাধীন বাণিজ্য সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির ১৯৬তম রিপোর্টে কেন্দ্রকে কার্যত তুলোধোনা করা হয়েছে। ১৮ মার্চ সংসদে পেশ হওয়া এই রিপোর্টে সাফ জানানো হয়েছে, অবৈজ্ঞানিক বাণিজ্য নীতির কারণে ধুঁকছে বাংলার চা ও পাট শিল্প।

চায়ের লড়াইয়ে অসম যুদ্ধ: রিপোর্টে অভিযোগ করা হয়েছে, ভারত থেকে চা নেপালে পাঠাতে গেলে প্রায় ৪০ শতাংশ শুল্ক দিতে হয়। অথচ নেপাল থেকে অবাধে চা ভারতে ঢুকছে বিনা শুল্কে। এর সুযোগ নিয়ে নেপালি চা 'দার্জিলিং' নাম দিয়ে বাজারে বিক্রি হচ্ছে। ফলে আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ছে উত্তরবঙ্গের আসল চা বাগানগুলো। এই 'শুল্ক-বৈষম্য' দূর না করলে দার্জিলিং চায়ের অস্তিত্ব সংকটে পড়বে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছে কমিটি।

শুধু চা নয়, বাংলার পাট শিল্প নিয়েও কড়া অবস্থান নিয়েছে কমিটি। রাজীব গান্ধীর আমলের নীতি মেনে খাদ্যশস্য প্যাকিংয়ে পাটের ব্যাগ বাধ্যতামূলক ছিল। কিন্তু এখন তা কমিয়ে মাত্র ২০ শতাংশ করা হয়েছে। বাকি ৮০ শতাংশ ক্ষেত্রে প্লাস্টিকের রমরমা। এর ফলে পশ্চিমবঙ্গের পাট শিল্পের সঙ্গে যুক্ত প্রায় আড়াই কোটি মানুষ সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। কমিটির প্রশ্ন—পরিবেশবান্ধব পাটকে সরিয়ে কেন প্লাস্টিককে গুরুত্ব দিচ্ছে কেন্দ্র?

রিপোর্টে আরও দেখা গিয়েছে, বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ বা পেটেন্ট সংক্রান্ত খাতে বরাদ্দ বাজেটের মাত্র ৪৫ শতাংশ খরচ হয়েছে। এছাড়া বিদেশে ভারতীয়দের পেটেন্ট আবেদনের সংখ্যাও প্রায় ৭ শতাংশ কমেছে। আন্তর্জাতিক বাজারে ডলারের তুলনায় টাকার দাম কমায় ভারতীয় ব্যবসায়ীরা বিপাকে পড়ছেন। অথচ বিশ্ববাজারে তেলের দাম কমলেও দেশে রান্নার গ্যাস ও সিএনজির দাম কেন কমছে না, তা নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে কমিটি।

রিপোর্টে চামড়া শিল্পের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ ও তামিলনাড়ুকে মডেল হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। কিন্তু অভিযোগ করা হয়েছে, 'পিএমসিএস পিওয়াই' প্রকল্পের মতো ক্ষেত্রে কেন্দ্র কোনও অর্থ বরাদ্দ না করেই উল্টে বাংলার নামে মিথ্যে অপবাদ দিচ্ছে।

প্রদ্যুৎ বরদলৈ বিজেপিতে, বিপাকে কংগ্রেস

গুয়াহাটি, ১৮ মার্চ : অসমে বিধানসভা ভোটের মুখে বড়সড়ো ভাঙন ধরল কংগ্রেসে। নগাঁওয়ের দলীয় সাংসদ প্রদ্যুৎ বরদলৈ বুধবার আনুষ্ঠানিকভাবে বিজেপিতে যোগ দিলেন। তাঁকে গেরুয়া শিবিরে স্বাগত জানান মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা এবং বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ সইকিয়া। সম্প্রতি কংগ্রেস ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেন প্রাক্তন প্রদেশ সভাপতি ভূপেন বোরা। প্রদ্যুতের দলত্যাগের ফলে অসমে কংগ্রেসের সাংসদ সংখ্যা কমে দাঁড়াল ২। একদা যিনি কংগ্রেস ছাড়বেন না বলে ধনুকভাঙা পণ করেছিলেন সেই প্রদ্যুৎ বরদলৈ শেষমেশ বিজেপিতে যোগ দেওয়ার নেপথ্যে একাধিক কারণ শোনা যাচ্ছে।

শুধু ক্ষমতার মোহে তিনি দলত্যাগ করেছেন বললে ভুল হবে। দিল্লিতে বারংবার দরবার করেও

অসম

যখন বিচার মেলেনি, তখন নিজেকে 'একাকী ও নিঃসঙ্গ' অনুভব করেছেন এই দুঁদে রাজনীতিক। দলের ভিতর তাঁর ওপর আক্রমণের ঘটনা তিনি চরম অপমান হিসেবে দেখেছেন। পাশাপাশি দলের একাংশের বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িক তোষণের অভিযোগ তুলে প্রদ্যুৎ আদতে কংগ্রেসের মূল আদর্শগত বিচ্যুতিকেই আঙুল দিয়ে দেখিয়েছেন। হিমন্ত বিশ্বশর্মা বলেছেন, 'যাঁদের আত্মসম্মান আছে, তাঁরা কংগ্রেসে থাকতে পারছেন না। পরিবারতন্ত্রই ডোবাচ্ছে কংগ্রেসকে।' উলটোদিকে অসমের দায়িত্বপ্রাপ্ত কংগ্রেস নেত্রী প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরা বলেছেন, 'বরদলৈয়ের সিদ্ধান্ত দুর্ভাগ্যজনক। টিকিট বণ্টন নিয়ে মতবিরোধের কারণেই তিনি দল ছেড়েছেন।'

পাক দিবসে বন্ধ সামরিক কুচকাওয়াজ

ইসলামাবাদ, ১৮ মার্চ : একদিকে মধ্যপ্রাচ্যের রণদামামা, অন্যদিকে ঘরের ভাঁড়ারে টান। এই সাঁড়াশি চাপে পড়ে এবার কার্যত 'নমো নমো' করে সারা হতে চলেছে পাকিস্তান দিবস। আগামী ২৩ মার্চ ইসলামাবাদের রাজপথে প্রতিবারের মতো দেখা যাবে না সেই চেনা জাঁকজমক, শোনা যাবে না যুদ্ধবিমানের গর্জন। চরম আর্থিক সংকটে ধুঁকতে থাকা পাকিস্তান সরকার শেষ পর্যন্ত বাতিল করল তাদের চিরাচরিত সামরিক কুচকাওয়াজ। প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফের কার্যালয় থেকে জানানো হয়েছে, এবার রাজপথে শক্তিপ্রদর্শনের বদলে কেবল সাদামাটাভাবে পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমেই দিবসটি পালন করা হবে।

সরকারি সূত্রের খবর, পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধ পরিস্থিতি পাকিস্তানের অর্থনীতিকে খাদের কিনারায় এনে দাঁড় করিয়েছে। একদিকে জ্বালানি তেলের আকাশছোঁয়া দাম, অন্যদিকে বিদেশি মুদ্রার ভাণ্ডারে টান— সব মিলিয়ে শাহবাজ শরিফ সরকার এখন 'ব্যয়সংকোচন নীতি' বা কৃচ্ছ্রসাধনের পথ বেছে নিতে বাধ্য হয়েছে। কুচকাওয়াজ বা যুদ্ধবিমানের ফ্লাইপাস্টে যে বিপুল পরিমাণ জ্বালানি ও অর্থের প্রয়োজন হয়, এই মুহূর্তে সেই বিলাসিতা দেখানোর ক্ষমতা ইসলামাবাদের নেই।

পরিস্থিতি কতটা ভয়াবহ, তা বোঝা যায় সরকারের সাম্প্রতিক

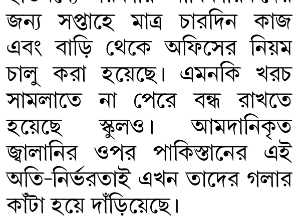

কিছু সিদ্ধান্তে। তেলের খরচ কমাতে ইতিমধ্যে সরকারি আধিকারিকদের জন্য সপ্তাহে মাত্র চারদিন কাজ এবং বাড়ি থেকে অফিসের নিয়ম চালু করা হয়েছে। এমনকি খরচ সামলাতে না পেরে বন্ধ রাখতে হয়েছে স্কুলও। আমদানিকৃত জ্বালানির ওপর পাকিস্তানের এই অতি-নির্ভরতাই এখন তাদের গলার কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তেল আভিভে ক্লাস্টার বোমা, বাংকার বাস্টার হরমুজে

তেহরান ও তেল আভিভ, ১৮ মার্চ : পশ্চিম এশিয়ায় যুদ্ধের দাবানল আরও ছড়াল। ইরানের প্রভাবশালী নিরাপত্তা প্রধান আলি লারিজানি হত্যার প্রতিশোধ নিতে বুধবার ভোরে ইজরায়েলের বাণিজ্যিক রাজধানী তেল আভিভ লক্ষ্য করে ঝাঁকে ঝাঁকে ব্যালেস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন ছুড়ল তেহরান। ইরানি সংবাদমাধ্যমের দাবি, এই হামলায় ব্যবহার করা হয়েছে 'খোররামশহর ৪' এবং 'কদর'-এর মতো শক্তিশালী ক্ষেপণাস্ত্র, যার মাথায় ছিল মারাত্মক 'ক্লাস্টার ওয়ারহেড'। এই ক্লাস্টার বোমা আকাশেই ফেটে শয়ে শয়ে ছোট বোমায় পরিণত হয়, যা আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে ফাঁকি দিতে পারে। ইজরায়েলের সরকারি সূত্রে খবর, ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় এই হানায় অন্তত দুই জন নিহত হয়েছেন।

ইরানের হামলার পর বিধ্বস্ত এলাকা পরিদর্শনে ইজরায়েলের নিরাপত্তাবাহিনী। বুধবার।

ইরানের বিদেশমন্ত্রী সৈয়দ আব্বাস আরাঘাচি এক সাক্ষাৎকারে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, 'ব্যক্তি বিশেষের মৃত্যুতে ইরানের রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক কাঠামো ভেঙে পড়বে না। আয়াতোল্লা আলি খামেনেইয়ের আত্মত্যাগের পরেও যেমন রাষ্ট্রব্যবস্থা সচল ছিল, লারিজানির প্রয়াণেও তা থমকে যাবে না।' তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছেন, ইরানের নতুন সর্বোচ্চ নেতা মোজতবা খামেনেই এখনই যুদ্ধবিরতির কোনও প্রস্তাব মানতে রাজি নন। বিদেশমন্ত্রীর কথায়, 'ততক্ষণ শান্তি ফিরবে না যতক্ষণ পর্যন্ত আমেরিকা ও ইজরায়েল হাঁটু গেড়ে পরাজয় স্বীকার করছে এবং যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ দিচ্ছে।' পালটা বিবৃতি দিতে দেরি করেনি ইজরায়েলও। সেদেশের সেনাবাহিনীর মুখপাত্র ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এফি ডেফরিন বলেছেন, 'যেখানেই লুকিয়ে থাকুন আমরা ওঁকে (মোজতবা খামেনেই) খুঁজে বের করবই। তারপর হত্যা করব।'

অন্যদিকে, সংঘাতের আঁচ পৌঁছে গিয়েছে বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ জলপথ হরমুজ প্রণালীতেও। ইরান এই জলপথ অবরুদ্ধ করে দেওয়ায় বিশ্বজুড়ে জ্বালানি সংকট তৈরি হয়েছে। এর মোকাবিলায় মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প একতরফাভাবে সামরিক পদক্ষেপের নির্দেশ দিয়েছেন। মার্কিন সেন্ট্রাল কমান্ড জানিয়েছে, ইরানের উপকূলবর্তী ক্ষেপণাস্ত্র ঘাঁটিগুলি গুঁড়িয়ে দিতে ২,২০০ কেজির 'বাংকার বাস্টার' বোমা ব্যবহার করা হয়েছে। ট্রাম্প বলেছেন, 'ন্যাটোর দেশগুলি আমাদের সাহায্য করতে না চেয়ে বড় ভুল করছে। আমরা প্রতি বছর কয়েকশো বিলিয়ন ডলার খরচ করে তাদের রক্ষা করি, অথচ তারা একটা মাইন-সুইপার জাহাজ পাঠাতেও কুণ্ঠিত।' তিনি আরও যোগ করেন, 'ইরান যে ক্ষতি সহ্য করছে তা মেরামত করতে অন্তত ১০ বছর সময় লাগবে।'

- তেল আভিভে ব্যালেস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়ল ইরান
- তেহরান জানিয়েছে, আমেরিকা ও ইজরায়েল হার স্বীকার না করা পর্যন্ত যুদ্ধ চলবে
- মোজতবা খামেনেইকে খুঁজে বের করে হত্যা করার ঘোষণা ইজরায়েলি সেনার
- হরমুজ প্রণালীর অবরোধ সরাতে 'বাংকার বাস্টার' বোমা ফেলল আমেরিকা
- আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি তেলের দাম ৪৫ শতাংশ বেড়েছে
- ইরান হুমকি নয়, দাবি করে ইস্তফা ট্রাম্প প্রশাসনের সন্ত্রাসদমন শাখার প্রধান জোসেফ কেন্টের

চলতি যুদ্ধে ইরান ও লেবানন মিলিয়ে মৃতের সংখ্যা কয়েক হাজার ছাড়িয়েছে। লেবাননের স্বাস্থ্য মন্ত্রকের তথ্য অনুযায়ী, হিজবুল্লার ওপর ইজরায়েলি হামলায় গত কয়েক দিনে ৯০০-র বেশি মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন। গৃহহীন হয়েছেন প্রায় ৮ লক্ষ। মধ্যপ্রাচ্যের এই অস্থিরতায় আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম প্রায় ৪৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে, যা বিশ্বজুড়ে মুদ্রাস্ফীতির আশঙ্কা বাড়িয়ে দিয়েছে। আন্তর্জাতিক এনার্জি এজেন্সি একে সত্তরের দশকের পর ভয়াবহতম তেল সংকট বলে অভিহিত করেছে।

ট্রাম্প প্রশাসনের অন্দরেও এই যুদ্ধ নিয়ে মতভেদ দেখা দিয়েছে। ন্যাশনাল কাউন্টার-টেররিজম সেন্টারের প্রধান জোসেফ কেন্ট পদত্যাগ করেছেন। তাঁর বক্তব্য, 'ইরান আমেরিকার জন্য কোনও তাৎক্ষণিক হুমকি ছিল না।' লারিজানির মতো মধ্যপন্থী নেতার মৃত্যুর পর ইরানের রাশ এখন সম্পূর্ণভাবে কট্টরপন্থীদের হাতে।

লক্ষ্যভেদ

‘লক্ষ্যভেদ’-এর নতুন পর্বে স্বাগতম! শুধু চাকরি খোঁজা নয়, এবার চাকরিদাতা হওয়ার সাহস জোগাতে থাকছে ‘কীভাবে শুরু করবেন নিজের স্টার্টআপ’ নিয়ে বিশেষ প্রতিবেদন। পাশাপাশি, আপনার স্বপ্নজয়ের পথে অনুপ্রেরণা হয়ে থাকছে ‘আমরা পারলে, তুমিও পারবে’ কলামের সফলদের অদম্য লড়াইয়ের গল্প। আত্মবিশ্বাসের ডানায় ভর করে এগিয়ে চলুন।

স্কিল অফ দ্য উইক

ডিজিটাল নেটওয়ার্কিং

একটা সময় ছিল যখন চাকরির খোঁজ মানেই ছিল খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন কাটা আর খামে ভরে বিভিন্ন অফিসে সিভি পাঠানো। কিন্তু ২০২৬-এর এই ডিজিটাল যুগে কর্পোরেট দুনিয়ার নিয়ম বদলে গেছে। এখন কর্পোরেট জগতে একটি কথা খুব প্রচলিত: "Your Network is your Net Worth"—অর্থাৎ, আপনার পেশাদার পরিচিতিই আপনার সবচেয়ে বড় সম্পদ। আর এই পরিচিতি গড়ার সবচেয়ে বড় প্ল্যাটফর্ম হলো লিংকডইন (LinkedIn)।

কেন শিখবেন?

উত্তরবঙ্গের কোনো ছোট শহরে বসেও বেঙ্গালুরু, মুম্বাই বা বিদেশের কোনো বড় কোম্পানির এইচআর বা সিইও-র সাথে সরাসরি যোগাযোগের একমাত্র উপায় এটি। পরিসংখ্যান বলছে, প্রায় ৭০% চাকরি কোনোদিন বিজ্ঞাপনে আসেই না! পরিচিতি বা রেফারেন্সের মাধ্যমে সেই পদগুলো পূরণ হয়ে যায়। একে বলা হয় 'হিডেন জব মার্কেট'। একটি শক্তিশালী লিংকডইন প্রোফাইল আপনাকে এই হিডেন মার্কেটে প্রবেশের চাবিকাঠি দিতে পারে।

কীভাবে শুরু করবেন?

রইল ৩টি স্মার্ট টিপস :

১. প্রোফাইল সাজানো (Optimize Your Profile): শুধু অ্যাকাউন্ট খুললেই হবে না। একটি পেশাদার ছবি (Professional Headshot) দিন। একটি পরিষ্কার 'হেডলাইন' ব্যবহার করুন। যেমন—শুধু "B.A. Student" না লিখে লিখুন, *"Aspiring Digital Marketer | Content Enthusiast | BA 3rd Year" *।

২. সঠিক মানুষের সাথে কানেকশন : শুধু বন্ধুদের অ্যাড না করে আপনার স্বপ্নের কোম্পানিতে যারা কাজ করছেন, তাদের বা বিভিন্ন কোম্পানির রিক্রুটারদের 'কানেকশন রিকোয়েস্ট' পাঠান। রিকোয়েস্ট পাঠানোর সময় একটি ছোট মেসেজ বা 'পার্সোনালাইজড নোট' (Note) লিখে দিন যে আপনি কেন তাঁর সাথে কানেক্ট করতে চান। এতে আপনার গ্রহণযোগ্যতা বাড়বে।

৩. সক্রিয় থাকা : লিংকডইন কোনো ডায়েরি নয় যে শুধু সিভি আপলোড করে ফেলে রাখবেন। নিজের ছোট ছোট প্রোজেক্ট, নতুন কোনো স্কিল শেখার অভিজ্ঞতা বা কোনো সেমিনারে যাওয়ার কথা সেখানে পোস্ট করুন। আপনার ফিল্ডের অভিজ্ঞ মানুষদের পোস্টে অর্থবহ কমেন্ট করুন।

মনে রাখবেন, লিংকডইন ফেসবুক বা ইনস্টাগ্রাম নয়। এখানে পেশাদারিত্বই শেষ কথা। আজই নিজের ডিজিটাল নেটওয়ার্কিং শুরু করুন। সঠিক সময়ে সঠিক মানুষের চোখে পড়ে যাওয়াটা আপনার কেরিয়ারের মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারে।

কামাখ্যাগুড়ি থেকে বিশ্বমঞ্চ: আমার ছন্দে বোনা স্বপ্নের উড়ান

আমরা পারলে তুমিও পারবে

উত্তরবঙ্গের ছোট্ট প্রান্তর কামাখ্যাগুড়ি থেকে নাচের ছন্দে বিশ্বমঞ্চ জয় করার এক অনুপ্রেরণামূলক গল্প শোনালেন প্রখ্যাত কথক শিল্পী সোনালি রায়। সমাজের ধরাবাঁধা নিয়ম আর প্রতিকূলতা পেরিয়ে পণ্ডিত বিরজু মহারাজের সান্নিধ্যে তাঁর এই আন্তর্জাতিক আঙিনায় পৌঁছনোর অদম্য লড়াই আজ নতুন প্রজন্মের দিশারী।

‘এই নাচ-টাচ এত শিখে কী হবে? না হওয়া যাবে ডাক্তার, না ইঞ্জিনিয়ার! আর বিয়ের পর তো ওসব পাট চুকেই যাবে।’

ছোটবেলায় কথাগুলো খুব শুনতাম। আমাদের সমাজের একটা ধরাবাঁধা নিয়ম আছে। পড়াশোনার বাইরে অন্য কিছুকে পেশা হিসেবে বেছে নেওয়ার কথা ভাবলেই চারপাশ থেকে এমন অনেক নিরুৎসাহ করার মতো কথা ধেয়ে আসে। কিন্তু আজ যখন বুদাপেস্ট, দক্ষিণ কোরিয়া বা নিউ ইয়র্কের মঞ্চে দাঁড়িয়ে বিদেশের মাটিতে আমার দেশের ঐতিহ্যবাহী 'কথক' নৃত্যশৈলী তুলে ধরি, আর ভিনদেশি মানুষরা যখন মুগ্ধ হয়ে হাততালি দেন, তখন মনে হয়—সেদিন ওই কথাগুলোতে কান না দিয়ে নিজের স্বপ্নের পথে হেঁটে খুব একটা ভুল করিনি।

আমি সোনালি। আলিপুরদুয়ার জেলার ছোট্ট জায়গা কামাখ্যাগুড়ির এক যৌথ পরিবারে আমার বেড়ে ওঠা। ছোটবেলায় আমি ছিলাম বেশ রুগ্ন, জ্বর আর হাঁপানি লেগেই থাকত। কিন্তু ওই ছোটবেলাতেই আমার প্রথম ভালোবাসা হয়ে দাঁড়ায় নাচ। প্রথাগত তালিম ছাড়াই প্রথমবার মঞ্চে নেচেছিলাম 'বধূ কোন আলো লাগল চোখে' গানে। সবাই খুব প্রশংসা করত। কিন্তু ঘোর কাটল একটা প্রতিযোগিতায় হেরে যাওয়ার পর। বুঝলাম, শুধু হাততালি কুড়োলে হবে না, নাচের ব্যাকরণটা শিখতে হবে। ১৯৯১ সালে অসীমকুমার সরকারের কাছে শুরু হলো আমার প্রথাগত নাচের তালিম।

বাধা এবং ঘুরে দাঁড়ানো

সামনেই যখন মাধ্যমিক, তখন চারপাশের শুভাকাঙ্ক্ষীরা বলতে শুরু করলেন, "এখন নাচ ছাড়তে হবে। দিনরাত এক করে টেস্ট পেপার সলভ করো, নাহলে ভবিষ্যৎ অন্ধকার।"

ঠিক সেই সময় ঢাল হয়ে দাঁড়ালেন আমার বাবা এবং মা। বাবা পেশায় ছিলেন অঙ্কের শিক্ষক। তিনি সাফ জানিয়ে দিলেন, "আমার মেয়ে নাচ ছাড়বে না। সপ্তাহে দু'ঘণ্টা নাচের ক্লাসে গেলে ওর মন ভালো হওয়া ছাড়া কোনো ক্ষতিই হবে না।" মায়ের চোখের আনন্দাশ্রু আর বাবার এই বিশ্বাসটুকুই ছিল আমার এগিয়ে চলার সবচেয়ে বড় সম্বল। স্কুলের গণ্ডি পেরিয়ে শিলিগুড়ি উইমেন্স কলেজে ভর্তি হলাম। সেখানে প্রখ্যাত সন্তোষ কুমারজি মহারাজের কাছে তালিম নিই। এরপর নাচের টানেই চলে আসি কলকাতায়, রবীন্দ্রভারতীতে। সেখান থেকে কথকে স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করি।

সীমানা পেরিয়ে...

২০১৮ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত ভারত সরকারের সিনিয়র ফেলোশিপ নিয়ে আমি

পাড়ি দিই বুদাপেস্টে। সেখানে অমৃতা শেরগিল কালচারাল সেন্টারে ভিনদেশি শিক্ষার্থীদের কথক শিখিয়েছি। এরপর ২০২২ থেকে ২০২৫ সাল পর্যন্ত দক্ষিণ কোরিয়ার স্বামী বিবেকানন্দ কালচারাল সেন্টারে কাজ করার সুযোগ আসে। নিউ ইয়র্কেও আমার নাচের অনুষ্ঠান হয়েছে। বিদেশে বছরের পর বছর কাটিয়েছি, তাদের লোকসংস্কৃতি আপন করে নিয়েছি, কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যও আমার উত্তরবঙ্গের শেকড়কে ভুলিনি।

আমার জীবনের পরবর্তী লক্ষ্য হলো 'ডান্স থেরাপি' এবং ফ্রিকোয়েন্সি কাজে লাগিয়ে মেডিটেশনকে আরও ছড়িয়ে দেওয়া। নিজের একটি নৃত্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তোলার স্বপ্নও দেখি।

আজকের প্রজন্মের যারা উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে বসে শিল্পকলা নিয়ে বড় কিছু করার স্বপ্ন দেখছে, তাদের আমি একটাই কথা বলতে চাই—শর্টকাট খুঁজবে না। এখন অনেকেই রিয়্যালিটি শোতে গিয়ে রাতারাতি বিখ্যাত হওয়ার মধ্যে শিল্পের সার্থকতা খোঁজে। কিন্তু মনে রাখবে, রিয়্যালিটি শোয়ের খ্যাতি ক্ষণস্থায়ী, আর প্রকৃত শিক্ষা চিরস্থায়ী। শিল্পের গভীরে ঢোকার চেষ্টা করো। ধৈর্য রাখো এবং নিজের কাজের প্রতি সৎ থাকো। তুমি যদি তোমার কাজটাকে মন থেকে ভালোবাসো, তবে কামাখ্যাগুড়ির মতো কোনো ছোট জায়গা থেকে শুরু করেও গোটা বিশ্বকে নিজের আঙিনায় নিয়ে আসতে পারবে।

আমি পারলে, বিশ্বাস করো, তুমিও পারবে!

অনুলিখনঃ অনুষ্কা বর্মন

দিল্লি যাত্রা এবং পণ্ডিত বিরজু মহারাজের সান্নিধ্য

আমার জীবনের সবচেয়ে বড় স্বপ্ন ছিল পণ্ডিত বিরজু মহারাজজির কাছে তালিম নেওয়ার। একদিন শুনলাম দিল্লিতে তাঁর প্রতিষ্ঠান 'কলাশ্রম'-এ অডিশন চলছে। বুকভরা আশা নিয়ে পাড়ি দিলাম দিল্লিতে। অডিশনের দিন গুরুজির সামনে যখন পরীক্ষা দিচ্ছি, দেখি তিনি নিজেই আমার নাচের সাথে খোলে সঙ্গত করছেন! আমার তো তখন ঘোরের মতো অবস্থা। অডিশনে নির্বাচিত হলাম ঠিকই, কিন্তু দিল্লির মতো অচেনা শহরে টিকে থাকার লড়াইটা সহজ ছিল না। নিজের খরচ চালাতে একটা বেসরকারি স্কুলে চাকরি নিই। গুরুজি আমার এই লড়াইটা বুঝতেন। তিনি জানতেন আমার মধ্যে নাচের খিদেটা কতটা। তাই একেবারে নিজের মেয়ের মতো বলতেন, "বেটা, আমি জানি তুই অনেক কষ্ট করে নাচের ক্লাসে আসিস। আমার থেকেই রুটি খাবি তুই।" প্রতি পদে তাঁর আশীর্বাদ আমাকে আগলে রেখেছে।

চাকরির খোঁজ নয়, চাকরি দেওয়ার পালা

মফস্বল থেকে কীভাবে শুরু করবেন নিজের 'স্টার্টআপ'?

বছরের পর বছর ধরে আমাদের সমাজে একটি চেনা ছবি দেখা যায়—পড়াশোনা শেষ করেই উত্তরবঙ্গের হাজার হাজার তরুণ-তরুণী পাড়ি দেয় কলকাতা, দিল্লি, বেঙ্গালুরু বা পুনের মতো বড় শহরগুলোতে। উদ্দেশ্য একটাই—একটা ভালো চাকরি। কিন্তু ২০২৬ সালে দাঁড়িয়ে ভারতের অর্থনীতির মানচিত্রটা দ্রুত বদলাচ্ছে। এখন আর শুধু মেট্রো শহরগুলো নয়, বরং দেশের ‘টিয়ার-২, টিয়ার-৩' বা মফস্বল শহরগুলো থেকে উঠে আসছে নতুন যুগের সফল ব্যবসা বা 'স্টার্টআপ' (।

সবাই যদি শুধু চাকরি খোঁজে, তবে চাকরি দেবে কে? এই প্রশ্নটি সামনে রেখেই আজকের তরুণ প্রজন্মের একটি বড় অংশ 'জব সিকার' থেকে 'জব ক্রিয়েটর' বা চাকরিদাতা হওয়ার স্বপ্ন দেখছে। আপনিও যদি গতানুগতিক ৯টা-৫টার চাকরির বাইরে গিয়ে নিজের উদ্যোগে কিছু করতে চান, তবে আপনার নিজের শহর বা গ্রামই হতে পারে সেই স্বপ্নের ল্যাবরেটরি।

উত্তরবঙ্গের তরুণদের জন্য কোন ক্ষেত্রগুলোতে স্টার্টআপের সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি?

১. স্মার্ট এবং ইকো-ট্যুরিজম: উত্তরবঙ্গ মানেই পর্যটনের স্বর্গরাজ্য। কিন্তু শুধু ট্রাভেল এজেন্সি খুলে টিকিট কাটার যুগ শেষ। আপনি এমন কোনো অ্যাপ বা ওয়েবসাইট তৈরি করতে পারেন যা ডুয়ার্স বা পাহাড়ের একেবারে অচেনা, অফবিট হোমস্টে-গুলোর সাথে পর্যটকদের সরাসরি যোগাযোগ করিয়ে দেবে। অথবা, স্থানীয় সংস্কৃতি, খাবার এবং ট্রেকিং নিয়ে 'এক্সপেরিয়েন্স ট্যুরিজম'-এর প্যাকেজ বানাতে পারেন, যার চাহিদা বিদেশি ও কর্পোরেট পর্যটকদের কাছে প্রচুর।

২. কৃষি-প্রযুক্তি ও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ: আমাদের এই অঞ্চলে চা, আনারস, কমলালেবু, এলাচ থেকে শুরু করে নানা রকম কৃষিজ ফসল প্রচুর পরিমাণে হয়। কিন্তু কৃষকরা সঠিক দাম পান না। আপনি কৃষকদের কাছ থেকে সরাসরি

এই পণ্যগুলো কিনে, সুন্দর প্যাকেজিং করে নিজস্ব ব্র্যান্ডের নামে অনলাইনে সারা দেশে বিক্রি করতে পারেন। অর্গানিক বা বিষমুক্ত খাবারের বাজার এখন সবচেয়ে দ্রুত বাড়ছে।

৩. হস্তশিল্প ও স্থানীয় পণ্য: বেতের কাজ, বাঁশের তৈরি আসবাব, কাঠের খোদাই বা স্থানীয় তাঁতের কাজের কদর বিশ্বজুড়ে। স্থানীয় শিল্পীদের সাথে চুক্তি করে তাদের তৈরি পণ্যগুলো ই-কমার্স প্ল্যাটফর্ম (অ্যামাজন, ফ্লিপকার্ট) বা ইনস্টাগ্রামের মাধ্যমে শহরের ক্রেতাদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবসা শুরু করতে পারেন।

কেন উত্তরবঙ্গ বা মফসসল স্টার্টআপের জন্য আদর্শ?

আগে বড় ব্যবসা করতে গেলে বড় শহরে অফিস থাকা বাধ্যতামূলক ছিল। কিন্তু এখন সস্তা ইন্টারনেট, স্মার্টফোন এবং লজিস্টিকস (যেমন কুরিয়ার সার্ভিস)-এর ব্যাপক প্রসারের ফলে শিলিগুড়ি, গঙ্গারামপুর, ইসলামপুর বা কোচবিহারে বসেও সারা দেশের কাস্টমারদের কাছে পণ্য বা সেবা পৌঁছে দেওয়া সম্ভব। উপরন্তু, মফসসলে জীবনযাত্রার খরচ এবং অফিস ভাড়ার খরচ বড় শহরের তুলনায় অনেক কম, যা নতুন উদ্যোক্তাদের জন্য একটা বড় সুবিধা।

কীভাবে শুরু করবেন আপনার স্টার্টআপ যাত্রা?

সমস্যা খুঁজুন: চারপাশে তাকান। দেখুন সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনে কোন কাজটা করতে সবচেয়ে বেশি অসুবিধা হচ্ছে। আপনার স্টার্টআপ যেন সেই সমস্যার একটি সহজ ও সস্তা সমাধান হয়।

ছোট করে শুরু করুন: প্রথমেই বড় অ্যাপ বা অফিস বানানোর দরকার নেই। খুব সামান্য পুঁজিতে একটি বেসিক মডেল বা হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে ব্যবসা শুরু করে দেখুন মানুষের সাড়া কেমন।

সরকারি সাহায্য ও রেজিস্ট্রেশন: ব্যবসা একটু দাঁড়ালে ভারত সরকারের 'MSME Udyam' পোর্টালে বিনামূল্যে রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন। এতে সরকারি স্বীকৃতি মিলবে। মূলধনের প্রয়োজন হলে 'মুদ্রা লোন' (MUDRA Yojana) বা 'স্টার্টআপ ইন্ডিয়া' (Startup India) স্কিমের আওতায় সহজ শর্তে ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ পেতে পারেন।

নিজের ব্যবসা শুরু করার পথটি মোটেই মসৃণ নয়। প্রথম দিকে অনেক ব্যর্থতা আসতে পারে, রাত জেগে কাজ করতে হতে পারে। মাস শেষে নির্দিষ্ট বেতনের নিশ্চয়তাও এখানে নেই। কিন্তু নিজের হাতে একটু একটু করে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার যে আনন্দ, এবং নিজের এলাকার আরও দশজন বেকার যুবককে চাকরি দেওয়ার যে তৃপ্তি—তার কোনো তুলনা হয় না। সাহস করে প্রথম পা-টা ফেলুন, হয়তো আগামী দিনের কোনো বড় ব্র্যান্ডের জন্ম হতে চলেছে আপনারই হাত ধরে।

সাধারণ ব্যবসা বনাম স্টার্টআপ

পাড়ার মোড়ে একটা কাপড়ের দোকান দেওয়া আর স্টার্টআপের মধ্যে তফাত কী? তফাত হলো ব্যাপকতায়। একটি সাধারণ ব্যবসা একটি নির্দিষ্ট এলাকার মানুষের চাহিদা মেটায়। কিন্তু একটি স্টার্টআপ এমন কোনো সমস্যার সমাধান করে যা প্রযুক্তির সাহায্যে খুব দ্রুত দেশের হাজার হাজার মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায়।

এক্সপার্ট কর্নার

রাকেশ সরকার, কোচবিহার: আমি এ বছর বি.কম তৃতীয় বর্ষে পড়ছি চারদিকে শুনছি এআই নাকি আগামী কয়েক বছরের মধ্যে অ্যাকাউন্টিং এবং ডেটা এন্ট্রির সব কাজ কেড়ে নেবে। আমার কি এখন লাইন পরিবর্তন করা উচিত?

উত্তর: তোমার দুশ্চিন্তা অমূলক নয়, তবে লাইন পরিবর্তন করার প্রয়োজন নেই।এমন নয় যে এআই নিজে থেকেই সব কাজ করে ফেলবে। এআই তোমার চাকরি কাড়বে না, কিন্তু যে অ্যাকাউন্ট্যান্ট এআই ব্যবহার করতে জানে, সে তোমার চাকরি নিয়ে নিতে পারে। তাই অ্যাকাউন্টিংয়ের পাশাপাশি আধুনিক স্কিলগুলো শিখে নাও। ট্যালি বা এক্সেলের অ্যাডভান্সড ফর্মুলার সাথে কীভাবে এআই টুল ব্যবহার করে দ্রুত ফিন্যান্সিয়াল রিপোর্ট বানানো যায়, সেটা শেখো। এর পাশাপাশি 'ডেটা অ্যানালিটিক্স'-এর বেসিক কোর্স করে রাখলে চাকরির বাজারে তোমার চাহিদা উল্টে বেড়ে যাবে।

তানিশা সেন, মালদহ: আমি সদ্য গ্র্যাজুয়েশন শেষ করেছি। আমার লক্ষ্য ডব্লিউবিসিএস অফিসার হওয়া। কিন্তু আমার পরিবারের আর্থিক অবস্থা খুব একটা ভালো নয়। আমার কি এখন একটা প্রাইভেট চাকরিতে ঢুকে পড়া উচিত, নাকি বাড়িতে বসে শুধু পরীক্ষার প্রস্তুতি নেওয়া উচিত?

উত্তর: পরিবারের আর্থিক প্রয়োজন থাকলে কোনোভাবেই সেটাকে অবহেলা করা ঠিক নয়। তুমি একটি প্রাইভেট চাকরি বা টিউশন শুরু করতে পারো, যা তোমাকে আর্থিকভাবে স্বাধীন করবে এবং মানসিক চাপ কমাবে। চাকরির পাশাপাশি প্রতিদিন নিয়ম করে ৪-৫ ঘণ্টা ডব্লিউবিসিএস-এর জন্য পড়াশোনা করা কঠিন হলেও অসম্ভব নয়। ছুটির দিনগুলো প্রস্তুতির জন্য কাজে লাগাও। আর্থিক স্বাধীনতা তোমার আত্মবিশ্বাস বাড়াবে, যা লম্বা রেসের প্রস্তুতির জন্য খুব জরুরি।

শৌভিক দাস, বালুরঘাট: পড়াশোনার ফাঁকে নিজের হাতখরচ চালানোর জন্য আমি ফ্রিল্যান্সিং করতে চাই। কিন্তু বুঝতে পারছি না ঠিক কোন কাজটা শিখলে সহজে কাজ পাওয়া যাবে।

উত্তর: ফ্রিল্যান্সিংয়ে এখন সবচেয়ে বেশি চাহিদা রয়েছে এমন তিনটি স্কিল হলো—১. ভিডিও এডিটিং (ইউটিউব বা রিলস-এর জন্য), ২. সোশ্যাল মিডিয়া ম্যানেজমেন্ট এবং ৩. গ্রাফিক ডিজাইন। এর মধ্যে যেকোনো একটি বিষয় বেছে নিয়ে ইউটিউব থেকে বিনা খরচে কাজটা শিখে নাও। এরপর নিজের কিছু 'স্যাম্পল ওয়ার্ক' তৈরি করে আপওয়ার্ক (Upwork), ফাইভার (Fiverr) বা লিঙ্কডইনে ক্লায়েন্ট খোঁজা শুরু করো। শুরুতে টাকার অঙ্ক না দেখে কাজের অভিজ্ঞতা বাড়ানোর দিকে ফোকাস করবে।

আপনার মনেও কি কেরিয়ার নিয়ে কোনো প্রশ্ন আছে? লিখে পাঠান আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে (৯০৬৪৮৪৯০৯৬) বা ইমেল করুন:
ubscareeroption@gmail.com

ছোট্ট তারা

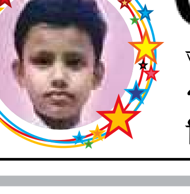

তৃতীয় শ্রেণির পড়ুয়া আয়ুষ দাস লেখাপড়ার পাশাপাশি ছবি আঁকাতেও সমান আগ্রহী। শিলিগুড়ি নেতাজি বয়েজ প্রাথমিকের ছাত্র সে।

দুর্গন্ধে নাভিশ্বাস দুই বাজারে

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ১৮ মার্চ : রথখোলা-রবীন্দ্রনগর মাছ বাজারে ঢুকতে গিয়ে এক ধাক্কায় দশ পা পিছিয়ে গেলেন অনিন্দিতা দাম। ধাক্কাটা ছিল দুর্গন্ধের। আর এই দুর্গন্ধ এতটাই তীব্র যে, বাজার সংলগ্ন রাস্তা দিয়ে হাঁটতে গেলেও পথচারীদের নাকে রুমাল চাপা দিতে হচ্ছে। দুর্গন্ধে ক্রেতাদের পাশাপাশি অতিষ্ঠ বিক্রেতারাও। দিনের পর দিন মাছ বাজারের আবর্জনা পরিষ্কার করা হয় না বলে অভিযোগ। বাধ্য হয়ে ব্যবসায়ীরা বাজারের আবর্জনা জড়ো করে পাশের ফুলেশ্বরী নদীতে ফেলেন। শিলিগুড়ির অন্যতম পুরোনো ও গুরুত্বপূর্ণ এই বাজারে কোনও শৌচালয় নেই।

আবর্জনা জমার কারণ হিসেবে শিলিগুড়ি পুরনিগমের গাফিলতিকে দুষছেন ব্যবসায়ীরা। বাজারের ব্যবসায়ী হারু ঘোষ জানালেন, কয়েকমাস আগে পুরনিগম ডাস্টবিন দিয়েছিল। তবে তা পরিষ্কার না হওয়ায় জমে থাকা পচা আবর্জনা থেকে আরও বেশি দুর্গন্ধ ছড়াতে শুরু করায় ডাস্টবিনে আবর্জনা ফেলা বন্ধ করে দেন ব্যবসায়ীরা।

দীর্ঘ ৪০ বছর ধরে এই বাজারে ব্যবসা করছেন রতন দাস। তিনি বলেন, 'বাজারে শৌচালয় নেই। ক্রেতা, বিক্রেতা সকলের অসুবিধা হয়। নিজের দোকানে বসতে বিরক্তি লাগে।' জলেরও সুবন্দোবস্ত নেই বলে তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

বাজারে দেখা হল রথখোলার বাসিন্দা শিখা দাসের সঙ্গে। তাঁর কথায়, 'বাড়ির কাছে হওয়ায় এই বাজারে মাছ কিনতে আসি। কিন্তু দুর্গন্ধে টেকা যায় না।'

বাজারের সম্পাদক গৌর ভদ্র জানান, বেশ কয়েকমাস আগে শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব বাজারে এসেছিলেন। তাঁর সঙ্গে নতুন বাজার নিয়ে ফের আলোচনা হয়।

ঘোগোমালি বাজার (উপরে) ও রথখোলা-রবীন্দ্রনগর মাছ বাজার। বুধবার।

সেখানকার কাজ শেষ হলে বর্তমান বাজারটি স্থানান্তরিত করা হবে।

ততদিন ভোগান্তি চলছে, চলবেই।

রথখোলা-রবীন্দ্রনগরের পাশাপাশি ঘোগোমালি নেতাজি বাজারেও প্রায় একই ছবি। ওই বাজারের ব্যবসায়ী সঞ্জয় দাস জানালেন, গোটা বাজারে একটিমাত্র টাইমকল। তাতেও সবসময় পর্যাপ্ত জল আসে না। একটি কুয়ো রয়েছে বটে, তবে সংস্কারের অভাবে সেটিও ব্যবহারের অযোগ্য। এই বাজারে কয়েকটি ডাস্টবিন দেওয়া হলেও তা নিয়মিত পরিষ্কার হয় না। ফলে মশা-মাছি ও দুর্গন্ধ সমানতালে বাড়ছে। এতদিন শৌচাগার না থাকলেও, সম্প্রতি তার নির্মাণকাজ শুরু হয়েছে বলে তিনি জানান। নেতাজি বাজারের নিয়মিত ক্রেতা অসীম সূত্রধরের কথায়, 'এটি বড় বাজার। তাই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দিকে আরও গুরুত্ব দিয়ে নজর দেওয়া উচিত। ক্রেতা হিসেবে আমরা সাময়িক অসুবিধা সহ্য করলেও, যাঁরা সারাদিন এখানে বসে ব্যবসা করছেন, তাঁদের স্বাস্থ্যের বিষয়টি প্রশাসনের মাথায় রাখা দরকার।'

বাজারের সম্পাদক নিতাই সাহার দাবি, আবর্জনা পরিষ্কার করা হয়। সঙ্গে তিনি এ-ও বলেন, 'নিয়মিত ব্লিচিং ছড়ানোর ক্ষেত্রে খামতি থেকে যাচ্ছে। বাজার কমিটির উদ্যোগে নতুন শৌচাগার তৈরির কাজ চলছে।' এদিকে, শহরের এই দুই গুরুত্বপূর্ণ বাজারের বেহাল দশা নিয়ে শিলিগুড়ি পুরনিগমের বাজার বিভাগের মেয়র পারিষদ রামভজন মাহাতো কিছুই জানেন না। তিনি খোঁজ নিয়ে পদক্ষেপ করার আশ্বাস দিয়েছেন। শিলিগুড়ির বিদায়ি বিধায়ক শংকর ঘোষ বলেন, 'আমি যখনই কোনও কাজে বাজারে গিয়েছি, এই সমস্যাগুলোর কথা জানতে পারিনি। তবে বাজার কমিটি এবং প্রশাসনের উদ্যোগ নিয়ে এই সমস্যাগুলির সমাধান করা উচিত। পুরনিগমের সদিচ্ছার অভাব রয়েছে, ওদের যথেষ্ট কর্মী নেই তাই এই সমস্যাগুলো রয়ে গিয়েছে।'

রথখোলা ও রবীন্দ্রনগর মাছ বাজার

- পুরনিগমের দেওয়া ডাস্টবিন পরিষ্কার না হওয়ায় ব্যবসায়ীরা সেখানে আবর্জনা ফেলা বন্ধ করেছেন
- এখন ফুলেশ্বরী নদীতে আবর্জনা ফেলতে বাধ্য হচ্ছেন ব্যবসায়ীরা
- বাজারে শৌচালয় নেই, সঙ্গে জলের সুব্যবস্থা না থাকায় সমস্যা বাড়ছে

ঘোগোমালি নেতাজি বাজার

- ডাস্টবিন দেওয়া হলেও তা নিয়মিত পরিষ্কার হয় না, মশামাছির সঙ্গে দুর্গন্ধ সমানতালে বাড়ছে
- গোটা বাজারে একটিমাত্র টাইমকল, কুয়োটি সংস্কারের অভাবে ব্যবহারের অযোগ্য
- শৌচাগার না থাকলেও, সম্প্রতি কাজ শুরু হয়েছে

ইদের ভোজে রসনা তৃপ্তি

ইদ উপলক্ষ্যে যেমন জমিয়ে কেনাকাটা চলছে তেমনি ইদের দিন কার বাড়িতে কী রান্না হবে তাও প্রায় ঠিক হয়ে গিয়েছে। ইদের সকাল শুরু হয় সেমাই, শীর খুরমা, ফিরনি সহ নানারকমের মিষ্টি খাবার দিয়ে। দুপুর ও রাতের খাবারে থাকে নানা ধরনের কাবাব, বিরিয়ানি, চিকেন রেজালা, মাটন সহ অনেককিছু। এবছর ইদে আমন্ত্রিত অতিথিদের কী কী খাবার পরিবেশন করার পরিকল্পনা রয়েছে, খোঁজ নিলেন প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস।

ডেজার্টে কুনাফা

ইদের ভোজ মানেই বিরিয়ানি, পোলাও, সেমাই। তবে এবছর মেনুতে নতুন কিছু রাখতে চাইছেন অনেকে। ভেনাস মোড়ের বাসিন্দা আশিয়া খাতুনের বাড়িতে এবছর ইদ উপলক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের রান্না হবে। তবে এবছর ডেজার্টে কুনাফা তৈরির পরিকল্পনা রয়েছে তাঁর। যদিও এর আগে কখনও তিনি কুনাফা তৈরি করেননি। তিনি জানান, এটি আফগানিস্তানের একটি রেসিপি। তবে, বর্তমানে ভারতেও এই খাবারটি খুব জনপ্রিয়।

পরিবেশনের আগে

আইসক্রিমের মতো স্কুপ করে তুলে পরিবেশন করা হয় এই কুনাফা। কীভাবে কুনাফা বানাতে হবে সেই রেসিপিও জানিয়েছেন আশিয়া। প্রথমে সেমাইকে ঘি দিয়ে ভেজে

নিতে হবে। এরপর বাটারমিল্ক ভালো করে জ্বাল দিয়ে তাতে দিতে হবে কাস্টার্ড। তার মধ্যে ক্যাওড়া, চিনি ও কেশর দিতে হবে। এরপর ঘি-এ ভেজে নিতে হবে ড্রাই ফ্রুটস। সব হয়ে গেলে একটি বড় কাচের পাত্রে প্রথমে ভাজা সেমাই রেখে তার ওপর দিতে হবে কাস্টার্ড। এর ওপর ছড়িয়ে দেওয়া হবে ভেজে রাখা ড্রাই ফ্রুটস। এভাবেই স্তরে স্তরে এই উপকরণগুলি দিতে হবে। সবশেষে একটু ভাজা সেমাই ও কাঠবাদাম ছড়িয়ে দিলেই তৈরি কুনাফা। শিলিগুড়িতে এই কুনাফা খুব একটা পাওয়া যায় না। তাই এবারের ইদের ভোজে অতিথিদের এই খাবারটি পরিবেশন করতে চান আশিয়া।

শামি কাবাব

আশরফনগরের রুকসানা খাতুনের বাড়িতেও চলছে ইদের প্রস্তুতি। ইদের দিন নিমন্ত্রিতদের জন্য বিভিন্ন রকমের খাবার বানাবেন রুকসানা। ইদ উপলক্ষ্যে বাড়িতে নিজের বান্ধবীদের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন তিনি। সকলকে সন্ধেবেলার স্ন্যাক্সে নিজে হাতে কিছু বানিয়ে খাওয়াতে চান তিনি। রুকসানার ইচ্ছে সকলকে নিজে হাতে শামি কাবাব বানিয়ে খাওয়ানোর।

তিনি জানান, ইদের দিন সকালে উঠে প্রথমে ছোলার

ডাল ভিজিয়ে রাখবেন। এরপর হাড়ছাড়া মাংস, ভেজানো ডাল, আদা-রসুন বাটা, লংকা, গরম মশলা একসঙ্গে নিয়ে সেদ্ধ করে নেবেন। সবকিছু সেদ্ধ হয়ে গেলে গরম মশলা দিয়ে সেগুলিকে ব্লেন্ড করে নেবেন। এরপর ওই মিশ্রণের সঙ্গে ডিম, পেঁয়াজ কুচি, ধনেপাতা কুচি, লংকা কুচি, লবণ মিশিয়ে কাবারের মতো গোল আকার দেবেন। ব্যাস এরপর অল্প তেলে ভালো করে কাবাবগুলি ভেজে নিয়ে ধনেপাতার চাটনির সঙ্গে আমন্ত্রিতদের পরিবেশন করবেন রুকসানা।

মাটন বিরিয়ানি

ইদ মানেই একে অপরের বাড়িতে যাওয়া। সেইসঙ্গে জমিয়ে খাওয়াদাওয়া। ভেনাস মোড় এলাকার শাহনওয়াজ হুসেন বলছিলেন, ইদের দিনে সচরাচর বাইরে ঘুরতে যাওয়া হয় না। সবাইকে বাড়িতে নিমন্ত্রণ জানানো হয়। সেখানে সবাই মিলে একসঙ্গে খাওয়াদাওয়া ও আনন্দ হয়। ইদ উপলক্ষ্যে তাঁর বাড়িতে চিকেন কাবাব, মাটন বিরিয়ানি, পুরি, সেমাই এসব তৈরি হয়।

রাস্তার মাঝের রেলিং থেকে খুলে নেওয়া হচ্ছে দলীয় পতাকা ও ব্যানার। হিলকার্ট রোডে বুধবার। ছবি : সূত্রধর

ভোটের আগে অস্ত্র উদ্ধার

শিলিগুড়ি, ১৮ মার্চ : ২৪ ঘণ্টার মধ্যে শিলিগুড়ি শহরের দুই প্রান্ত থেকে আগ্নেয়াস্ত্র সহ ৩ জনকে গ্রেপ্তার করল শিলিগুড়ি এবং এনজেপি থানার পুলিশ। ধৃতদের কাছ থেকে দুটি আগ্নেয়াস্ত্র সহ ৩ রাউন্ড তাজা কার্তুজ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ভোটের আগে এই ঘটনায় উদ্বিগ্ন শহরবাসী।

বুধবার সন্ধ্যায় পুরনিগমের ১০ নম্বর ওয়ার্ডের সূর্য সেন পার্কের পেছনের রাস্তায় শিলিগুড়ি থানার সাদা পোশাকের পুলিশ এবং এসওজি-র যৌথ অভিযানে রকি রায় নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃত পূর্ব বর্ধমানের বাসিন্দা। আগ্নেয়াস্ত্র সহ ওই ব্যক্তি এলাকায় ঘোরাঘুরি করছিলেন। খবর পেয়ে অভিযান চালায় পুলিশ। তল্লাশি করতেই আগ্নেয়াস্ত্র সহ দুটি কার্তুজ উদ্ধার করা হয়। প্রাথমিক অনুমান, আগ্নেয়াস্ত্র হাতবদল করতে বর্ধমান থেকে শিলিগুড়িতে এসেছিলেন তিনি। এদিকে, তল্লাশির সময় পুলিশের সঙ্গে কিছুটা ধস্তাধস্তি করেন রকি। ধৃতকে বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হবে।

এদিকে, মঙ্গলবার ফুলবাড়ির ছোবাভিটা এলাকা থেকে একটি আগ্নেয়াস্ত্র ও এক রাউন্ড কার্তুজ সহ রাজীব দত্ত এবং সনৎ বর্মন নামে দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে এনজেপি থানার পুলিশ। অভিযোগ, দেশি আগ্নেয়াস্ত্র বিক্রির উদ্দেশ্যে ওই দুজন ছোবাভিটায় এসেছিলেন। খবর পেয়ে আগেই সেখানে ফাঁদ পাতে পুলিশ। তবে অবস্থা বেগতিক বুঝে দুজন পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। তার আগেই তাঁদের ধরে ফেলে পুলিশ। তদন্তে জানা গিয়েছে, বিহার থেকে ওই আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে আসা হয়েছিল। ধৃতদের বুধবার জলপাইগুড়ি আদালতে পেশ করা হলে তাঁদের ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ঘোলা জলে ভোগান্তি

শিলিগুড়ি, ১৮ মার্চ : পুরনিগমের জল সরবরাহের পাইপ দিয়ে বেরোচ্ছে ঘোলা জল। বুধবার সকালে শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৩, ৪, ৫, ৭, ২৩ নম্বর ওয়ার্ড সহ একাধিক এলাকায় এই সমস্যা দেখা গিয়েছে। অভিযোগ, প্রথমে কিছুক্ষণ পরিষ্কার জল পাওয়া গেলেও পরে ঘোলা জল বের হতে থাকে। কয়েকদিনের পানীয় জলের সংকটের পর এদিন সকাল থেকে ফের পাইপে জল আসছে, তাই সেই সব ওয়ার্ডগুলিতে পুরনিগমের পক্ষ থেকে জলের ট্যাংক পাঠানো হয়নি।

গজলডোবায় তিস্তা ক্যানালের কাছে বাঁধে সমস্যা হওয়ায় কাজ করছে ব্যারেজ কর্তৃপক্ষ। সেই কারণে ক্যানালের জল শুকিয়ে গিয়ে ইনটেক ওয়েলে জল আসা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। ফলে শিলিগুড়িতে পানীয় জলের সংকট দেখা দিয়েছিল। যদিও এখন পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে বলে জানিয়েছেন শিলিগুড়ি পুরনিগমের পানীয় জল সরবরাহ বিভাগের মেয়র পারিষদ দুলাল দত্ত। তাঁর বক্তব্য, 'তিস্তা ব্যারেজ কর্তৃপক্ষ মঙ্গলবার রাতে জল ছেড়েছিল। রাতে ইনটেক ওয়েলে সেই জল সংগ্রহ করে আমরা বুধবার সকালে সরবরাহ করেছি।' জানা গিয়েছে, রাতে একবার করে জল ছাড়বে ব্যারেজ কর্তৃপক্ষ। আবার সকালে লকগেট বন্ধ করে দেওয়া হবে। যতদিন না পর্যন্ত কাজ শেষ হচ্ছে ততদিন এভাবেই চলবে।

৪ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা আরতি দেবী জানান, কয়েকদিন ধরে ঠিকমতো জল পাচ্ছেন না। বুধবার জল এলেও তার মধ্যে ঘোলাটে ভাব ছিল। ওই জল পানের উপযুক্ত ছিল না। অশোকনগরের বাসিন্দা সোমা দত্ত মজুমদার বলেন, 'এদিন সকালে জল এলেও তা ঘোলাটে ছিল। ওই জল খেতে পারিনি। বাধ্য হয়ে বাইরে থেকে পানীয় জল কিনে এনেছি।'

প্রবীণদের সামনে রেখে প্রচারে শরদিন্দু

শিলিগুড়ি, ১৮ মার্চ : দলের সাংগঠনিক শক্তি বাড়াতে এবং সাধারণ মানুষের সঙ্গে জনসংযোগ স্থাপনে প্রবীণ নেতৃত্বকে সামনের সারিতে রেখে প্রচার চালাচ্ছেন বাম প্রার্থী শরদিন্দু চক্রবর্তী। বুধবার শিলিগুড়ি পুরনিগমের ২৪ নম্বর ওয়ার্ডে নির্বাচনি কার্যালয় উদ্বোধনও নিজে না করে অশোক ভট্টাচার্যকে দিয়ে করিয়েছেন। এছাড়া এলাকায় প্রচার, মিছিলেও এগিয়ে দিচ্ছেন প্রবীণ নেতৃত্বকে। প্রচার কৌশল ঠিক না থাকলে যে মাটি শক্ত করা যাবে না, তা ভালোভাবেই বুঝেছেন পুরনিগমের ২৯ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার শরদিন্দু চক্রবর্তী।

এদিন সকালে ফুলেশ্বরী বাজারে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলেন তিনি। সেখানেও সামনের সারিতে ছিলেন এলাকার প্রবীণ বাম কর্মী নন্দলাল ভট্টচার্য। বিকেলে ২৪ নম্বর ওয়ার্ডে নির্বাচনি কার্যালয় উদ্বোধনের পর মিছিলে সামনে রাখেন অমরেশচন্দ্র চক্রবর্তী, সদাব্রত করের মতো প্রবীণ বাম কর্মীদের। সন্ধ্যায় পুরনিগমের ২৮ নম্বর ওয়ার্ডের মাতঙ্গিনী কলোনির বস্তিবাসীদের সঙ্গে স্থানীয় সমস্যা নিয়ে কথা বলেন শরদিন্দু। সেখানে তাঁর পাশে দেখা গিয়েছে দলের প্রবীণ সদস্যা বাবলি খাতুন, ফুলিন্দার পাসওয়ানকে। নির্বাচনের আগে নবীন ও প্রবীণদের মেলবন্ধন ঘটাতে যে এই কৌশল নিয়েছেন শরদিন্দু।

এদিন সকাল থেকেই বিকাশনগরে জনসংযোগ করেন ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভার সিপিএম প্রার্থী দিলীপ সিং। ডাবগ্রাম-২ পঞ্চায়েত এলাকার চয়নপাড়ায় প্রচার সারেন বিকেলে।

একাধিক দল জড়িত এটিএম জালিয়াতিতে

শিলিগুড়ি, ১৮ মার্চ : এটিএম জালিয়াতির ঘটনায় সন্দেহভাজন ৪ তরুণকে গ্রেপ্তার করে জিজ্ঞাসাবাদ চালাতেই চাঞ্চল্যকর তথ্য পেল শিলিগুড়ি থানার পুলিশ। তদন্তকারীরা জানতে পেরেছেন, জালিয়াতদের মধ্যে কাজ ভাগ করা থাকত। যে যাঁর ভূমিকা পালন করতেন। এভাবে সুশৃঙ্খল পদ্ধতিতে দেশজুড়ে চলত তাঁদের চক্র।

তদন্তকারীরা জানিয়েছেন, এটিএম জালিয়াতি গ্যাংয়ের একাধিক দল রয়েছে। তাদের ভিন্ন ভিন্ন কাজ। একটি দল চুরির পর কার্ডগুলো এই তরুণদের হাতে তুলে দেওয়ার পাশাপাশি আলাদা ব্যাংক অ্যাকাউন্টের নম্বরও দিত। দেওয়া হত প্রতিটি এটিএম কার্ডের পিন নম্বর। এটিএম কার্ডের মাধ্যমে তোলা টাকা, তাঁদের দেওয়া ওই অ্যাকাউন্টে অনলাইনে পাঠাতেন ধৃত ৪ তরুণ। এঁদের কাজ ছিল শুধুমাত্র টাকা তুলে নির্দিষ্ট অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার করা। যদিও প্রশ্ন উঠছে, এটিএম কার্ডগুলোর পিন নম্বর প্রথম দলের সদস্যরা পেতেন কোথা থেকে? কীভাবেই বা একের পর এক এটিএম কার্ড চুরি করেছিল ওই দলটি? এই প্রশ্নের উত্তর ওই দলের দুষ্কৃতীদের না ধরতে পারলে পাওয়া কার্যত অসম্ভব।

বুধবার ধৃত ওই ৪ তরুণকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হয়। তাঁদের ৫ দিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক। তদন্তকারীরা আগেই জানতে পেরেছিলেন, ওই ৪ জনের কাছ থেকে উদ্ধার হওয়া প্রত্যেকটি এটিএম কার্ডই চুরি করা। প্রকৃত মালিকদের নাম যাতে সহজে বোঝা না যায়, তা নিশ্চিত করতে কার্ডের ওপর থেকে নাম ঘষে তুলে দেওয়া হত বলে অভিযোগ।

পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতরা বিহারের চম্পারনের বাসিন্দা। ৫ দিন আগে শিলিগুড়িতে এসেছিলেন তাঁরা। তবে পুলিশের নজর থেকে বাঁচতে তাঁরা একাধিকবার জায়গা বদল করেন। সহজে যাতে কারও নজরে পড়তে না হয়, তার জন্য ধৃতরা অভিনব কৌশল নিয়েছিলেন। জানা গিয়েছে, ধৃতরা একবার কোনও হোটেলে ঢোকার পর বারবার যাতায়াত করতেন না। কোথাও অপারেশন চালিয়ে একবারে হোটেলে ঢুকে পড়তেন। তারপর একবারে বেরিয়ে যেতেন হোটেল ছেড়ে। জিজ্ঞাসাবাদে ধৃত রিজওয়ান আলম, আজাদ আলম, মহম্মদ ইমরান এবং শের মহম্মদ জানিয়েছেন, তাঁরা সারা ভারতেই এই কায়দায় অপারেশন চালিয়েছেন। শিলিগুড়িতে এসে এই কৌশল বুমেরাং হয়। প্রশ্ন উঠছে, সারা ভারতে এই ৪ জন অপারেশন চালালেও তাঁদের এটিএম কার্ড জোগান দিতেন কারা? তাহলে কি এটিএম কার্ড জোগান দেওয়ার জন্য দেশজুড়ে আলাদা কোনও নেটওয়ার্ক তৈরি হয়েছে? যদি তাই হয় তবে এই নেটওয়ার্কে কারা রয়েছেন? খোঁজ পেতে তদন্ত চালাচ্ছে পুলিশ।

'কাস্তে হাতুড়ি তারা'-য় রংয়ের প্রলেপ

শিলিগুড়ি, ১৮ মার্চ : শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৫ নম্বর ওয়ার্ডের আইস ফ্যাক্টরি রোডে সিপিএমের দেওয়াল লিখন মুছে ফেলার অভিযোগ। বুধবার বিষয়টি নিয়ে ওই এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়।

মাসখানেক আগের কথা। তখনও বিধানসভা ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণা হয়নি। তবে ভোটের কথা ভেবে রংতুলিতে দেওয়ালে 'কাস্তে হাতুড়ি তারা' ফুটিয়ে তুলেছিলেন সিপিএম কর্মীরা। শুধু প্রার্থীর নাম লেখা বাকি ছিল। বামফ্রন্ট সোমবার প্রার্থীতালিকা প্রকাশ করেছে। শিলিগুড়ির টিকিট পেয়েছেন শরদিন্দু চক্রবর্তী। এবার যখন দেওয়াল লিখনের ওই শূন্যতায় প্রার্থীর নামটা বড় বড় করে লিখবেন বলে ভাবছিলেন সিপিএম কর্মীরা, ততক্ষণে কে বা কারা যেন গোটা দেওয়াল লিখনটাই 'ভ্যানিশ' করে দিল সাদা রংয়ের প্রলেপে। এই ঘটনায় তৃণমূল কংগ্রেসের দিকে আঙুল তুলেছে লাল পার্টি। সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করে কোনও 'অপ্রকৃতিস্থ' ব্যক্তির কাজ বলে দায় এড়িয়েছে শাসকদল।

সিপিএমের ওই এলাকার এরিয়া কমিটির সম্পাদক সৌরভ সরকার বলেন, 'শহরে এধরনের সংস্কৃতি ছিল না। তৃণমূল এই সংস্কৃতি আমদানি করছে।' তিনি নির্বাচন কমিশনে নালিশ জানানোর হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। ৫ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল সভাপতি রাজকুমার রায়ের দাবি, 'কেউ অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় এই কাণ্ড ঘটিয়েছে। তবে আমরা এই ঘটনার বিরোধিতা করছি। আমি এই ধরনের রাজনীতি পছন্দ করি না। তারা চাইলে ফের এই দেওয়ালে লিখতে পারে।'

গল্প বোনে ৬৪ বসন্তে মোড়া দাম্পত্য

বিচ্ছেদের ভিড়েও কিছু মানুষ উদাহরণ গড়েন অবিচ্ছেদ্য দাম্পত্যের। সেই গড়ার পথ নানা সময় ভারী হয় নানা প্রতিবন্ধকতায়। তবুও তা উপড়ে ফেলে কেউ হেঁটে চলেন চিরন্তনের দিকে। যেখানে শোনা যায় জীবনের শেষমুহূর্তেও পরস্পরের পাশে থাকার অনুরণন।

হৃদয়পুর থেকে

প্রবীণ সেই বসন্তের খোঁজে

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ১৮ মার্চ : 'সময়ের সঙ্গে শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়া, একে অপরকে সম্মান করা, দোষারোপ না করে পাশে থাকা এবং যে কোনও বিবাদ রাতে ঘুমানোর আগেই কথা বলে মিটিয়ে ফেলার অভ্যাসই সুখী দাম্পত্যের চাবিকাঠি', বলছিলেন বিমলেন্দু দাম ও প্রতিমা দাম। বলতে বলতে বিয়ের ৬৪ বসন্ত পেরোনো এই দম্পতির মুখে ফুটে উঠছিল এক পরিতৃপ্তি। সেখানে ভিড় জমছিল একে অপরের প্রতি অভিযোগবিহীন ভালোবাসা ও সম্মানের। জীবনসঙ্গী মনের মতো হলে যে জীবনের অনেক বাধা অতিক্রম করা সহজ হয় তা দুজনের কথাতেই স্পষ্ট। পছন্দের খাবার থেকে একে অপরের ওষুধের সময় বলে দেওয়া সবকাজেই এখন দুজনই দুজনের সম্বল।

শরীর এখন আর আগের মতো ভালো থাকে না ৯৪ বছর বয়সের বিমলেন্দু দামের। দেশবন্ধুপাড়ার বিমলেন্দুর এখন সময় কাটে ঘরেই। বয়সজনিত কারণে বাড়িতে বসে স্ত্রীর সঙ্গে গল্পে, গানে, আড্ডায় দিন কাটছে তাঁর। তবে সারাদিন ঘরে থাকলেও কোনওরকম একঘেয়েমি নেই ভ্রমণপাগল এই মানুষটির মধ্যে। কেন্দ্রীয় আবগারি দপ্তরের কর্মী ছিলেন বিমলেন্দু। হেসে বলেন, 'এখন শুধু সুখস্মৃতির জাবরকাটা। স্ত্রীর সঙ্গে অনেক জায়গায় ঘুরেছি। এখন বয়সের কারণে ঘরেই বেশি সময় থাকলেও কোনও আক্ষেপ নেই। সঙ্গে মনের মানুষটা আছে যে, আর আছে তার সঙ্গে হাজারো গল্পের চাদর বিছিয়ে বসা।' বিমলেন্দুর কথা শুনে বিছানার পাশে বসা প্রতিমা কাঁপা কাঁপা স্বরে বলেন, 'অনেক ছোট বয়সে বিয়ে হয়েছে। যৌবন থেকে বার্ধক্যে তোমার সঙ্গেই পা রেখেছি। তাই দুজনের গল্পগুলিও কোথাও যেন এক হয়ে যায়। তাই ঘণ্টার পর ঘণ্টা যে কখন কেটে যায় তা বুঝতে পারি না।' প্রতিমার বয়স এখন ৮৩।

বিমলেন্দু দাম ও প্রতিমা দাম।

শারীরিক দুর্বলতা তাঁকে কিছুটা আঁকড়ে ধরলেও তা নস্যাৎ হয় আজও তাঁদের বিয়ের গল্পে দুজনেরই আকর্ণ বিস্তৃত জোরালো হাসিতে। সঙ্গে সঙ্গে বিমলেন্দু বলেন, 'আমার শ্বশুরবাড়ি আমার বাড়ির পাশেই। তবে দেখাশোনা করেই আমাদের বিয়ে হয়েছিল। বাসি বিয়ের পর পালকি করে আমার স্ত্রীকে আমার বাড়ি নিয়ে এসেছিল। সেই ছবি এখনও আমার চোখে।' একটু মন খারাপ হলেই আগে গাড়ি নিয়ে দুজনে বেরিয়ে পড়তেন দার্জিলিংয়ের পথে।

শিক্ষানুরাগী এই দম্পতি শিলিগুড়ির বেশ কয়েকটি স্কুলে পড়ুয়াদের স্কলারশিপ দেওয়ার জন্য আর্থিক অনুদানও দিয়েছেন। এসব কাজের মধ্যেই যে দুজনের তৃপ্তি রয়েছে তা বলছেন প্রতিমা। তিনি বলেন, 'সমাজসেবামূলক কাজ করতে দুজনেই ভালোবাসি।' স্ত্রীর কথা শেষ না হতেই বিমলেন্দু জানান, ছোটবেলায় অর্থের অভাবে তিনি ডাক্তারি পড়তে পারেননি। তাই অর্থের অভাবে কোনও পড়ুয়ার যাতে শিক্ষা আটকে না যায় সেই চেষ্টা করে থাকেন। এই সমাজসেবার কাছে তাঁর স্ত্রীকে সবসময় পাশে পেয়েছেন। দুজনেই মনে করেন, শিক্ষার আলো প্রসারিত করা সমাজের সংকীর্ণতা কাটানোর প্রথম ধাপ।

চার ছেলেমেয়ে, নাতি-নাতনিদের সঙ্গে সুন্দর সময় কাটানোর মাঝে দুজনের এই ভালোবাসা ও সমাজের প্রতি দায়িত্ব দেখে অনেকের কাছেই আদর্শ দম্পতি হয়ে উঠেছেন বিমলেন্দু ও প্রতিমা। এই যুগলের জীবনের বাকি দিনগুলি যেন তাই একে অপরকে বলে চলেছে, 'সব অজুহাত তোমাকে চায়, শেষ অসুখ তোমাকে চায়...'

পৃথিবীর পাঠশালা

উনসত্তর সন্তানের মা

একটি বা দুটি সন্তান মানুষ করতেই বাবা-মায়ের কালঘাম ছুটে যায়। কিন্তু আঠারো শতকে রাশিয়ার এক সাধারণ নারী ভ্যালেন্টিনা ভাসিলিয়েভা একাই উনসত্তরজন সন্তানের জন্ম দিয়েছিলেন। তিনি মোট সাতাশবার গর্ভবতী হয়েছিলেন। এর মধ্যে ষোলোবার যমজ, সাতবার তিনজন করে এবং চারবার একসঙ্গে চারজন করে সন্তান প্রসব করেন। সবচেয়ে অবাক করা বিষয় হল, সেই যুগে আধুনিক চিকিৎসার কোনও সুবিধা না থাকা সত্ত্বেও তাঁর উনসত্তরজন সন্তানের মধ্যে সাতষট্টিজনই সুস্থভাবে বেঁচে ছিল এবং বড় হয়েছিল। মানবদেহের সহ্যক্ষমতা এবং জিনগত অদ্ভুত শক্তির এর চেয়ে বড় প্রমাণ ইতিহাসে আর দ্বিতীয়টি নেই।

আলো গিলে নেওয়া রং

কালো রং আমরা সবাই চিনি, কিন্তু ভ্যান্টাব্ল্যাক নামের এই রংটি দেখলে আপনার মনে হবে আপনি কোনও ব্ল্যাকহোলের দিকে তাকিয়ে আছেন। এটি বিশ্বের সবচেয়ে গাঢ় কালো রং, যা আলোকরশ্মির ৯৯.৯৬ শতাংশ শুষে নিতে পারে। এই রং দিয়ে কোনও বস্তুকে রাঙালে তার সমস্ত গভীরতা আর আকার হারিয়ে যায়, মনে হয় যেন শূন্যে একটি কালো গর্ত তৈরি হয়েছে। বিজ্ঞানীরা কার্বন ন্যানোটিউব ব্যবহার করে এই অদ্ভুত রং তৈরি করেছেন, যা মূলত মহাকাশ গবেষণা এবং টেলিস্কোপে ব্যবহার করা হয়। চোখের সামনে একটি থ্রিডি বস্তুকে নিমেষে টুডি বা সমতল বানিয়ে দেওয়ার এই বৈজ্ঞানিক জাদু সত্যিই অবাক করার মতো।

বরফের বুকে বাহাত্তর দিন

পাহাড়ের চূড়ায় বিমান ভেঙে পড়লে বাঁচার আশা শূন্য। ১৯৭২ সালে উরুগুয়ের একটি রাগবি দলের বিমান আন্দিজ পর্বতের বরফে ঢাকা দুর্গম চূড়ায় আছড়ে পড়ে। কনকনে ঠান্ডা আর প্রবল তুষারপাতের মধ্যে বেঁচে থাকা যাত্রীদের কাছে কোনও খাবার ছিল না। টানা বাহাত্তর দিন তাঁরা ওই নরকতুল্য পরিবেশে টিকে ছিলেন। বেঁচে থাকার মরিয়া তাগিদে তাঁরা বাধ্য হয়ে নিজেদের মৃত বন্ধুদের মাংস খেতে শুরু করেন। শেষপর্যন্ত দুজন সাহসী তরুণ দশদিন হেঁটে বরফ চিরে সমতলে পৌঁছান এবং উদ্ধারকারীদের খবর দেন। মানুষের বেঁচে থাকার ইচ্ছাশক্তি যে কতটা প্রবল হতে পারে, আন্দিজের এই ঘটনা তার এক চরম নিদর্শন।

জেলিফিশের সাম্রাজ্য

জেলিফিশ দেখলেই আমরা ভয়ে পিছিয়ে যাই, কারণ এর কামড়ে মারাত্মক জ্বালা হয়। কিন্তু প্রশান্ত মহাসাগরের পালাউ দ্বীপে এমন এক হ্রদ আছে, যেখানে লক্ষ লক্ষ জেলিফিশের সঙ্গে আপনি নিশ্চিন্তে সাঁতার কাটতে পারবেন। হাজার হাজার বছর ধরে সমুদ্র থেকে বিচ্ছিন্ন এই হ্রদে কোনও বড় শিকারি প্রাণী নেই। তাই নিজেদের রক্ষার জন্য জেলিফিশগুলোর আর কোনও বিষাক্ত শুঁড়ের দরকার হয়নি। বিবর্তনের নিয়মে তারা তাদের বিষাক্ত ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে। রোজ সকালে এই সোনালি রঙের জেলিফিশগুলো হ্রদের এপার থেকে ওপারে সাঁতার কাটে কেবল সূর্যের আলো খাওয়ার জন্য। প্রকৃতির এই অহিংস সাম্রাজ্যে সাঁতার কাটার অভিজ্ঞতা পর্যটকদের কাছে স্বপ্নের মতো।

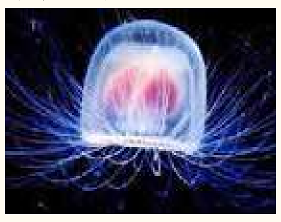

রাজগঞ্জে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা স্পষ্ট করবেন আজ

ঘোঁট পাকানোর চেষ্টায় খগেশ্বর

উত্তরের ভোট-আয়না

পূর্ণেন্দু সরকার ও রামপ্রসাদ মোদক

জলপাইগুড়ি ও রাজগঞ্জ, ১৮ মার্চ : বিধানসভা ভোটে দলের টিকিট না পাওয়া বিক্ষুব্ধ নেতাদের নিজের বাড়িতে বৈঠকে আমন্ত্রণ জানিয়ে সাড়া পেলেন না রাজগঞ্জের তৃণমূল বিধায়ক খগেশ্বর রায়। মঙ্গলবার প্রার্থীতালিকা প্রকাশের পর দলের জেলা চেয়ারম্যানের পদ থেকে পদত্যাগের কথা ঘোষণা করেন তিনি। বুধবার কোচবিহারের রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, আলিপুরদুয়ারের সৌরভ চক্রবর্তী এবং ইসলামপুরের আবদুল করিম চৌধুরীর মতো নেতাদের ফোন করেন। বৃহস্পতিবার তাঁর বাড়িতে বৈঠকে আসার আমন্ত্রণ জানান। বিক্ষুব্ধ নেতাদের কেউই অবশ্য সেই ডাকে সাড়া দেননি।

এদিকে, বিজেপিতে যোগদান নিয়ে এখনও হিসাব মিলছে না তৃণমূলের বিদায়ি বিধায়কের। মঙ্গলবার প্রার্থীতালিকা ঘোষণার পর তাঁর অনুগামীরা যে ভাষায় প্রতিবাদ করেছিলেন ২৪ ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই সেই সুরও অনেকটা নরম হয়েছে। বিধায়ককে আবার প্রার্থী না করায় দলের রাজগঞ্জ ব্লক সভাপতি, ব্লক তৃণমূল মহিলা সভানেত্রী ও ব্লকের যুব সভাপতি পদত্যাগপত্র পাঠাচ্ছেন বলে জানিয়েছিলেন। বুধবারই তাঁরা জানিয়েছেন, কেউই পদত্যাগপত্র দল বা সংগঠনের জেলা নেতৃত্বের কাছে পাঠাননি।

এই অবস্থায় বৃহস্পতিবার সকালে নিজের বাড়িতে অনুগত দলীয় কর্মীদের সঙ্গে বৈঠক করে নিজের রাজনৈতিক অবস্থান স্পষ্ট করবেন খগেশ্বর। সূত্রের খবর, অন্য দলের টিকিটে দাঁড়াবেন নাকি নির্দল প্রার্থী হবেন, তা নিজের ঘনিষ্ঠ বৃত্তে কথা বলেই চূড়ান্ত করবেন 'বিদ্রোহী' বিধায়ক। খগেশ্বর-ঘনিষ্ঠরা বুধবার সকালেও তাঁর বাড়িতে ভিড় জমান। কেউ বলেছেন বিজেপিতে যোগ দিয়ে প্রার্থী হতে। বুধবার রাতে বেলাকোবায় বিজেপির জেলা নেতাদের বাছাই করা কয়েকজন নেতার সঙ্গে খগেশ্বরের একপ্রস্থ বৈঠক হয়। বুধবার খগেশ্বর বলেন, 'তৃণমূল বাদে অন্য রাজনৈতিক দলগুলির থেকেও আমার কাছে অফার এসেছে। তবে তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্বও ফোন করেছিল। আমি প্রার্থী ছাড়া অন্য কিছু হতে চাই না বলে সাফ জানিয়ে দিয়েছি। কোনও সম্মানজনক পদ লাগবে না। বৃহস্পতিবার সকাল ১১টার মধ্যে

অনুগামীদের সঙ্গে শলা-পরামর্শ খগেশ্বরের। বুধবার।

দল থেকে আশাপ্রদ খবর না পেলে সাংবাদিক বৈঠক ডেকে নিজের রাজনৈতিক অবস্থান জানিয়ে দেব।'

খগেশ্বর এদিন ফের বলেন, 'মার খেয়ে, মামলা খেয়ে বাম আমলে আমরা পুরোনো তৃণমূল কর্মীরা দলকে দাঁড় করিয়েছি। একসময় আমরা যারা নেত্রীর চোখের মণি ছিলাম, নিজের পুরো জীবন দলকে সমর্পণ করলাম, সেই আমরাই দলে ব্রাত্য। আগাম না জানিয়ে টিকিট না দেওয়া আমি যেমন মেনে নিতে পারিনি, আমার সঙ্গে থাকা দলের কর্মী-নেতারাও প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ।'

খগেশ্বর তাঁর অনুগামীদের ক্ষোভের কথা বললেও বাস্তব পরিস্থিতি অবশ্য অন্য কথা বলছে। মঙ্গলবার বিকেলে ঝাঁঝালো গলায় রাজগঞ্জ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, 'খগেশ্বর রায়কে অপমান করার প্রতিবাদে আমরা আজকেই পদত্যাগপত্র আমাদের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছি।' বুধবার তিনি বলেন, 'আমরা দলের একনিষ্ঠ সৈনিক। আমরা চাইছি তৃণমূল কংগ্রেস রাজগঞ্জেও জয়লাভ করুক। খগেশ্বর রায়কে কোনও একটি উন্নয়ন পর্ষদের সম্মানজনক পদে প্রতিষ্ঠিত করলেই হয়।' পদত্যাগ প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য, 'সত্যি কথা বলতে লিখিত কোনও পদত্যাগপত্র আমি পাঠাইনি। হোয়াটসঅ্যাপে শুধু মেসেজ করেছিলাম, আমি এই পদে থাকতে চাই না।' খগেশ্বরের আরেক অনুগামী তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের ব্লক সভানেত্রী সর্বাণী ধাড়া বলেন, 'তৃণমূল কংগ্রেসের সৈনিক হিসেবে আমিও চাই দল রাজগঞ্জে জয়লাভ করুক। আমাকে দলের জেলা নেতৃত্ব এবং রাজ্য থেকেও ফোন করেছিল। তাঁরা শান্ত থাকতে বলেছেন।' তৃণমূল যুব কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি নীলাদ্রি বসু বলেন, 'আমি পদত্যাগপত্র পাঠাব, একথা বলিনি। সংগঠনের জেলা সভাপতির সঙ্গে আমার ফোনে কথা হয়েছে। তিনি আমাকে ধৈর্য ধরতে বলেছেন।' সুর নরম করেছেন অঞ্চল কমিটির সভাপতিরাও।

তৃণমূল নেতৃত্বের একাংশের ধারণা, অনুগামীদের সুর বদলের পাশাপাশি জেলা ও রাজ্য নেতৃত্ব বোঝালে খগেশ্বরকে অনেকটাই শান্ত করা সম্ভব। সেই অঙ্ক থেকেই তাঁর অনুগামীদের যেমন নরমে-গরমে বোঝানো হচ্ছে তেমনই খগেশ্বরের সঙ্গেও যোগাযোগ রাখা হচ্ছে।

তৃণমূলের জেলা সভানেত্রী মহুয়া গোপ বলেন, 'খগেশ্বর রায় দলের অনেক পুরোনো ও একাধিকবারের বিধায়ক। আমি নিজে ফোনে তাঁকে বুঝিয়েছি। দলের শীর্ষ নেতৃত্বের তরফেও সম্ভবত যোগাযোগ করেছে। খগেশ্বরদা দলের অভিভাবক। সাময়িক হয়তো অভিমান হয়েছে। পরে সব মিটে যাবে। আশা করি দলের বাইরে কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না।'

প্রার্থীতালিকা নিয়ে দলে অন্তর্দ্বন্দ্বে রুষ্ট মোদি

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ১৮ মার্চ : পশ্চিমবঙ্গের আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে বিজেপির অন্দরেই এখন অস্বস্তির আবহ। প্রথম দফার প্রার্থী তালিকা ঘোষণার পরই রাজ্যজুড়ে কর্মীদের ক্ষোভ, বিক্ষোভ এবং দলীয় কার্যালয়ে ভাঙচুরের একাধিক ঘটনা সামনে এসেছে। এই পরিস্থিতিতে দলের শীর্ষ নেতৃত্বের কড়া বার্তা যে এসেছে, তা স্পষ্ট হয়ে উঠছে সাম্প্রতিক ঘটনাপ্রবাহে।

দলীয় সূত্রে খবর, সোমবার থেকে শুরু হওয়া দ্বিতীয় দফার প্রার্থী তালিকা চূড়ান্ত করার বৈঠকের শেষ দিনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি নিজেই এই অশান্তি নিয়ে বঙ্গ বিজেপি নেতৃত্বের কাছে জবাবদিহি চান এবং অসন্তোষ প্রকাশ করেন। উল্লেখযোগ্যভাবে, প্রথম দফার প্রার্থী তালিকা তৈরির সময়ই তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন, 'প্রার্থী কই ভি হো, চেহারা সাফ হোনা চাহিয়ে' অর্থাৎ প্রার্থী নির্বাচন নিয়ে যেন কোনও বিতর্ক বা সন্দেহ না থাকে। কিন্তু বাস্তবে তার ঠিক উলটো ছবি সামনে আসতেই শীর্ষস্তরে উদ্বেগ বাড়ছে বলে শোনা যাচ্ছে। সূত্রের দাবি, দ্বিতীয় তালিকা প্রকাশের আগে দিল্লির দীনদয়াল উপাধ্যায় মার্গে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে উপস্থিত হয়ে

স্বচ্ছ ভাবমূর্তিতে জোরের বার্তা

মোদি এই বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত জানতে চান এবং ক্ষোভ প্রকাশ করেন। ফলে দ্বিতীয় তালিকা ঘোষণার আগে চাপ আরও বেড়েছে বঙ্গ বিজেপি নেতৃত্বের উপর।

অন্যদিকে, প্রথম তালিকায় যাঁরা জায়গা পাননি, তাঁদের নিয়েও জল্পনা তুঙ্গে। খড়গপুরের বিধায়ক হিরণ চট্টোপাধ্যায়কে কলকাতা বা সংলগ্ন কোনও গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে প্রার্থী করা হতে পারে বলে খবর। পাশাপাশি, কলকাতার একটি আসনে মহিলা মুখ হিসেবে কেয়া ঘোষের নাম গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হচ্ছে। বিজেপির যুব মোর্চার সভাপতি ইন্দ্রনীল খাঁ-র নামও কলকাতার একটি কেন্দ্রের জন্য প্রায় চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

সব মিলিয়ে, বুধবার রাতেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির উপস্থিতিতে উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে বাংলার বাকি প্রায় ১৫০ জন বিজেপি প্রার্থীর নাম চূড়ান্ত হতে পারে। তবে এর মধ্যেই আরেকটি বিতর্ক জোরদার হচ্ছে, প্রথম তালিকায় কোনও মুসলিম প্রার্থী না থাকায় বিরোধীদের তীব্র আক্রমণের মুখে পড়েছে বিজেপি। দলীয় অন্দরের ইঙ্গিত, দ্বিতীয় তালিকাতেও সংখ্যালঘু মুসলিম প্রতিনিধিত্ব খুব সীমিত, এমনকি নাও থাকতে পারে।

স্মারকলিপি

নকশালবাড়ি, ১৮ মার্চ : বাণিজ্যিক গ্যাসের হাহাকার। নকশালবাড়িতে বন্ধ চায়ের দোকান, হোটেল। এবার পথে নামল নকশালবাড়ি ব্যবসায়ী সমিতি। বুধবার বিভিন্ন দাবি নিয়ে গ্যাস এজেন্সির দপ্তরে স্মারকলিপি দিলেন ব্যবসায়ী সমিতির সদস্যরা। রান্নার গ্যাসের পাশাপাশি বাণিজ্যিক গ্যাসের অভাবে চারদিকে শুরু হয়েছে কালোবাজারি। ফলে ছোট দোকানদার, হোটেল, চায়ের দোকানে গ্যাস সরবরাহ বন্ধের মুখে। তারই প্রতিবাদে এদিন গ্যাস এজেন্সির দপ্তর ঘেরাও করেন নকশালবাড়ি ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি পৃথ্বীশ রায়, নকশালবাড়ি ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক নরেন্দ্র প্রসাদ, নকশালবাড়ি ব্যবসায়ী সমিতির সহ সভাপতি বিশ্বজিৎ ঘোষ সহ অন্যরা। ব্যবসায়ী সমিতির তরফে পরিষেবা স্বাভাবিক করতে লিখিতভাবে সংস্থার মালিককে জানানো হয়েছে। আগামী তিনদিনের মধ্যে গ্যাস সরবরাহ স্বাভাবিক না করলে আরও বৃহত্তর আন্দোলনে নামা হবে বলে সংগঠনের তরফে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে। এদিন নকশালবাড়ি পানিঘাটা মোড়ের গ্যাস এজেন্সির অফিসে দীর্ঘক্ষণ ধরে বিক্ষোভ দেখান ব্যবসায়ী সমিতির সদস্যরা।

নকশালবাড়ি ব্যবসায়ী সমিতির সহ সভাপতি বলছেন, 'গ্যাস নিয়ে নকশালবাড়িজুড়ে কালোবাজারি চলছে। নির্ধারিত মূল্যের তিনগুণ বেশি দামে রান্নার গ্যাস, বাণিজ্যিক সিলিন্ডার বিক্রি করা হচ্ছে। সবকিছু জেনেও প্রশাসন চুপ রয়েছে। অনেক ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী তাঁদের দোকানপাট বন্ধ করে দিয়েছেন। নকশালবাড়ির ব্যবসা-বাণিজ্যতে যার সরাসরি প্রভাব পড়ছে।'

কলকাতায় 'লেডিজ স্টাডি গ্রুপ'-এর আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে বলিউড অভিনেত্রী সুস্মিতা সেন। -পিটিআই

আহত রেল পুলিশ

কিশনগঞ্জ, ১৮ মার্চ : বুধবার বিহারের কাটিহার স্টেশনে প্রেমজিৎ সিং নামে রেল পুলিশের জনৈক কনস্টেবল নিজের সার্ভিস রিভলভার পরিষ্কার করার সময় হঠাৎ গুলি ছুটে গুরুতর আহত হন। জানা গিয়েছে, অসাবধানতাবশত ঘোড়ায় হাত পড়ে যায় তাঁর। তখনই গুলি ছিটকে বেরিয়ে সোজা তাঁর বাঁ কাঁধে লাগে। রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে তড়িঘড়ি সদর হাসপাতালে ভর্তি করেন সহকর্মীরা। এদিন কাটিহার রেল পুলিশের ডিএসপি ঘটনার কথা জানিয়েছেন। আহত প্রেমজিতের শারীরিক অবস্থা এখন স্থিতিশীল।

দুর্ঘটনায় জখম

ধূপগুড়ি, ১৮ মার্চ : এশিয়ান হাইওয়ের ওপর বাইক দুর্ঘটনায় আহত এক তরুণ। বুধবার রাতে ধূপগুড়ি থেকে ময়নাগুড়ির দিকে যাওয়ার সময় ট্যাংকারের পেছনে ধাক্কা মারে বাইকটি। ধূপগুড়ি দমকলবাহিনী আহত মাধব মণ্ডলকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। তবে ধূপগুড়ি হাসপাতালের চিকিৎসকরা আহতকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দিয়েছেন।

রাস্তার মান দেখতে কেন্দ্রীয় দল

শিলিগুড়ি, ১৮ মার্চ : রাজ্যে বিধানসভা ভোট ঘোষণা হয়েছে। রাজনৈতিক পারদ চরমে। এমন সময় প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ সড়ক যোজনার কাজ দেখতে শিলিগুড়িতে এল কেন্দ্রীয় দল। প্রশাসন সূত্রে খবর, বুধবার ন্যাশনাল কোয়ালিটি মনিটরিং বিভাগের প্রতিনিধিরা মহকুমার বিন্নাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের একটি রাস্তার গুণমান খতিয়ে দেখেছেন। আরও কয়েকটি এলাকায় তাঁরা ঘুরবেন বলে খবর। সেই রিপোর্ট কেন্দ্রে পাঠানো হবে। ভোটের মুখে কেন্দ্রীয় দলের এমন আগমন ঘিরে রাজনীতির অভিযোগ উঠছে।

প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ সড়ক যোজনার কাজ দেখে রাজ্যের গ্রামীণ উন্নয়ন অথরিটি (এসআরডিএ)। মহকুমার মুখ্য নির্বাহী বাস্তুকার জয়দেব মণ্ডল বলেন, 'ন্যাশনাল কোয়ালিটি মনিটরিংয়ের দল প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ সড়ক যোজনার রাস্তার মান দেখেছে। আরও কয়েকটি রাস্তা তারা দেখবে।' যদিও এর সঙ্গে রাজনীতির যোগ ভিত্তিহীন বলে দাবি করেছেন মহকুমার আধিকারিকদের একাংশ। রুটিন পরীক্ষা বলে দাবি তাঁদের।

কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেসের অভিযোগ, রাজ্যে শতাধিক টিম পাঠানো হয়েছে। আবাস যোজনা, ১০০ দিনের কাজ ইত্যাদি নানা কেন্দ্রীয় প্রকল্প খতিয়ে দেখছে তারা। রাজ্যের সুনামকে কালিমালিপ্ত করতেই কেন্দ্রীয় দলের আগমন বলে অভিযোগ তৃণমূলের। মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষের বক্তব্য, 'ভোটের মুখে কেন রাস্তার গুণমান যাচাই করা হবে। আর কি সময় পেল না কেন্দ্রীয় দল?'

এদিন কেন্দ্রীয় ওই দলের সঙ্গে ছিলেন মহকুমা পরিষদের বিরোধী দলনেতা বিজেপির অজয় ওরাওঁ। তাঁর দাবি, প্রায় ১০ কোটি

রাজনীতির অভিযোগ

টাকার গ্রামীণ সড়ক যোজনার কাজ তাঁর মাধ্যমে বরাদ্দ হয়েছিল। তাতে রাজ্যেরও অংশ রয়েছে। কিন্তু কাজ নিয়ে নানা অভিযোগ রয়েছে। কখনও নিম্নমানের সামগ্রী, কখনও কম পাথর-বালি কিংবা পিচ দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। রাস্তার কাজগুলি তৃণমূলের সংস্পর্শে থাকা ঠিকাদারদের দিয়েই করানো হয়ে থাকে বলে অভিযোগ। ফলে নির্মাণের গুণমান নিয়ে সন্দেহ থাকা স্বাভাবিক। তাঁর সংযোজন, রাজনীতির অভিযোগ ভিত্তিহীন। কেন্দ্রীয় দল তাদের নিয়ম মেনেই রাস্তার গুণমান যাচাই করতে এসেছে।

ইন্দোরে অগ্নিকাণ্ডে মৃত কিশনগঞ্জের ৬

কিশনগঞ্জ, ১৮ মার্চ : বুধবার ভোরে মধ্যপ্রদেশের ইন্দোরের 'বাঙালি চৌরাহ'-এর কাছে গ্রেটার বিরজেশ্রী কলোনিতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে কিশনগঞ্জ শহরের ধর্মশালা রোডের একই পরিবারের ৬ জন বাসিন্দাসমেত মোট ৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। জানা গিয়েছে, বাড়ির বাইরে একটি বিদ্যুৎচালিত গাড়িতে চার্জ হচ্ছিল। ভোর ৪টে নাগাদ শর্টসার্কিটের ফলে হঠাৎ আগুন লেগে যায়। নিমেষে ভয়াবহ রূপ নেয় পরিস্থিতি।

তিনতলা বাড়িটিকে আগুন গ্রাস করে। বাড়িতে প্রচুর জ্বালানি গ্যাস রাখা ছিল বলে দাবি। পরপর সেই সিলিন্ডার ফাটতে শুরু করে। বিস্ফোরণে বাড়ির একাংশ ধসে পড়ে। বাড়ির ভেতরে ঘুমন্ত বাসিন্দারা আগুনে পুড়ে মারা গিয়েছেন বলে খবর। কিশনগঞ্জ সদর থানা এলাকার প্রসাধন ব্যবসায়ী বিজয় শেঠিয়া (৬৫), মনোজ শেঠিয়া (৬৫), সুমন শেঠিয়া (৬০), সিমরন শেঠিয়া (৩০), ছোটু শেঠিয়া (২২) এবং রাশি শেঠিয়া (১২) প্রাণ হারিয়েছেন।

পরিবারের এক নিকট আত্মীয় অসুস্থ থাকায় পরিবারের সদস্যরা তাঁকে দেখতে গিয়েছিলেন। ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে গোটা এলাকায়।

প্রশান্ত এখন ভোট ম্যানেজার

প্রথম পাতার পর

অনেককিছু উলটোপালটা হয়েছে। ও আমারও রাজনৈতিক জীবনের ক্ষতি করেছে। আমাদের হাতেও অনেক প্রমাণপত্র আছে। সময় হলে সব ফাঁস করে দেব।'

শিলিগুড়ি ইস্টার্ন বাইপাস সহ বিস্তীর্ণ এলাকায় দাপিয়ে বেড়ানো গুন্ডা গ্যাং কেজিএফের কয়েকজন সদস্যের সঙ্গে প্রশান্তর ঘনিষ্ঠতা নিয়েও গুঞ্জন শুরু হয়েছে। ওই গ্যাংয়ের অন্যতম মাথা একজন জমি মাফিয়া। রাজগঞ্জ ব্লক এলাকাতেই জমি দখল করে বিক্রির কারবার চালায় সে। সেই সূত্রেই প্রশান্তর সঙ্গে ওই মাফিয়ার ঘনিষ্ঠতা হয়। সম্প্রতি রাজগঞ্জ বিডিও অফিসে ওই গ্যাংস্টারের সঙ্গে প্রশান্তকে কথা বলতেও দেখেছেন অনেকে। কেজিএফ-এর সঙ্গে এক তৃণমূল প্রার্থীর সখ্য রয়েছে। ফলে অনেকেই সেই প্রার্থীর মাথায় প্রশান্তর হাত দেখতে পাচ্ছেন।

বিরোধীরা সংবাদমাধ্যমে বিবৃতি দেওয়ার সময় প্রশান্তর বিরুদ্ধে সুর চড়ালেও বাস্তবে কোনও পদক্ষেপ করছেন না। কেন তাঁরা চুপ করে আছেন তা নিয়েও সাধারণ মানুষের মনে নানা প্রশ্ন জেগেছে। রাজ্য বিজেপির সাধারণ সম্পাদক বাপি গোস্বামী অবশ্য দাবি করেছেন, তাঁরা প্রশান্তর বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছেন। তাঁর কথা, 'প্রশান্তকে তৃণমূল ভোটের কাজে ব্যবহার করছে একথা আমরা অনেক আগে থেকেই বলছিলাম। প্রশান্ত গ্রেপ্তার হলে তৃণমূলের অনেক রাঘববোয়ালদের ঘাড়ে কোপ পড়বে। তাই ওকে বিশেষ নিরাপত্তা দিয়ে রেখেছে।' কংগ্রেস নেতা অধীর চৌধুরীর কথা, 'তৃণমূল পশ্চিমবঙ্গে সব ধরনের বেআইনি কাজ করছে। শূন্য পাওয়া বিডিও-কে নানা অনৈতিক কাজে ব্যবহার করছে। সর্বোচ্চ আদালতের রায়ের পরও তাই ওকে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে না। ভোটের আগেই ওকে জেলে পাঠানো দরকার।'

জলে ফেলে সন্তানকে খুন

প্রথম পাতার পর

প্রথমপক্ষের পরিবারের অভিযোগ, প্রথম স্বামী থাকাকালীনই উত্তমের সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছিলেন সাবিত্রী। এই কারণেই প্রথম স্বামী আত্মহত্যা করেছিলেন। পরে উত্তমের সঙ্গে মন্দিরে বিয়ে করে বিধানপল্লিতে ভাড়াবাড়ি নিয়ে আলাদাভাবে থাকতে শুরু করেন সাবিত্রী। রানিডাঙ্গার বাসিন্দা রসনা বর্মন অভিযোগ করেন, 'উত্তমের শীতলকুচিতে স্ত্রী ও সন্তান রয়েছে। উত্তমের স্ত্রীর সঙ্গে সাবিত্রীর পূর্বপরিচয় রয়েছে। প্রায়ই তাঁদের মধ্যে ঝামেলাও হত। অরিজিতের খুনের পেছনে সেই ঝামেলাও কোনও কারণ কি না, সেটা তদন্ত করে দেখা প্রয়োজন।'

এদিকে, স্ত্রীর প্রথমপক্ষের ছেলেকে খুনের কারণ এখনও স্পষ্ট নয় তদন্তকারী অফিসারদের কাছে। তদন্তকারীদের কথায়, উত্তম জানিয়েছেন, ছেলেটি নাকি গালাগাল দিয়েছিল। প্রতিশোধ নিতেই উত্তম তিস্তা ক্যানালের কাছে নিয়ে গিয়ে তাকে পেছন থেকে ধাক্কা মেরেছেন। তবে উত্তমের কথায় পুরোপুরি বিশ্বাস করছেন না তাঁরা।

গত বৃহস্পতিবার অরিজিৎ নিরুদ্দেশ হওয়ার পর থেকেই উত্তমের ওপর সন্দেহ বাড়ছিল সাবিত্রীর। ওইদিনই উত্তম শীতলকুচির বাড়িতে চলে যান। ঘটনার খবর পাওয়ার পর তিনদিন কেটে গেলেও উত্তম না আসায় সন্দেহ হয়েছিল সাবিত্রীর। শনিবার অভিযোগ দায়েরের পর রবিবার রাতেই উত্তমকে শীতলকুচি থেকে গ্রেপ্তার করেছিল মেডিকেল ফাঁড়ির পুলিশ। সোমবার শিলিগুড়ি আদালতে তোলার পর একদিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়। মঙ্গলবার ফের শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে পাঁচদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, টানা জিজ্ঞাসাবাদের মধ্যেই উত্তম কখনও এনজেপি, কখনও আবার জংশনের কথা বলেছিলেন। শেষপর্যন্ত আসল কথা বেরিয়ে আসে।

শীতলকুচি থেকে ১৫ দিন অন্তর উত্তম বিধানপল্লির বাড়িতে আসতেন। কয়েকদিন কাটিয়ে চলে যেতেন। অন্যবার বাসে এলেও এবার পরিকল্পনা করেই বাইক নিয়ে এসেছিলেন উত্তম। এদিন দেহ উদ্ধারের পর ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

তথ্য সহায়তা : অনুপ সাহা

পরিযায়ীর মৃত্যু

রাঙ্গালিবাজনা, ১৮ মার্চ : রুজির সংস্থানে সিকিমে কাজ করতে গিয়ে মৃত্যু হল মাদারিহাটের মধ্য ছেকামারির ঘালিয়াপুরের মনোরঞ্জন রায়ের (৪৪)। ঘটনাটি মঙ্গলবারের। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, একটি বেসরকারি সংস্থায় ঠিকাশ্রমিক হিসেবে বিদ্যুৎ সংযোগ দেখভালের কাজ করতেন তিনি। মঙ্গলবার খুঁটির মাথায় উঠে মেরামতের কাজ করছিলেন তিনি। তিনি নামার আগেই সহকর্মীদের কেউ সংযোগ দেওয়ায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তাঁর।

বদলের সুনামি

প্রথম পাতার পর

অপসারিত ৫ জন ডিআইজি ছিলেন জলপাইগুড়ি, রায়গঞ্জ, মুর্শিদাবাদ, বর্ধমান ও প্রেসিডেন্সি রেঞ্জে। শূন্যস্থান পূরণে নিয়ে আসা হয়েছে যথাক্রমে অঞ্জলি সিংহ, অমিতকুমার রাঠৌর, অজিত সিংহ যাদব, শ্রীহরি পান্ডে ও কঙ্করপ্রসাদ বাড়ুইকে। জেলা শাসক হিসেবে কোচবিহারে জিতিন যাদব, জলপাইগুড়িতে সন্দীপ ঘোষ, উত্তর দিনাজপুরে বিবেক কুমার, মালদায় রাজনবীর সিং কাপুর, দার্জিলিংয়ে হরিশংকর পানিকর, আলিপুরদুয়ারে টি বালাসুব্রহ্মণ্য, মুর্শিদাবাদে আর অর্জুন, নদিয়ায় শ্রীকান্ত পাল্লি, পূর্ব বর্ধমানে শ্বেতা আগরওয়াল, উত্তর ২৪ পরগনায় শিল্পা গৌরীসারিয়া ও দক্ষিণ ২৪ পরগনায় অভিষেককুমার তিওয়ারিকে নিয়োগ করা হয়েছে।

কলকাতার দুই নির্বাচনি আধিকারিককেও বদল করেছে কমিশন। অপসারিতদের আর রাজ্যে ভোটের কাজে লাগানো যাবে না বলেও জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

প্রশ্ন সুপ্রিম কোর্টে

প্রথম পাতার পর

রাজ্যের আরেক আইনজীবী কপিল সিবালের মতে, সংবিধানের ৩২ নম্বর ধারা মূলত নাগরিকদের জন্য প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা, যা তারা সরকারি সংস্থার বিরুদ্ধে প্রয়োগ করতে পারে। কিন্তু কোনও কেন্দ্রীয় সংস্থা এই ধারায় রাজ্যের বিরুদ্ধে মামলা করতে পারে না। রাজ্যের এই যুক্তির পালটা হিসেবে বিচারপতির প্রশ্ন করেন, আইনের ফাঁক গলে কি তাহলে চরম শূন্যতা তৈরি হবে? মুখ্যমন্ত্রীর চরম অস্বাভাবিক আচরণের কি আইনি প্রতিকার থাকবে না?

সুপ্রিম কোর্টের বেঞ্চ মন্তব্য করে, কোনও কেন্দ্রীয় সংস্থার তদন্তে বাধা সৃষ্টি হলে বা তাদের কাজকর্মে হস্তক্ষেপ করা হলে, সেই সংস্থার জন্য আইনি সুরাহার পথ খোলা থাকা জরুরি। বুধবার মামলাটির নিষ্পত্তি হয়নি। পরবর্তী শুনানি ২৪ মার্চ, অর্থাৎ ভোটের আগে হবে বলে জানানো হয়েছে।

ধর্মের কল নড়ে, ফুলের লড়াই বাড়ে

প্রথম পাতার পর

রাস্তার পাশেই সিপিএমের কার্যালয়ের সামনে মরচে পড়া লোহার খুঁটিতে মলিন লাল পতাকা ঝুলছে। দেওয়ালে 'লোকাল কার্যালয়' লেখাটা প্রায় মুছে গিয়েছে। ভেতরে চেয়ারে বসে ঝিমোচ্ছিলেন মতিলাল রায়। বললেন, 'জেতা-হারা পরের কথা। আমরা লড়াইয়ে আছি।' খানিকটা এগিয়েই কংগ্রেস পার্টি অফিস। বড় বড় হরফে লেখা- হেমতাবাদ ব্লক কংগ্রেস কার্যালয়। কোলাপসিবল গেটে তালা। কর্মীদের কাউকে পাওয়া গেল না। বিজেপি থেকে আসা নবাগতা অনামিকা রায়কে কংগ্রেস প্রার্থী করবে বলে আগাম ঘোষণা করে রেখেছে জেলা নেতৃত্ব।

খোকসায় পরিত্যক্ত যে জুনিয়ার হাইস্কুলটির কথা হচ্ছিল, তার পাশে একটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অবশ্য জনা তিরিশেক পড়ুয়া। ক্লাস থেকে বেরিয়ে শিক্ষক তপনচন্দ্র মণ্ডল বললেন, 'জুনিয়ার স্কুলটা চলবে কী করে? ছাত্রই তো নেই।' শেরপুর থেকে কয়েক কিলোমিটার উজিয়ে খোকসা গ্রামে মালেক আলি জানালেন, খোকসা জুনিয়ার হাইস্কুলটিও বেশ কিছুদিন ধরে বন্ধ। মালেকের কথায়, 'স্কুলটা চালু করার ব্যবস্থা করে দিতে পারেন? এই গ্রামের ৮-১০ কিলোমিটারের মধ্যে আর কোনও জুনিয়ার বা হাইস্কুল নেই যে।'

স্কুলটা বন্ধ হল কেন? ঝাঁঝিয়ে উঠে মালেকের উত্তর, 'মাস্টারই তো ছিল না। মাত্র দুজন শিক্ষক। তাঁরাই অঙ্ক, বিজ্ঞান, ইংরেজি থেকে শুরু করে সব পড়াতেন। তাও একজন আসেন, তো অন্যজন অনুপস্থিত। এভাবে পড়াশোনা হয় নাকি?' হেমতাবাদ কিন্তু রাজ্যের শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সত্যজিৎ বর্মনের খাসতালুক। মন্ত্রীকে জানাননি? উত্তর এল, 'কী হবে জানিয়ে? শুনেছি, গোটা রাজ্যেই নাকি এমন অনেক স্কুল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।'

হেমতাবাদ বিধানসভা কেন্দ্র গঠনের পর ২০১১ ও ২০১৬-এর নির্বাচনে ভালো মার্জিনে সিপিএম নির্বাচিত হয়। হাওয়া ঘুরতে শুরু করে ২০১৯-এর পর। বিধায়ক দেবেন্দ্রনাথ রায় সিপিএম ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেওয়ার পর বামের সিংহভাগ ভোট চলে যায় রামের দরবারে। তবে পরের বছর বিধায়ক দেবেন্দ্রনাথের মৃত্যু হলে একুশের নির্বাচনে তাঁর স্ত্রী চাঁদিমা রায়কে হারিয়ে বিধায়ক হয়েছিলেন তৃণমূলের সত্যজিৎ।

তবে গত লোকসভা নির্বাচনে আবার এই কেন্দ্রে তৃণমূলকে টপকে সাড়ে পাঁচ হাজারেরও বেশি ভোটে বিজেপি লিড পায়। তবে রাজবংশী মুখ হিসেবে সত্যজিৎকে শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাতে রাজবংশী সমাজের লাভ হয়েছে কি? প্রশ্নটা শেষ হওয়ার আগেই সীতেন বর্মন বলে উঠলেন, 'আমরা আর কী সুবিধা পাব? গায়ে-গতরে মাঠেঘাটে খেটে কামাই করে খাই। সেটাই করে যেতে হবে।'

কথায় কথায় মালুম হল, 'হিন্দু খতরে মে হ্যায়' ন্যারেটিভে বিশ্বাস করতে শুরু করেছেন সীতেন বর্মনরা। কুলিক নদীর শেরপুর ঘাটে নির্মীয়মাণ সেতুর কাছে দাঁড়িয়ে নাম না প্রকাশের শর্তে এক তৃণমূল কর্মীর কথায় হতাশার সুর, 'সত্যি কথা বলতে কী, আমরা সাধারণ কর্মী-সমর্থকরা কিছু পাই না। খেটে মরি আমরা আর লাভের গুড় খান নেতারা।'

দিনকয়েক আগে হেমতাবাদের উপর দিয়ে বিজেপির পরিবর্তন সংকল্প যাত্রার রথ গিয়েছে। তার স্মারক হিসেবে এখনও রাস্তার দু'ধারে সারি সারি পদ্ম আঁকা পতাকা। তপশিলি সংরক্ষিত হেমতাবাদ আসনে গণদেবতা কোন ফুলের প্রেমে পড়বেন, বাতাসে বোধহয় তার স্পষ্ট আভাস।

ভিনিসিয়াস ম্যাজিকে শেষ আটে রিয়াল

জোড়া গোলের আনন্দে অ্যান্টোনিও রুডিগারের কাঁধে ভিনিসিয়াস জুনিয়ার।

থেমে গেল গ্লিমটের রূপকথার দৌড়

লন্ডন, ১৮ মার্চ : গতবারের পুনরাবৃত্তি। আরও একবার চ্যাম্পিয়ন্স লিগে 'রিয়াল কাঁটা' উপড়াতে ব্যর্থ ম্যান সিটি।

প্রথম লেগে ৩-০ গোলে হার। পরের রাউন্ডে উঠতে গেলে রিয়ালের বিরুদ্ধে অলৌকিক কিছু করতেই হত ম্যান সিটিকে। কিন্তু তা আর হল কই? উলটে দ্বিতীয় লেগে ২-১ গোলে হারলেন হাল্যান্ডরা। ম্যাচের ভবিষ্যৎ স্পষ্ট হয়ে যায় ২২ মিনিটের মধ্য। বক্সের মধ্যে ভিনিসিয়াসের গোলমুখী শট আটকাতে গিয়ে হ্যান্ডবল করেন ম্যান সিটির বানার্ডো সিলভা। সংগত কারণ রেফারি পেনাল্টি দেওয়ার পাশাপাশি সিলভাকে লাল কার্ড দেখান। পেনাল্টি থেকে গোল করে দলকে এগিয়ে দেন ভিনিসিয়াস। এটাই ম্যাচের টার্নিং পয়েন্ট।

৪১ মিনিটে অবশ্য ম্যান সিটির গোলমেশিন আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ড গোলশোধ করেন। ম্যাচের অন্তিম লগ্নে দলের ও নিজের দ্বিতীয় গোলটি করে যান ব্রাজিলীয় তারকা ভিনি। অফসাইডের কারণে ম্যান সিটির দুটি ও রিয়ালের একটি গোল বাতিল হয়। ফলে দুই লেগ মিলিয়ে ৫-১ ফলে জয়ী রিয়াল মাদ্রিদ। গতবার নকআউটে দুই লেগ মিলিয়ে ম্যান সিটিকে একাই ধ্বংস করেছিলেন এমবাপে। এবার অবশ্য চোটের জন্য প্রথম লেগে ছিলেন না। দ্বিতীয় লেগে নামলেন অনেকটা পরে পরিবর্ত হিসেবে। তবে এবার এমবাপের দায়িত্বটা ভাগাভাগি করে নিয়েছিলেন ভালভের্দে ও ভিনিসিয়াস। প্রথম লেগের নায়ক ছিলেন ভালভের্দে। দ্বিতীয় লেগে নায়ক সমর্থকদের আদরের ভিনি।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগের অপর ম্যাচে বোডো/গ্লিমটের রূপকথার দৌড় থামিয়ে দিল স্পোর্টিং সিপি। প্রথম লেগে ৩-০ গোলে জিতেছিল নরওয়ের ক্লাবটি। কিন্তু দ্বিতীয় লেগে অনবদ্য প্রত্যাবর্তনের ইতিহাস লিখল স্পোর্টিং সিপি। তারা ঘরের মাঠে ৫-০ গোলে বিধ্বস্ত করল বোডো/গ্লিমটকে। ম্যাচের ৭৮ মিনিটের মধ্যেই ৩-০ ফলে লিড নেয় স্পোর্টিং সিপি। গোল করেন গন্সালো ইনাসিও, পেড্রো গনকালভেস ও লুই সুয়ারেজ। অতিরিক্ত সময়ে ম্যাক্সি আরাউহো ও রাফায়েল নেল গোল করে দলকে শেষ আটে নিয়ে যান। ফলে ৪৩ বছর পর চ্যাম্পিয়ন্স লিগের কোয়ার্টার ফাইনালে খেলবে পর্তুগালের এই দলটি।

এদিকে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের দ্বিতীয় লেগেও চেলসির বিরুদ্ধে দাপুটে জয় তুলে নিয়েছে পিএসজি। স্টামফোর্ড ব্রিজে লুই এনরিকের ছেলেরা জিতেছে ৩-০ ফলে। স্কোরশিটে নাম তুলেছেন খবিচা কাভারাস্কেইয়া, ব্রাডলি বার্কোলা ও সেনি মেয়ুলু। প্রথম লেগে পিএসজি জিতেছিল ৫-২ ব্যবধানে। দুই লেগ মিলিয়ে ৮-২ ফলে পরের রাউন্ডে উঠেছে গতবারের চ্যাম্পিয়নরা। পাশাপাশি অপর ম্যাচে লেভারকুসেনকে ২-০ গোলে হারিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছে আর্সেনাল। গানার্সের হয়ে গোল করেন এবেরেছি এজে ও ডেকলান রাইস। প্রথম লেগে ১-১ গোলে ড্র করেছিল মিকেল আর্তেতার দল।

পিএসজি-কে এগিয়ে দিয়ে উচ্ছ্বাস ব্রাডলি বারকোলার।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ফলাফল

রিয়াল মাদ্রিদ ২-১ ম্যাঞ্চেস্টার সিটি
(দুই লেগ মিলিয়ে রিয়াল মাদ্রিদ ৫-১ ফলে জয়ী)

স্পোর্টিং লিসবন ৫-০ বোডো/গ্লিমট
(দুই লেগ মিলিয়ে স্পোর্টিং লিসবন ৫-৩ ফলে জয়ী)

প্যারিস সাঁ জাঁ ৩-০ চেলসি
(দুই লেগ মিলিয়ে প্যারিস সাঁ জাঁ ৮-২ ফলে জয়ী)

আর্সেনাল ২-০ বেয়ার লেভারকুসেন
(দুই লেগ মিলিয়ে আর্সেনাল ৩-১ ফলে জয়ী)

শিরোপা কাড়া হল সেনেগালের

চ্যাম্পিয়ন ঘোষণা মরক্কোকে

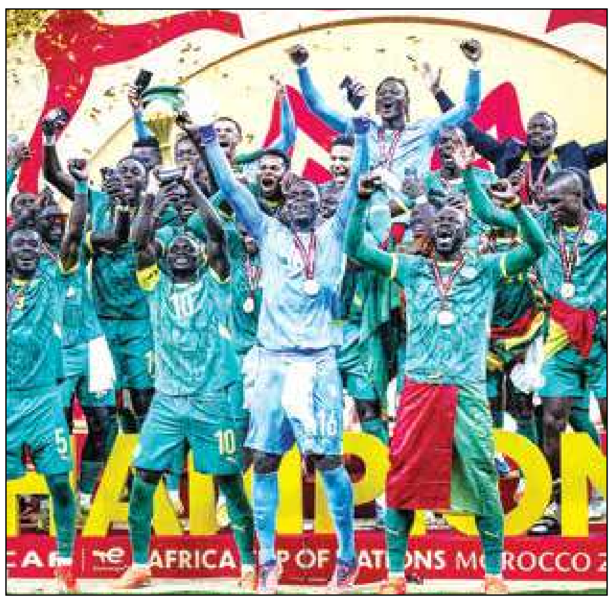

১৮ জানুয়ারি আফকন চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল সেনেগাল। কিন্তু নিয়মভঙ্গের অভিযোগে বুধবার তাদের থেকে খেতাব ছিনিয়ে নেওয়া হল।

কায়রো, ১৮ মার্চ : একটা দল চ্যাম্পিয়ন হল। ট্রফি নিয়ে সেলিব্রেশন করল। তারপর কয়েকদিন পর জানা গেল, সেই দলটা চ্যাম্পিয়ন নয়।

শুনতে অবাক লাগলেও এমনটাই ঘটেছে সেনেগালের সঙ্গে। কিছুদিন আগেই মরক্কোকে হারিয়ে আফকন চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল সেনেগাল। এবার সেনেগালের থেকে শিরোপা কেড়ে নিয়ে আফকনের চ্যাম্পিয়ন ঘোষণা করা হল মরক্কোকে। যা নিয়ে ফুটবল বিশ্বে শোরগোল পড়ে গিয়েছে।

> আমি খুব হতাশ। এই সিদ্ধান্ত লক্ষ লক্ষ ফুটবল ভক্তের আবেগ নষ্ট করে দিচ্ছে। খেলোয়াড়রা মাঠে নিজেদের সেরাটা উজাড় করে দিচ্ছে, কিন্তু মাঠের বাইরের সিদ্ধান্তে চ্যাম্পিয়ন নির্ধারণ করা হচ্ছে।
>
> -সাদিও মানে

গত ১৮ জানুয়ারি আফকন ফাইনালে মরক্কোকে ১-০ গোলে হারায় সেনেগাল। কিন্তু ওই ম্যাচে একটি বিতর্কিত ঘটনা ঘটে। ম্যাচের অন্তিম লগ্নে মরক্কো একটি পেনাল্টি পায়। সেই প্রতিবাদে সেনেগালের খেলোয়াড়রা মাঠ ছেড়ে উঠে যান। বেশ কিছুক্ষণ পর অবশ্য তাঁরা মাঠে ফেরেন। ওই বিতর্কিত পেনাল্টি থেকে অবশ্য গোল করতে পারেনি মরক্কো। উলটে অতিরিক্ত সময়ের শেষদিকে গোল করে ম্যাচে জয় লাভ করে সেনেগাল।

তবে খেলার মাঝপথে সেনেগাল খেলোয়াড়দের মাঠ ছেড়ে উঠে যাওয়াই শেষপর্যন্ত কাল হয়েছে। এই নিয়ে মরক্কো ফুটবল সংস্থার আবেদনের প্রেক্ষিতে আফ্রিকান ফুটবল নিয়ামক সংস্থার পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, 'সংস্থার ৮২ নম্বর ধারা অনুযায়ী, রেফারির অনুমতি ছাড়া কোনও দল মাঠ ছাড়লে সেই দলকে পরাজিত ধরা হবে। সেনেগাল এই ৮২ নম্বর ধারা ভঙ্গ করেছে। যার ফলে সেনেগালের পরিবর্তে মরক্কোকে ফাইনালে ৩-০ গোলে বিজয়ী হিসেবে ঘোষণা করা হচ্ছে।'

এদিকে আফ্রিকান ফুটবল সংস্থার সিদ্ধান্তে ক্ষোভে ফুঁসছে সেনেগাল। দলের অধিনায়ক সাদিও মানে সরাসরি বলেই দিয়েছেন, 'আমি খুব হতাশ। এই সিদ্ধান্ত লক্ষ লক্ষ ফুটবল ভক্তের আবেগ নষ্ট করে দিচ্ছে। খেলোয়াড়রা মাঠে নিজেদের সেরাটা উজাড় করে দিচ্ছে, কিন্তু মাঠের বাইরের সিদ্ধান্তে চ্যাম্পিয়ন নির্ধারণ করা হচ্ছে।' বুধবার সেনেগাল ফুটবল সংস্থার পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, আফ্রিকান ফুটবল নিয়ামক সংস্থার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তারা কোর্ট অফ আরবিট্রেশন ফর স্পোর্টস-এ আবেদন করতে চলেছে।

সদ্য বিবাহিতা স্ত্রী সোফি সাইনকে নিয়ে লখনউয়ে পৌঁছালেন শিখর ধাওয়ান। বুধবার।

ফেভারিট তকমা সহজে আসেনি : শুভমান

আহমেদাবাদ, ১৮ মার্চ : ১১ বছরের ট্রফি খরা কেটেছিল ২০২৪ সালের টি২০ বিশ্বকাপ জয়ের মাধ্যমে। পরবর্তী দুটি বছরে আরও দুটি আইসিসি-র খেতাব এসেছে টিম ইন্ডিয়ার ঘরে। ভারতের তৃতীয় টি২০ বিশ্বকাপ জয়ের পর রোহিত শর্মাও জানিয়েছিলেন, ট্রফি আসার এই তো সবে শুরু। বিশেষজ্ঞদের মতে, ভারতীয় ক্রিকেটের স্বপ্নের দৌড় চলছে। সব টুর্নামেন্টেই এখন ভারত খেতাব জয়ের প্রধান দাবিদার। যদিও টিম ইন্ডিয়ার টেস্ট অধিনায়ক শুভমান গিল মনে করছেন, এই ফেভারিট তকমা সহজে আসেনি।

২০২৫ সালটা স্বপ্নের মতো গিয়েছিল শুভমানের। পুরস্কারস্বরূপ সদ্যই বর্ষসেরা ক্রিকেটার হয়েছেন তিনি। সামনেই আইপিএল। যার জন্য প্রস্তুতিতে ডুবে রয়েছেন গুজরাট টাইটান্সের অধিনায়ক শুভমান। অনুশীলনের ফাঁকে শুভমান বলেছেন, 'আমরা মাঠে নামলেই ট্রফির প্রত্যাশা তৈরি হয়। কিন্তু এই ফেভারিট তকমা একদিনে আসেনি। এতে দলের প্রত্যেকের অবদান রয়েছে। গোতিভাই (গৌতম গম্ভীর), ব্যাটিং কোচ, বোলিং কোচ, ফিল্ডিং কোচ সবার। ওরা দল নিয়ে প্রতিনিয়ত পরিশ্রম করেছে, পরিকল্পনা করেছে। যার জন্য দল আজকের জায়গায় এসেছে। সেইজন্যই এখন আমরা বিশ্বের অন্যতম শক্তিশালী দল। সব টুর্নামেন্টে আমরা ফেভারিট হিসেবে নামি।'

গুজরাট টাইটান্সের ফোটোসেশনে অধিনায়ক শুভমান গিল।

পলি উমরিগড় ট্রফি জিতে এলিট লিস্টে নাম লিখিয়েছেন ২৬ বছরের শুভমান। যা নিয়ে তাঁর বক্তব্য, 'কিংবদন্তিদের তালিকায় নিজের নাম দেখতে পারা গর্বের বিষয়। প্রতিবার মাঠে নেমে দেশের প্রতিনিধিত্ব করতে পারার মধ্যে আলাদা অনুভূতি কাজ করে। এই পুরস্কার আমার কাছে বিরাট সম্মানের।'

টিম ইন্ডিয়ার ভয়ডরহীন ক্রিকেটে মজেছে ক্রিকেট সমাজ। শুভমান যার জন্য কোচ গম্ভীর ও বাকি কোচিং স্টাফদের কৃতিত্ব দিয়েছেন। শুভমানের নেতৃত্বে গত বছর ইংল্যান্ডে টেস্ট সিরিজ ড্র করেছিল ভারত। যা নিয়ে গিল বলেছেন, 'ইংল্যান্ডে গিয়ে সিরিজ ড্র করে ফিরেছিলাম আমরা। গত বছরটা দুর্দান্ত কাটিয়েছি।'

চলতি বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে শ্রীলঙ্কা, নিউজিল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সিরিজ রয়েছে ভারতের। আইপিএলের স্ট্র্যাটেজি তৈরির ফাঁকে আগামীর ভাবনা শুরু করে দিয়েছেন শুভমান। বলেছেন, 'সামনে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ টেস্ট সিরিজ রয়েছে আমাদের। আমাদের লক্ষ্য যত বেশি সম্ভব ম্যাচ জিতে ফাইনালে যাওয়া।'

আলবার্তো, রবসনদের চোট নিয়ে লুকোচুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৮ মার্চ : লিগে শীর্ষস্থান ধরে রাখাই এখন একমাত্র লক্ষ্য মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের।

বেঙ্গালুরু এফসির বিপক্ষে ম্যাচ ড্র করলেও খুব ক্ষতিবৃদ্ধি হয়নি। কারণ তার পরদিনই ম্যাচ হেরে যায় ঘাড়ের কাছে নিঃশ্বাস ফেলা জামশেদপুর এফসি। শুধু তাই নয়, পাঞ্জাব এফসির বিপক্ষে ম্যাচ ড্র করায় এগোতে পারেনি এফসি গোয়াও। সবমিলিয়ে তাই এখনও পর্যন্ত অ্যাডভান্টেজ মোহনবাগানই। আর ঘরের মাঠে সেই অ্যাডভান্টেজ ধরে রাখাই এখন লক্ষ্য সের্জিও লোবেরার দলের। যুবভারতীতে মোহনবাগান গত মরশুম থেকে প্রায় অপরাজেয় হয়ে উঠেছে। টানা ১৭ ম্যাচ নিজেদের মাঠে জয় ধরে রাখার মধ্যে যে আধিপত্য আছে তা এখন প্রায় সব প্রতিপক্ষের কাছেই যথেষ্ট চাপের। মুম্বই সিটি এফসি আগের ম্যাচে ইন্টার কাশীকে হারালেও এখনও সেরা ছন্দে নেই। তবে গত কয়েকদিন ধরে টানা এখানেই আছে পিটার ক্রেটকির দল। ফলে পরিবেশ-পরিস্থিতির সঙ্গে অনেকটাই মানিয়ে নিতে পেরেছেন জনি কাউকোরা। তিনি ছাড়া ইন্টার কাশীর বিপক্ষে খেলেছেন মোহনবাগানেরই প্রাক্তনী নুনো রিজ ও প্রথম ম্যাচে চোট পাওয়া জোরগে ওর্তিজ। তিন বিদেশিই অবশ্য আগের ম্যাচে ভালো খেলেছেন। তবে ইন্টার কাশী ও মোহনবাগানের শক্তি এক নয়। তাছাড়া আগের ম্যাচে দলের সঙ্গে ছিলেন না পেরেরা ডিয়াজও। চোটের জন্য তাঁকে মুম্বইতেই রেখে আসা হয়েছে। ক্রেটকি জানান, মোহনবাগান ম্যাচেও তাঁর খেলার সম্ভাবনা প্রায় নেই।

চোট সমস্যা আছে মোহনবাগানেরও। রবসন রোবিনহো এই ম্যাচেও খেলবেন কিনা সন্দেহ আছে। তাঁকে নাকি মাঠে নামার ব্যাপারে সবুজ সংকেত দিয়ে দিয়েছেন ডাক্তাররা। তবে লোবেরা বাড়তি ঝুঁকি নিতে এখনই চাইবেন কিনা তার উপরেই নির্ভর করছে রবসনের মাঠে নামা। আলবার্তো রডরিগেজের চোট কী অবস্থায় আছে, তা পরিষ্কার নয়। ম্যানেজমেন্টের দাবি, তাঁর চোট গুরুতর নয়। তিনি খেলতে পারবেন মুম্বই ম্যাচ। যদি না কোচ সতর্কতা অবলম্বন করতে তাঁকে বসিয়ে রাখেন। তবে রবসনের চোটের সময়েও একই দাবি করা হলেও মাঠে নামতে পারেননি তিনি। ফলে এটা বলাই যায়, ফুটবলারদের চোট নিয়ে খানিকটা হলেও লুকোচুরি খেলায় বিশ্বাসী বাগান ম্যানেজমেন্ট।

মঙ্গলবার অনুশীলন করলেও আলবার্তো রডরিগেজকে নিয়ে ধোঁয়াশা অব্যাহত মোহনবাগানে।

বিশ্বকাপ নিয়ে আতঙ্ক

মিউনিখ, ১৮ মার্চ : ২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপের নিরাপত্তা নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করলেন জার্মানির বিশ্বকাপজয়ী প্রাক্তন কোচ জোয়াকিম লো এবং কিংবদন্তি রেইনার বনহফ। আসন্ন বিশ্বকাপ আমেরিকা, মেক্সিকো এবং কানাডায় অনুষ্ঠিত হবে। কিন্তু মধ্যপ্রাচ্যে আমেরিকার যুদ্ধ পরিস্থিতি এবং মেক্সিকোর অভ্যন্তরীণ গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের কারণে নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তিত তাঁরা। জোয়াকিম লো জানিয়েছেন, সরাসরি যুদ্ধে জড়িত কোনও দেশে বিশ্বকাপ খেলা অত্যন্ত বিপজ্জনক। বনহফ আরও একধাপ এগিয়ে কানাডাকে একমাত্র নিরাপদ দেশ আখ্যা দিয়ে, পরিস্থিতি বিবেচনা করে টুর্নামেন্ট বয়কট করারও পরোক্ষ ইঙ্গিত দিয়েছেন।

লিঙ্গ পরীক্ষায় আপত্তি

লুসান, ১৮ মার্চ : মহিলা অ্যাথলিটদের জন্য আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির (আইওসি) প্রস্তাবিত 'জেনেটিক লিঙ্গ পরীক্ষা' বাতিলের দাবি তুলল ৮০টিরও বেশি মানবাধিকার সংগঠন। রূপান্তরকামী এবং ইন্টারসেক্স অ্যাথলিটদের মহিলাদের বিভাগে নিষিদ্ধ করার আইওসি-র নয়া ভাবনার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে তারা। সংগঠনগুলির দাবি, এই ধরনের পরীক্ষা নারী অধিকার ও সুরক্ষার পরিপন্থী। যদিও এই দাবিকে 'হাস্যকর' বলে উড়িয়ে দিয়েছেন ক্রীড়া বিশেষজ্ঞরা। তাঁদের মতে, মহিলাদের বিভাগে পুরুষদের আধিপত্য আটকাতেই লিঙ্গ পরীক্ষা অত্যন্ত জরুরি। আইওসি অবশ্য এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়নি।

হেরে বিদায় মোহনবাগানের

কলকাতা, ১৮ মার্চ : রিলায়েন্স ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন লিগের জাতীয় পর্যায় থেকে বিদায় নিয়েছে গতবারের চ্যাম্পিয়ন মোহনবাগান। মঙ্গলবার তারা বেঙ্গালুরুর কাছে ১-০ গোলে হেরে গিয়েছে। পয়েন্টের বিচারে সেমিফাইনালে যাওয়ার আর কোনও সুযোগ নেই ডেগি কার্ডোজোর দলের। বাংলার আরেক প্রধান ইস্টবেঙ্গল অবশ্য আগেই বিদায় নিয়েছিল।

ট্রেনে ফেরার কারণ জানালেন শিবম

মুম্বই, ১৮ মার্চ : ৮ মার্চের রাত ভারতীয় ক্রিকেটে অমর হয়ে গিয়েছে। আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে ইতিহাস বদলে নতুন ইতিহাস গড়েছে সূর্যকুমার যাদবের টিম ইন্ডিয়া। ভারতের বিশ্বজয়ী দলের সদস্য ছিলেন শিবম দুবেও। যদিও ৯ মার্চ ভোরেই তিনি মুম্বইয়ে ফেরার সিদ্ধান্ত নেন। ট্রেনে টুপি, মাস্ক পরা শিবমের সেই ছবি সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছিল। বিশ্বকাপ জয়ের পরদিন ট্রেনে বাড়ি ফেরার কারণ প্রকাশ্যে আনলেন মুম্বইয়ের এই অলরাউন্ডার।

বাকিদের মতো শিবমও আইপিএলের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত। চেন্নাই সুপার কিংসের মিডল অর্ডারকে সামলানোর দায়িত্ব থাকবে তাঁর উপর। সেই শিবম ট্রেনে বাড়ি ফেরার প্রসঙ্গে বলেছেন, 'বাড়িতে বাবা ও সন্তানের সঙ্গে দেখা করার জন্য উৎকণ্ঠায় ভুগছিলাম। তাই ভোরেই বাড়ি ফেরার সিদ্ধান্ত নেই। আর অপেক্ষা করতে পারছিলাম না।'

> বাড়িতে বাবা ও সন্তানের সঙ্গে দেখা করার জন্য উৎকণ্ঠায় ভুগছিলাম। তাই ভোরেই বাড়ি ফেরার সিদ্ধান্ত নেই। আর অপেক্ষা করতে পারছিলাম না।
>
> -শিবম দুবে

ভারতের এবারের বিশ্বকাপজয়ী দলের আরেক সদস্য অভিষেক শর্মা জানিয়েছেন, টি২০ বিশ্বকাপ তাঁর মানসিক কাঠিন্যের পরীক্ষা নিয়েছে। শূন্যের হ্যাটট্রিকে বিশ্বকাপ শুরুর পর জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে রানে ফেরেন অভিষেক। পরে ফাইনালে তাঁর ঝোড়ো অর্ধশতরান ভারতের জয়ের রাস্তা সুগম করে। অভিষেক বলেছেন, 'বিশ্বকাপ আমার মানসিক কাঠিন্যের পরীক্ষা নিয়েছে। শিখিয়েছে কীভাবে ধৈর্য ধরতে হয়।'

বিশ্বকাপে শেষপর্যন্ত ফর্ম ফিরে পাওয়ার পর কোচ গৌতম গম্ভীর ও অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদবকে কৃতিত্ব দিয়েছেন টি২০-তে বিশ্বের এক নম্বর ব্যাটার অভিষেক। একইসঙ্গে বিশ্বকাপ চলাকালীন মেন্টর যুবরাজ সিংয়ের সঙ্গেও তাঁর কথা হত বলে জানিয়েছেন অভিষেক। বলেছেন, 'টানা তিনটি শূন্য করার পরও সূর্যভাই পাশে ছিল। বলেছিল, নিজের স্বাভাবিক খেলা খেলতে। অধিনায়ক এভাবে পাশে থাকলে চাপ অনেকটাই কেটে যায়। একজন লিডার এরকম ভরসা জোগালে মাঠে নেমে ভয়ডরহীন ক্রিকেট খেলা সহজ হয়ে দাঁড়ায়। বিশ্বকাপের মাঝে যুবিপাজির সঙ্গেও রোজ কথা হত। উনি বলেছিলেন, প্রতিটা আক্রমণাত্মক ব্যাটারের অফফর্ম আসে, আবার সেটা কেটেও যায়। নিজের খেলা বদলে ফেলিস না। রান আসবেই।'

এবারের বিশ্বকাপের অভিজ্ঞতা আগামীদিনে কাজে লাগাতে চাইছেন অভিষেক। বলেছেন, 'অভিজ্ঞতা মানুষকে শক্তিশালী করে। এবারের বিশ্বকাপে খারাপ-ভালো দুই সময়ই দেখেছি। যা আগামীতে আমাকে আরও পরিণত করবে।'

চেন্নাই সুপার কিংসের নেটে 'নো লুক শট'-এ মজে শিবম দুবে।

পিছিয়ে গেল ইস্টবেঙ্গল বনাম মহমেডান ম্যাচ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৮ মার্চ : পিছিয়ে গেল ইস্টবেঙ্গল-মহমেডান স্পোর্টিং ম্যাচ। ২১ মার্চ ইদ। সেই কারণেই পিছিয়ে দেওয়া হল এই ম্যাচ। ২৩ তারিখ সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে খেলবে ইস্টবেঙ্গল ও মহমেডান। এদিকে কেভিন সিবিলে নেই এই ম্যাচেও। তাঁর যা অবস্থা তাতে আন্তর্জাতিক বিরতির পরও তাঁকে পাওয়ার বিষয়ে নিশ্চিত নয় ম্যানেজমেন্ট। বাকি ফুটবলারদের সকলেই ফিট। ফলে পরের ম্যাচে জয়ের আশায় ইস্টবেঙ্গল। এরইমধ্যে অস্কার ব্রুজোঁর সরে যাওয়ার বিষয়টি মোটামুটিভাবে ধামাচাপা পড়ে গেল বলেই মনে করা হচ্ছে এবং যাঁরা মনে করছেন, এরপর দুই-একটি ম্যাচ হারলেই ফের তাঁর অপসারণের বিষয়টি নিয়ে আলোচনা শুরু হবে, তাঁরা ভুল করছেন বলেই অভিজ্ঞমহলের ধারণা। যা খবর তাতে বিশাল কিছু অঘটন না ঘটলে মরশুমের শেষ অবধি থাকছেন অস্কার।

কামিন্সের অবর্তমানে সানরাইজার্সের অধিনায়ক ঈশান

হায়দরাবাদ, ১৮ মার্চ : আভাস ছিলই। যা বুধবার সত্যি হল। প্যাট কামিন্সের অনুপস্থিতিতে আসন্ন আইপিএলের শুরুর কয়েকটি ম্যাচে সানরাইজার্স হায়দরাবাদকে নেতৃত্ব দেবেন ঈশান কিষান। নতুন দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তারকা ব্যাটার অভিষেক শর্মাকেও। তিনি সহঅধিনায়কের ভূমিকা পালন করবেন। দিন দুয়েক আগে প্রাথমিকভাবে শোনা গিয়েছিল, কামিন্স শুরুতে না পারলে অস্থায়ী অধিনায়ক হবেন অভিষেক। কিন্তু পরবর্তীতে সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফি টি২০-তে ঝাড়খণ্ডকে নেতৃত্ব দেওয়া ঈশানকে স্টপগ্যাপ অধিনায়ক করার ভাবনাচিন্তা করে সানরাইজার্স হায়দরাবাদ কর্তৃপক্ষ। এদিন তাতে সিলমোহর পড়ল। সানরাইজার্স হায়দরাবাদের তরফে বলা হয়েছে, 'পিঠের চোটের জন্য কামিন্স শুরুর কয়েকটি ম্যাচ খেলতে পারবেন না। ওর অবর্তমানে ঈশানকে অধিনায়ক করা হয়েছে। অভিষেক ডেপুটির দায়িত্ব সামলাবেন।'

ডেপুটি অভিষেক

পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধের প্রভাব নাইট শিবিরে

ক্যারিবিয়ান ব্রিগেডকে নিয়ে দুশ্চিন্তা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৮ মার্চ : করব, লড়ব, জিতব রে!

শুরু হয়ে গেল চূড়ান্ত কাউন্ট ডাউন। মাঝে বাকি আর মাত্র কয়েকদিন। তারপরই ২৮ মার্চ থেকে শুরু হয়ে যাবে ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ।

আসন্ন আইপিএলের লক্ষ্যেই আজ বিকেলে ইডেন গার্ডেন্সে শুরু হয়ে গেল কলকাতা নাইট রাইডার্সের চূড়ান্ত প্রস্তুতি শিবির। আর প্রথম দিনের শিবিরে নাইটদের প্রায় চার ঘণ্টার অনুশীলনের আবহে উঠে এল দুশ্চিন্তা। সৌজন্যে নাইট শিবিরের ক্যারিবিয়ান ব্রিগেড। সুনীল নারায়ণ, রোভমান পাওয়েলরা এখন তাঁদের দেশে আটকে। দলের নয়া সাপোর্ট স্টাফের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে চলা আন্দ্রে রাসেলও আটকে তাঁর দেশে। কবে তাঁরা কলকাতায় আসতে পারেন, যোগ দিতে পারেন দলের অনুশীলনে, স্পষ্ট নয় কিছুই। পশ্চিম এশিয়াজুড়ে ইরান বনাম ইজরায়েল যুদ্ধ চলছে। সেই যুদ্ধের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও। যুদ্ধের কারণেই দুবাই সহ মধ্যপ্রাচ্যের নানা বিমানবন্দরও বন্ধ রয়েছে। ফলে নারায়ণদের কলকাতায় হাজির হওয়ার পাশে কেকেআর শিবিরে যোগ দেওয়া নিয়ে তৈরি হয়েছে অচলাবস্থা। কেকেআরের অন্দরের খবর, ২৪ মার্চ নারায়ণরা হাজির হতে পারেন কলকাতায়। কিন্তু সেটা নিশ্চিত নয়। কারণ, যুদ্ধের কারণে নিয়মিতভাবে নাইটদের ক্যারিবিয়ান ব্রিগেডের বিমান টিকিট বদলাচ্ছে। দলের মেন্টর ডোয়েন ব্রাভো অবশ্য আজ ভোরেই কলকাতায় পৌঁছে গিয়েছেন। তিনি পরিবার নিয়ে আমস্টারডামে ছুটি কাটাচ্ছিলেন বলে কলকাতায় আসতে সমস্যা হয়নি তাঁর। কিন্তু বাকিরা? আপাতত জবাব নেই।

তিন তারা দেওয়া কলকাতা নাইট রাইডার্সের নতুন জার্সিতে অনুশীলন শুরু করলেন আজিঙ্কা রাহানে।

এদিকে, আজই শুরু হয়ে গেল কেকেআরের মূল শিবির। অধিনায়ক আজিঙ্কা রাহানে, কোচ অভিষেক নায়ারদের নজরদারিতে অন্তত চার ঘণ্টা ইডেনে অনুশীলন করলেন ব্লেসিং মুজারাবানি, রিঙ্কু সিংরা। বৃহস্পতিবার বরুণ চক্রবর্তী কলকাতায় পৌঁছে যাচ্ছেন। সঙ্গে নাইট সংসারে তিন তারকা কিউয়ি রাচিন রবীন্দ্র, টিম সেইফার্ট ও ফিন অ্যালেনও হাজির হয়ে যাচ্ছেন। ২৯ মার্চ নাইটদের প্রথম ম্যাচ মুম্বইয়ে। ২৫ মার্চ কেকেআরের কলকাতা থেকে মুম্বই যাওয়ার কথা। আজ সন্ধ্যায় নাইটদের প্রথম দিনের অনুশীলনে নজর কেড়েছেন রহস্য স্পিনার দক্ষ কর্মা। এছাড়া তেজস্বী দাহিয়া, সার্থক রঞ্জনদের নিয়েও নাইটদের অন্দরে আগামীর স্বপ্ন দেখা চলছে। পাশাপাশি দলের অন্দরে কাঁটা হিসেবে সামনে আসছে হর্ষিত রানার চোট। বড় অঘটন না হলে তিনি আইপিএলে নেই। এমন অবস্থায় হর্ষিতের বদলির লক্ষ্যে নাইটদের অনুশীলনের মাঝেই আজ ট্রায়াল দিলেন সন্দীপ ওয়ারিয়ার সহ একঝাঁক ক্রিকেটার। শেষপর্যন্ত কার ভাগ্যে শিকে ছেঁড়ে, সেটাই দেখার।

ফিল্ডিং অনুশীলনে কলকাতা নাইট রাইডার্সের রিঙ্কু সিং। বুধবার।

কলকাতায় পৌঁছানোর আগে বিতর্কে গ্রিন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৮ মার্চ : তাঁকে নিয়ে ইতিমধ্যেই তৈরি হয়েছে বিশাল আগ্রহ। তাঁকে দেখার অপেক্ষায় আইপিএলের দুনিয়া। নিলামের আসর থেকে ২৫ কোটি টাকা দিয়ে ক্যামেরন গ্রিনকে কিনেছিল কলকাতা নাইট রাইডার্স। আজ বিকেলের ইডেন গার্ডেন্সে নাইটদের চূড়ান্ত প্রস্তুতি শিবির শুরু হয়ে গেলেও গ্রিন এখনও তাঁর দেশে। জানা গিয়েছে, শুক্রবার গভীর রাত অথবা শনিবার ভোরে গ্রিনের কলকাতায় পৌঁছানোর কথা। কিন্তু তার আগেই সংবাদ শিরোনামে আইপিএলের অন্যতম তারকা। সম্পূর্ণ অক্রিকেটীয় কারণে।

নিজের দেশে শেফিল্ড শিল্ডের ম্যাচের মাঝখানে গ্রিন আজ এক অস্ট্রেলিয় সাংবাদিকের সঙ্গে বিতর্কে জড়ালেন। সংশ্লিষ্ট সেই সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাব দিতে অস্বীকার করেন তিনি। সাংবাদিক সম্মেলনের শেষে আলাদাভাবে সেই সাংবাদিকের সঙ্গে তর্কাতর্কিতে জড়িয়ে পড়েন তিনি। পরিস্থিতি এতটাই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে যে, পশ্চিম অস্ট্রেলিয়া দলের সহকারী কোচ বিউ কাসনকে হস্তক্ষেপ করে বাদানুবাদ থামাতে হয়। পরে গ্রিনের হয়ে পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার সহকারী কোচ সংশ্লিষ্ট সেই সাংবাদিকের কাছে ক্ষমা চেয়ে নেন বলে জানা গিয়েছে। যদিও গ্রিনের আচমকা এমন মাথা গরমের কারণ স্পষ্ট হয়নি। আইপিএলের আসরে এভারেস্ট সমান প্রত্যাশার চাপ সামলে কীভাবে গ্রিন পারফর্ম করেন, এখন সেদিকেই নজর ক্রিকেট দুনিয়ার।

আসন্ন আইপিএলের জন্য রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু শিবিরে যোগ দিলেন বিরাট কোহলি। বুধবার।

শীর্ষে রইলেন অভিষেক

র‍্যাংকিংয়ে পাঁচে বুমরাহ

দুবাই, ১৮ মার্চ : বোলারদের টি২০ র‍্যাংকিংয়ে উন্নতি হল জসপ্রীত বুমরাহর। দক্ষিণ আফ্রিকার করবিন বশকে পিছনে ফেলে বোলারদের র‍্যাংকিংয়ে পাঁচ নম্বরে উঠে এলেন বুমরাহ।

দিন কয়েক আগে শেষ হওয়া টি২০ বিশ্বকাপের আসরে বুমরাহ পেয়েছিলেন মোট ১৪ উইকেট। যার মধ্যে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ফাইনালে রয়েছে ১৫ রানে ৪ উইকেট, ম্যাচ সেরার সম্মানও। কুড়ির বিশ্বকাপের আসরে ধারাবাহিকভাবে ভালো পারফর্ম করার পাশে টিম ইন্ডিয়ার সাফল্যে অবদান রাখার পুরস্কার পেলেন বুমরাহ। বোলারদের র‍্যাংকিংয়ে উন্নতি হল তাঁর। আজ আইসিসি-র নয়া র‍্যাংকিংয়ের তালিকা থেকে যখন বুমরাহর উন্নতির খবর সামনে এসেছে। তখন তাঁর ক্রিকেটীয় ভাবনার আরও একটি দিকের কথাও জানা গিয়েছে। সূত্রের খবর, বুমরাহ ২০২৭ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে নির্ধারিত থাকা একদিনের বিশ্বকাপ নিয়ে ভাবনা শুরু করে দিয়েছেন। তিনি চলতি বছরে বাছাই করে টি২০ খেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে খবর। যদিও একদিনের ক্রিকেটে নিয়মিতভাবে খেলার পরিকল্পনা রয়েছে তাঁর। এদিকে, কুড়ির ক্রিকেটে বোলারদের র‍্যাংকিংয়ে বুমরাহর উন্নতির দিন জানা গিয়েছে, ব্যাটারদের তালিকায় শীর্ষস্থান ধরে রেখেছেন অভিষেক শর্মা। ব্যাটারদের তালিকার দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন ঈশান কিষান।

রাজস্থান রয়্যালসের নতুন জার্সি হাতে অধিনায়ক রিয়ান পরাগ। বুধবার।

নতুন কোচ হ্যাডিন

সিডনি, ১৮ মার্চ : নিউ সাউথ ওয়েলসের (এনএসডব্লিউ) নতুন হেড কোচ হিসেবে নিযুক্ত হলেন অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন টেস্ট উইকেটকিপার ব্র্যাড হ্যাডিন। ঘরোয়া শেফিল্ড শিল্ডে দলের টানা ব্যর্থতার জেরে গ্রেগ শিফার্ডকে ছাঁটাই করে হ্যাডিনের হাতে দায়িত্ব তুলে দিল বোর্ড। মার্ক টেলর ও স্টিভ ওয়ার মতো কিংবদন্তিদের সুপারিশেই তাঁর এই নিয়োগ। এর আগে অস্ট্রেলিয়া জাতীয় দল এবং আইপিএলে সানরাইজার্স হায়দরাবাদ ও পাঞ্জাব কিংসের সহকারী কোচ হিসেবে কাজ করেছেন তিনি। নতুন দায়িত্ব পেয়ে দলের হারানো গৌরব ফেরাতে মরিয়া হ্যাডিন।

দ্বিতীয় জয় বাগানের

কলকাতা, ১৮ মার্চ : ক্যালকাটা প্রিমিয়ার হকি লিগে টানা দ্বিতীয় জয় পেল মোহনবাগান। বুধবার তারা ৬-৪ গোলে হারিয়েছে পুলিশ এসি-কে। সবুজ-মেরুনের হয়ে জোড়া গোল ববি সিং ধামির। এছাড়াও রোহিত, আজিঙ্কা, যোগেশ ও অর্জুন স্কোরশিটে নাম তুলেছেন।

প্রি-কোয়ার্টারে রায়কতপাড়া

জলপাইগুড়ি, ১৮ মার্চ : সিএবি-র অম্বর রায় ট্রফি অনূর্ধ্ব-১৫ ক্রিকেটে প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে উঠল জলপাইগুড়ির রায়কতপাড়া স্পোর্টিং অ্যাসোসিয়েশন। জেলা ক্রীড়া সংস্থার সচিব ভোলা মণ্ডল জানিয়েছেন, উত্তরবঙ্গ থেকে একমাত্র রায়কতপাড়া স্পোর্টিং অ্যাসোসিয়েশনই প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালের ছাড়পত্র পেয়েছে। ২১ মার্চ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় মাঠে প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে রায়কতপাড়ার প্রতিপক্ষ ২২ ইয়ার্ড স্পোর্টস স্কুল।

‘নতুন’ রোহিতে মুগ্ধ মুম্বইয়ের কোচ মাহেলা

মুম্বই, ১৮ মার্চ : ‘অধিনায়ক হিসেবে কোনও উদাসীনতা দেখালে চলবে না।’ আইপিএল শুরুর আগে দিল্লি ক্যাপিটালস অধিনায়ক অক্ষর প্যাটেলকে এমনটাই পরামর্শ দিয়েছেন প্রাক্তন তারকা চেতেশ্বর পূজারা।

গতবছর মরশুমটা মোটেও ভালো যায়নি দিল্লির। প্লে-অফে উঠতে পারেনি তারা। এই মরশুমে অবশ্য লোকেশ রাহুল, মিচেল স্টার্কের মতো খেলোয়াড়কে দলে নিয়েছে। তবে অধিনায়ক হিসেবে অক্ষর প্যাটেলেই আস্থা রেখেছে দিল্লি। ৩১ বছরের এই অলরাউন্ডারের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন পূজারা। তবে একই সঙ্গে সতর্কও করেছেন। এক সাক্ষাৎকারে পূজারা বলেছেন, ‘অক্ষর খুব শান্ত স্বভাবের ক্রিকেটার। কোনও বাড়তি চাপ নেয় না। সবসময় খেলোয়াড়দের সমর্থনও করেন। তবে ওকে একটা কথা বলব, কোনও উদাসীনতা দেখালে চলবে না। উদাসীন হয়ে পড়লে খেলার ছন্দটা ধরে রাখা যায় না। গতবারও নিজেদের ছন্দ ধরে রাখতে পারেনি দিল্লি। এবার কিন্তু সেই ভুল করলে চলবে না।’

মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের জার্সিতে অনুশীলনের ফাঁকে রোহিত শর্মা।

অক্ষরকে সতর্ক করলেন পূজারা

এদিকে, গত এক বছর কোনও টি২০ ম্যাচ খেলেননি রোহিত শর্মা। তারপরেও নেটে হিটম্যানকে দেখে মুগ্ধ মুম্বই কোচ মাহেলা জয়বর্ধনে। প্রাক্তন লঙ্কান তারকার কথায়, ‘রোহিত অনেক পরিশ্রম করেছে। নেটে ওকে দেখে ভালো লাগছিল। আগের থেকে ও আরও বেশি ফিট। এটা রোহিতের নতুন রূপ। আইপিএলে দলকে ও নির্ভরতা দিতে তৈরি।’

> রোহিত অনেক পরিশ্রম করেছে। নেটে ওকে দেখে ভালো লাগছিল। আগের থেকে ও আরও বেশি ফিট। এটা রোহিতের নতুন রূপ। আইপিএলে দলকে ও নির্ভরতা দিতে তৈরি।
> -মাহেলা জয়বর্ধনে

সদ্য সমাপ্ত টি২০ বিশ্বকাপে ভারত অধিনায়ক সূর্যকুমারের ফর্ম নিয়ে বেশ প্রশ্ন উঠেছিল। দেশ বিশ্বকাপ পেলেও ব্যাট হাতে স্কাই কিন্তু নিষ্প্রভই থেকে গিয়েছেন। তবে তাঁকে নিয়ে মোটেও উদ্বিগ্ন নন মুম্বই কোচ। পরিষ্কার বলে দিয়েছেন, ‘সূর্য নিজেও খারাপ ফর্ম নিয়ে খুব বেশি চিন্তা করছে না। ও উঁচুমানের খেলোয়াড়। তবে সূর্য ধারাবাহিকতায় উন্নতি করতে চাইবে। আমি নিশ্চিত ছুটি কাটিয়ে ফুরফুরে মেজাজে সূর্য আমাদের অনুশীলনে যোগ দেবে।’

সুকুমারের শতরান

কোচবিহার, ১৮ মার্চ : জেলা ক্রীড়া সংস্থার অভিনন্দন ট্রফি সুপার ডিভিশন ক্রিকেটে বুধবার এমজেএন ক্লাব ১৫১ রানে ধলুয়াবাড়ি শংকর ক্লাবকে হারিয়েছে। কোচবিহার স্টেডিয়ামে টসে জিতে এমজেএন ৪০ ওভারে ৭ উইকেটে ২৬৪ রান তোলে। ম্যাচের সেরা সুকুমার বর্মন ১০৫ রান করেন। রাজদীপ কর্মকার ৪০ রানে নিয়েছেন ৩ উইকেট। জবাবে ধলুয়াবাড়ি ৩০ ওভারে ১১৩ রানে সব উইকেট হারায়। পবিত্র দে ২৫ রান করেন। দীপায়ন গুহ ২৯ রানে ফেলে দেন ৪ উইকেট।

ম্যাচের সেরার ট্রফি হাতে সুকুমার বর্মন। ছবি : জয়দেব দাস

কিরণচন্দ্র ট্রফি ক্রিকেট শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৮ মার্চ : উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রীড়া পর্ষদের কিরণচন্দ্র ট্রফি আন্তঃ কলেজ টি২০ ক্রিকেট বুধবার শুরু হল। জলপাইগুড়ির এসি কমার্স কলেজ ৬ উইকেটে দাগাপুরের আইআইএলএস-কে হারিয়েছে। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে টসে হেরে আইআইএলএস ১৭.২ ওভারে ১১৪ রানে অল আউট হয়। তুর্জ সাহা ২১ ও দেবদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯ রান করেন। অভিনব চক্রবর্তী ১৮ ও নীলকমল মণ্ডল ১৪ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। জবাবে এসি কমার্স ১৭.৪ ওভারে ৪ উইকেটে ১১৬ রান তুলে নেয়। শুভদীপ শীল ৪১ ও তন্ময় রায় ২৬ রান করেন। সোমনাথ দত্ত ২৪ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। অন্যদিকে, জয়গাঁর ননী ভট্টাচার্য স্মারক মহাবিদ্যালয় না আসায় শিলিগুড়ির সালেসিয়ান কলেজকে ওয়াকওভার দেওয়া হয়। বৃহস্পতিবার খেলবে চোপড়ার কমলা পাল স্মৃতি মহাবিদ্যালয়-জলপাইগুড়ির এসি কলেজ ও সালেসিয়ান-নর্থবেঙ্গল সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ।

ম্যাচের সেরা হয়ে আতিফ শায়ার (বাঁয়ে) ও রাজদীপ চক্রবর্তী।

কিডস কাপ ক্রিকেট শুরু

আলিপুরদুয়ার, ১৮ মার্চ : ফ্রেন্ডস ক্রিকেট অ্যাকাডেমির উদ্যোগে এবং ডুয়ার্স কালচারাল ইউনিট, সলসলাবাড়ির সহযোগিতায় সলসলাবাড়িতে অনূর্ধ্ব-১৩ কিডস কাপ ক্রিকেট বুধবার শুরু হল। উদ্বোধনী ম্যাচে এমএসডি স্পোর্টস অ্যাকাডেমি ৫ রানে উদয়ন ক্রিকেট অ্যাকাডেমিকে হারিয়েছে। এমএসডি টসে জিতে ২০ ওভারে ৬ উইকেটে ১১৯ রান তোলে। অভীক চন্দ্রসরকার ৪৪ রান করে। সুপ্রিয় পাল ৮ রানে পেয়েছে ৩ উইকেট। জবাবে উদয়ন ২০ ওভারে ৫ উইকেটে ১১৪ রানে আটকে যায়। দেব বাসফোর ৩৩ রান করে। ম্যাচের সেরা আতিফ শায়ার ২০ রানে নেয় ২ উইকেট।

অন্য ম্যাচে রেইনবো ক্রিকেট অ্যাকাডেমি ৩৫ রানে বোরোল্যান্ড ক্রিকেট অ্যাকাডেমির বিরুদ্ধে জয় পায়। রেইনবো টসে জিতে ২০ ওভারে ৮ উইকেটে ৯৭ রান তোলে। নীলাদ্রি রায় ২২ রান করে। আরিসুল হক ১০ রানে পেয়েছে ৩ উইকেট। জবাবে বোরোল্যান্ড ১৬ ওভারে ৫ উইকেটে ৬২ রানে আটকে যায়। আরিসুল ১৬ রান করে। ম্যাচের সেরা রাজদীপ চক্রবর্তী ৮ রানে নেয় ২ উইকেট। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়িনী হলেন কলকাতা-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, কলকাতা - এর একজন বাসিন্দা প্রীত কৌর - কে 16.12.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 89A 87865 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি সিকিম রাজ্য লটারিতে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়িনী বললেন "ডিয়ার লটারি থেকে এক কোটি টাকার পুরস্কার জয়ের বার্তাটি আমার জন্য অবিশ্বাস্য একটা মুহূর্ত ছিল। আমি যে বিজয়ী হব এটি আমি কখনও কল্পনা করিনি। ডিয়ার লটারি সাধারণ মানুষের আর্থিক অবস্থা শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই সুযোগটি পাওয়ার জন্য আমি ডিয়ার লটারির প্রতি খুবই কৃতজ্ঞ।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

* বিজ্ঞাপ্তির তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

ম্যাচের সেরা হওয়ার পর শিলিগুড়ির নিরুপম বর্মন। -জসিমুদ্দিন আহম্মদ

নিরুপমের দাপটে জয়ী শিলিগুড়ি

মালদা, ১৮ মার্চ : সিএবি-র অনূর্ধ্ব-১৫ ক্রিকেট লিগে ঘুরে দাঁড়াল শিলিগুড়ি। বুধবার তারা ৬০ রানে হুগলিকে হারিয়েছে। টসে হেরে শিলিগুড়ি ৪৫ ওভারে ৮ উইকেটে ২৪০ রান তোলে। ম্যাচের সেরা নিরুপম বর্মন ১০৬ রান করে। প্রবীণ ছেত্রীর অবদান ৪৫। আয়ুষ মালিক পেয়েছেন ৩ উইকেট। জবাবে হুগলি ৩৯ ওভারে ১৮০ রানে অল আউট হয়।

সমাজ সেবক সংঘের জয়

রায়গঞ্জ, ১৮ মার্চ : রায়গঞ্জ স্পোর্টস ক্লাবের পরিচালনায় ও ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত ৮ দলীয় অলকানন্দ দে ট্রফি ফুটবলে বুধবার সমাজ সেবক সংঘ ৪-০ গোলে জেলা ক্রীড়া সংস্থার কোচিং সেন্টারকে হারিয়েছে। ম্যাচটি স্পোর্টস ক্লাবের মাঠে হয়েছে।

সোনা সন্দীপ, প্রিয়ার

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৮ মার্চ : ভবানীপুরে পুরুষ ও মহিলাদের রাজ্য পাওয়ার লিফটিংয়ে দার্জিলিং জেলা ফিজিকাল কালচার অ্যাসোসিয়েশনের সন্দীপ সোনি মাস্টারে ৯৪ কেজিতে ডেড লিফটে সোনা ও বেঞ্চ প্রেসে রুপো জিতেছেন। অজয় বর্মন পুরুষদের ৮৪ কেজি বিভাগে বেঞ্চ প্রেস ও ডেড লিফটে রুপো পেয়েছেন। প্রিয়া সরকার ৬৪ কেজি বিভাগে ডেড লিফটে সোনা জিতেছেন।

ভবানীপুরে রাজ্য পাওয়ার লিফটিংয়ে পদকজয়ী দার্জিলিং জেলা ফিজিকাল কালচার অ্যাসোসিয়েশনের খেলোয়াড়রা।